রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নামায ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা

চিত্রসহ

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ নূর উল্লাহ আযাদ এম. এম.
ভূতপূর্ব অনুবাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সহ সম্পাদনায়

মোঃ নোমান হোসাইন চৌধুরী

পরিবেশনায়

সোলেমানিয়া বুক হাউস

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামকে আমাদের জন্য জীবন বিধান রূপে মনোনীত করেছেন। সর্বোপরি আখেরী রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত করে আমাদেরকে সম্মানীত করেছেন।

ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত জীবন-বিধান। এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাঝেই মানবকুলের ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ পাক একমাত্র তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর মু'মিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল নামায। অধিকাংশ মুসলমানই নামাযের পূর্ণাঙ্গ মাসায়েল, আদায় করার সঠিক পদ্ধতি ইদ্যাদি সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ।

এ বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন পুস্তকাদি রচিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এতদসত্ত্বেও পাঠককুলের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেচনা করে আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে **"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা [চিত্রসহ]"** নামক বইখানা আপনাদের হাতে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

এর সর্বাঙ্গিন সুন্দরের সকল চেষ্টাই করা হয়েছে। তার পরেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থখানায় পরিবেশিত আলোচ্য-বিষয়ে ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিমার্জনের ওয়াদা করছি।

গ্রন্থখানা পাঠে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ্ তায়ালা এ বই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি দিন। আমীন।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায

ঈমান আমল ও আখলাক

✧ ঈমান ও আমলের সম্পর্ক

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন নজদ্‌বাসী লোক এলোমেলো কেশে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে পৌছল (এবং ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলতে লাগল)। আমরা তার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমন কি সে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতি নিকট এসে পৌছল। (তখন অনুধাবন করতে পারলাম) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে—(ইসলাম কি)?

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ (১) দিনে-রাতে পাঁচবার নামায আদায় করা। সাহাবা বলল, এছাড়া আর কোন নামায আমার উপর (ফরয) আছে কিনা? রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন, না তবে যদি তুমি স্বেচ্ছায় (নফল) নামায আদায় করতে চাও আদায় করতে পার। অতঃপর রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর (২) রমযান মাসের রোযা রাখা। সে বলল, এছাড়া আমার উপর আর কোন রোযা (ফরয) আছে কিনা? রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; না, তবে যদি স্বেচ্ছায় (নফল) রোযা রাখ রাখতে পার।

❏ হযরত তালহা রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, এভাবে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইহা ব্যতীত আমার উপর আর কোন দেয় যাকাত আছে কিনা? রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; না, কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় (নফল) দান কর।

❏ হযরত তালহা রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, অতঃপর সে এই বলতে বলতে চলে গেল 'আল্লাহ্র কসম! এর উপর আমি কিছু বেশীও করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না।' (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; লোকটি সাফল্য লাভ করল, যদি সে সত্য বলে থাকে। (সম্ভবতঃ তখনও হজ্জ ফরয হয়নি)। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ। এখানে মিশকাত শরীফ থেকে গৃহীত)

✧ **ঈমান ও আমল দুই বন্ধু—**

জনৈক বুজুরগানে কেরাম বলেছেন, ঈমান ও আমল দুই বন্ধু—একের অভাবে অপরের দ্বারা কোন উপকার হয় না। (সগির)

✧ **ঈমান ও আমল সম্পর্কে দশটি মূল্যবান উপদেশ—**

হযরত মায়ায রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটা জিনিসের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি তোমাকে হত্যা করা হয় এবং পোড়ান হয় তবুও তুমি আল্লাহ্ পাকের সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। যদি তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পত্তি ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলা হয় তবুও কখনো তোমার পিতামাতার অবাধ্যতা করবে না। কখনো ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে তার জন্য আল্লাহ্র কোন যিম্মাদারী থাকেন না। কখনো শরাব পান করবে না, কেননা শরাব সকল অশ্লীল কাজের মূল। গুনাহ্ থেকে সাবধান! কেননা, গুনাহ্র কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ নাযিল হয়। মানুষ তোমাকে হালাক করলেও জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। যদি তুমি কোন লোকজনের সাথে থাক এবং তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয় তাহলে দৃঢ়পদে থাকবে। তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে, তাদেরকে আদব শিখানোর ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা করবে না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমদ ও মা'আরিফুল হাদীস)

✧ **ঈমান পরিপূর্ণ করার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ আমল—**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, এমন কেউ আছে কি? যে এ বিষয়গুলো আমল করবে অথবা কমপক্ষে অন্য আমলকারীকে বলে দিবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে এই পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করলেন ঃ

১. যে হারাম বিষয়াদি থেকে দূরে থাকে, সে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে।

২. আল্লাহ্ তায়ালা তোমার তকদীরে যা লিখে দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক। এতে করে তুমি আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাহ্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৩. তোমার প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে তুমি মু'মিন হয়ে যাবে।

৪. নিজের জন্য যা কামনা কর, অপরের জন্যেও তাই পছন্দ কর। এভাবে তুমি পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাবে।

৫. কখনও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ো না। কেননা, অট্টহাসি অন্তরকে মৃত করে দেয়। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, তরজুমানুস সুন্নাহ)

✧ **ঈমান আনার সাথে আমল করার উপদেশ—**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধিদল যখন রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে পৌঁছল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন্ কওমের লোক? অথবা কোন্ গোত্রের প্রতিনিধিদল? (এই সন্দেহ রাবীর)। তারা জবাব দিলেন, আমরা 'রাবীআ' গোত্রের লোক। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের গোত্রকে মোবারকবাদ অথবা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,) তোমাদের প্রতিনিধিদলকে অপমানবিহীন ও অনুতাপবিহীন মোবারকবাদ। অতঃপর প্রতিনিধিদল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মাহে হারাম ব্যতীত অন্য মাসে আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তীস্থলে এই কাফের মুযার গোত্র অন্তরায়স্বরূপ রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে এমন একটি পরিষ্কার নির্দেশ দান করুন যা আমরা আমাদের অপর লোকদেরকে গিয়ে বলতে পারি এবং যা দ্বারা আমরা (সোজা) জান্নাতে চলে যেতে পারি। তারা পানীয় (অর্থাৎ, পান-পাত্র) সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল।

❑ মহানবী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারটি ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। (প্রথমে) তাদের এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে আদেশ করলেন এবং বললেন; তোমরা জান কি এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা কি? তারা উত্তর করল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রাসূল—এই ঘোষণা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। এছাড়া গনীমতের (জেহাদলব্ধ মালের) 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট জমা) দেয়া।

❑ অতঃপর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারটি শরাবপাত্রের ব্যবহার নিষেধ করলেন—হান্তম, দুব্বা, নকীর ও মোযাফ্‌ফাত। আর বললেন, এ সকল কথা স্মরণ রাখবে এবং তোমাদের অপর লোকদেরকে বলবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

✧ **ঈমান ও আমলের বাই'আত —**

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কিছু সংখ্যক লোকের সাথে মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাই'আত করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন, আমি এ মর্মে তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক কাউকেও করবে না, চুরি করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না। কোন অপবাদ অর্থাৎ হাত ও পায়ের মাঝে অবস্থিত স্থান (যৌনাঙ্গ) সম্পর্কে কোন অপবাদ সৃষ্টি করবে না এবং কোন নেক কাজে আমার অবাধ্য হবে না।

❑ তোমাদের মধ্যে যারা এসব সঠিক পালন করবে আল্লাহ পাকের কাছে তার পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা এগুলো লংঘন করে গুনাহে লিপ্ত হবে, তাদের যদি দুনিয়াতে এ ব্যাপারে শাস্তি প্রদান করা হয় তা হলে তা তার গুনাহ্র 'কাফফারা' হয়ে যাবে এবং সে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে।

❑ তবে আল্লাহ্ পাক যদি কারো গুনাহ্র কাজ গোপন রেখে থাকেন তাহলে তা হবে আল্লাহ্ পাকের এখতিয়ারভূক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন। কিংবা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। (সহীহ বুখারী। হাদীস নম্বর ৬৯৫০)।

✧ **ঈমান ও পারস্পরিক ভালবাসা—**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা পুরোপুরি ঈমানদার হতে পার না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বললেন আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যে অনুযায়ী তোমরা কাজ করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? এবং তা এই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন খুব বেশী করে কর এবং তা একেবারে সাধারণ করে তোল। (মুসলিম)

✧ **ঈমান ও চরিত্র—**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার নৈতিক চরিত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ ও দারেমী)

আমল ও আখলাক সুন্দর ও সুসজ্জিত করার সাধনা খুবই কঠিন এবং এই কঠিন কাজে যে যতটুকু অগ্রসর তার ঈমান ততটুকু মজবুত ও পরিপূর্ণ।

❑ ঈমানদার ব্যক্তির উত্তম চরিত্রের হাতিয়ার ছাড়া শয়তান ও তার বাহিনীর অবিরাম আক্রমণ ও উস্কানি থেকে নিজেকে হেফাজত করা খুবই কঠিন। আখেরাতের হিসেবগৃহে অবশ্যই আল্লাহ পাককে যাবতীয় কাজের হিসেব দিতে হবে এবং সকল অবস্থায় তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাই মু'মিন ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপ ধীর-স্থির ও সুন্দর হয়।

❑ আল্লাহ্ পাকের বান্দহদের নফসের তায্কীয়া বা তালিম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে তাদের আখলাক সুন্দর করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। ঈমান ও আখলাক এক সূতার দু'টি প্রান্ত।

❑ যাঁর ঈমান পূর্ণ হবে, তাঁর আখলাকও ভাল হবে। যাঁর আখলাক যত ভাল হবে তিনি তত পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হবেন।

❑ এ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেই আলোচ্য হাদীসে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানদার হলো যারা উত্তম আখলাকের অধিকারী। (মা'আরিফুল হাদীস)

✧ **ঈমান ও নমনীয়তা—**

আমর বিন আবাসা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঈমান কি? জবাবে তিনি বললেন, "সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছালামাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান।"

✧ **ঈমানের স্বাদ গ্রহণকারীর চরিত্র—**

হযতর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব-প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন-ধর্ম এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

✧ **ঈমানের পতাকা বহনকারীর পরিচয়—**

হযরত সালমান ফারেছী রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের দিকে গেল সে ঈমানের পতাকা বহন করে নিয়ে গেল। আর যে ভোরে (নামায না পড়ে) বাজারের দিকে গেল সে শয়তানের পতাকা বহন করে নিয়ে গেল। (ইবনু মাজাহ্। এখানে মিশকাত শরীফ থেকে গৃহীত)

✧ **ক্ষমা করা ঈমানের বৈশিষ্ট্য—**

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত মূসা বিন

ইমরান আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ইয়া রব! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দা আপনার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহ পাক বললেন, যে ক্ষমতা লাভ করার পর মাফ করে দেয়। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

✧ পরিবার পরিজনের প্রতি ভাল আচরণ করা ঈমানের প্রতীক—

হযরত আনাস রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাখলুক আল্লাহ্‌র পরিবার। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তামাম মাখলুকের মধ্যে তাকে অধিক মহব্বত করেন যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ভাল আচরণ করে। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি যে ব্যক্তি উত্তম আচরণ করে আল্লাহ্ পাক তাকে তামাম সৃষ্টির মধ্যে অধিক মহব্বত করেন। পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণের অর্থ হল তাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করা, দয়া ও রহম প্রদর্শন করা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদেরকে ভাল চরিত্র ও ভাল আমল শিক্ষা দান করা এবং আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তাদেরকে সঠিক ধারণা প্রদান করা।

ঈমান ও লজ্জা একে অপরের সম্পূরক

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেন, লজ্জা এবং ঈমান পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখন এর কোন একটিকে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়। (বায়হাকী)

উল্লেখ্য হায়া (লজ্জা শরম) মু'মিনীনদের একটি বিশেষ গুণ। বিশ্বের যে সব জাতি আম্বিয়ায়ে কেরামদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কেবল তারাই হায়া নামক মহা সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তাদের ঈমানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যার লজ্জা নেই তার ঈমান থাকাটাও অবান্তর। বেপর্দা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ইহুদী নাসারাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত। মুসলিম সমাজের কিছু নামধারী লোকজন নারীদেরকে পর্দাহীনার প্রতি উৎসাহিত করেছে, যা কখনো ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।। হুযুরে পাক (দঃ)-এরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْمَا شِئْتَ ـ (رواه البخارى)

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা আদরাকান্নাসু কালামিন্‌নুবুওঁওয়াতিল উলা ইযা লাম তাসতাহয়ী ফাসনা'মা শি'তা। (বুখারী)

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের থেকে একটি কথা পরম্পরায় চলে এসেছে, তা হল ; যখন তোমার লজ্জা থাকবে না তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একটি কথা প্রমাণিত যার মধ্যে বুঝা যাচ্ছে, যে, লজ্জা নবীদের বিশেষ গুণ ছিল যা তাঁরা মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আজকের দুনিয়ার প্রায় সব মানুষই পূর্ববর্তী কোননা কোন নবীদের অনুসারী হিসেবে দাবী করে আসছে। যদি একথা সত্যই হয়ে থাকে তবে তারা নির্লজ্জতাকে কিভাবে গ্রহণ করছে ? প্রকৃত প্রস্তাবে তারা কেবল মৌখিক দাবীদার। শিরক বিদয়াত ও ইহজগতের যত পাপাচার রয়েছে তার সবই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাদের এ মিথ্যারোপ সকল নবীর ব্যক্তিত্বের উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত। নিম্নে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করছি ;

اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّيَاكُ، وَالنِّكَاحُ . (رواه البخارى)

উচ্চারণ ঃ আরবাউন মিন সুনানিল মুরসালীন, আলহাইয়ায়ু ওয়াত্‌তায়াতুরু ওয়াসসিইয়াকু ওয়ান্নিকাহু।

অর্থাৎ রাসূলদের সুন্নতের মধ্যে চারটি জিনিস (গুরুত্বপূর্ণ) লজ্জা করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা, বিবাহ করা। (বুখারী)

হযরত নবী আলাইহিস সালামগণ আল্লাহ পাকের নিকটতম বান্দা, হায়া লজ্জা ছিল তাদের বিশেষ গুণ, যা শালীণতা বজায় রেখে তাঁরা চলতেন। তাঁদের উম্মতদেরকে তারা তাই শিখিয়েছেন। আজকে যারা সভ্যতার দাবীদার হয়ে মানুষকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা শিক্ষা দিচ্ছে তারা কখনোই আল্লাহ পাকের নিকটতম হতে পারে না। বরং তারা ইবলিসের নিকটতম।

✧ ঈমান ও ঈমানদারের পরিচয়—

হযরত আবু সায়ীদ রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দ্বারা বাঁধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ঘুরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদের তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার কর। (বায়হাকী)

মহানবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র মাধুর্য

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিহি রুটি (চাপাতি) কখনও খাননি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লৌকিকতার প্রয়োজনেও ছোট প্লেটে খাবার খেতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ই নিরব থাকতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলার সময় এত সুস্পষ্টভাবে বলতেন যাতে শ্রবণকারী সহজেই বুঝে নিতে পারে।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তব্য এত দীর্ঘ করতেন না যাতে শ্রোতা বিরক্ত হয়ে যায় এবং এত সংক্ষিপ্ত করতেন না যাতে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা, কাজে ও লেনদেনে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্রতাকে পছন্দ করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন আগত ব্যক্তিকে অবহেলা করতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কথার মাঝে বিঘ্নতার সৃষ্টি করতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়ত বিরোধী কোন আলাপ আলোচনা হলে তা থেকে বিরত রাখতেন অথবা সেখান হতে নিজে উঠে যেতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি নিয়ামতকে খুবই কদর করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামখাদ্য দ্রব্যের দোষ ধরতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন চাইলে খানা খেতেন নতুবা বাদ দিতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াদারী কোন কাজের অনিষ্ঠ হলে, অর্থাৎ কেউ কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে বা নষ্ট করে ফেললে তাতে তিনি রাগ করতেন না। তবে কোন কাজ ইসলামের পরিপন্থী হলে তাতে তিনি খুবই রাগান্বিত হতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ব্যক্তিগত কারণে অন্যের প্রতি রাগ করতেন না বা কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে শুধু নিজ পবিত্র মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কখনো জোরে খিলখিল করে হাসতেন না। বরং তার মোবারক মুখে শোভা পেত একটু মুচকি হাসি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সাথে মিলে মিশে থাকতেন। (অর্থাৎ নিজের আমিরত্ব বজায় রেখে চলতেন না) বরং মাঝে মাঝে হাসি তামাসাও করতেন। কিন্তু তাঁর কৌতুকের মধ্যেও সত্য কথাই বলতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে এত লম্বা ক্বিয়াম করতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত। নামাযের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করার সময় তাঁর সিনা মুবারক থেকে হাড়ির ঢাকনা খোলার মত এক ধরনের মৃদ আওয়াজ হতো। আল্লাহ পাকের ভয়েই তাঁর এমন অবস্থা হতো।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজাজ এত বিনয়ী ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "তোমরা আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কথা বলবে না।"

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন দরিদ্র অথবা বৃদ্ধ লোক কথা বলতে চাইলে তাঁর কথা শুনার জন্য তিনি রাস্তার এক পাশে দাঁড়াতেন অথবা বসে যেতেন এবং কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার সেবা করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ .

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহী তুতিমুছ ছালিহাতি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অপছন্দনীয় কোন অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হালিন।

অর্থ ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করছি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন মৌসুমের কোন নতুন ফল পেশ করা হতো, সে ফল তখনই খাওয়ার উপযুক্ত হলে তিনি তা প্রথমে চোখের সাথে, অতঃপর উভয় ঠোঁটের সাথে লাগায়ে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَارِنَا اٰخِرَهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কামা আরাইতানা আওঁওয়ালাহু ফাআরিনা আখিরাহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি যেমন এ ফলের শুরু দেখিয়েছেন তেমনি শেষও দেখান। এরপর তাঁর কাছে যে সব শিশু থাকতো তাদেরকে সে ফল দিয়ে দিতেন। (ইবনে আলসেনী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাথায় তেল দিতেন তখন বাম হাতের তালুতে তেল নিয়ে প্রথমে চোখের ভ্রু যুগলে তারপর চক্ষুদ্বয়ে ও শেষে মাথায় লাগাতেন। (সিরাজী, আযিযী)

❒ অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে তেল লাগাতে হলে প্রথমে চোখে অতঃপর দাঁড়িয়ে লাগতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সুগন্ধি তেল পেশ করা হলে প্রথমে তিনি তাঁর ভিতর আঙ্গুল ডুবিয়ে যেখানে ব্যবহারের প্রয়োজন হত আঙ্গুল দিয়েই লাগাতেন।

❒ সৈন্যদের বিদায় দেয়ার সময় মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য এ দোয়া করতেন।

اِسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ ، وَخَوَا تِيْمَ اَعْمَالِكُمْ (ابوداؤد)

উচ্চারণ ঃ ইসতাওদিউল্লাহা দীনাকুম ওয়া আমানাতাকুম ওয়াখাওয়া তীমা আ'মালুকুম।

অতএব, কাউকে বিদায় দেয়ার সময় উপরোক্ত দোয়া পাঠ করা উচিত।

❒ ঝড়-তুফান প্রবাহিত হলে মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ وَمِنْ شَرِّ مَا اَرْسَلْتَ فِيْهَا (طبرانى)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা ওয়া মিন শাররিমা আরসালতা ফীহা।

অর্থ ঃ আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সেই বস্তুর অনিষ্ঠতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা এ বায়ু ও মেঘমালার সাথে আগমন করে থাকে। (তিবরানী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার বর্গের মধ্য থেকে কেউ মিথ্যা বলেছে একথা জানতে পারলে তিনি তার প্রতি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাওবা করে নিত। তওবা করে নিলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় খুশী হয়ে যেতেন। (আহ্মদ)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দুশ্চিন্তায় পতিত হলে দাড়ি মোবারক হাতে নিয়ে দেখতে থাকতেন। (সিরাজী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বর্ণনায় আছে চিন্তা ও দুঃখের সময় তিনি দাড়ি মোবারকে হাত বুলাতে থাকতেন। কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন ঃ সুবহানাল্লাহিল আ'জীম।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো সম্পর্কে কোন খারাপ বিষয়ে অবগত হলে তিনি এভাবে বলতেন না যে, অমুকের কি হল যে, সে এমন কাজ করল বরং তিনি এরূপ বলতেন যে, মানুষের কি হয়ে গেছে যে, তারা এমন কাজ করে।

❒ শীতকালে মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুময়ার রাত হতে ঘরের অভ্যন্তরে শয়ন করতে শুরু করতেন এবং গরমকালে জুময়ার রাত হতেই বাইরে শয়ন করতে শুরু করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতেন অর্থাৎ আল্হাম্দুলিল্লাহ্ অথবা অনুরূপ কোন শোকর গুজারীর শব্দ বলতেন এবং দু'রাকয়াত শোকরানা-নামায আদায় করে পুরাতন কাপড় কোন অভাব গ্রস্তকে দিয়ে দিতেন। (ইবনে আসকীর)

❒ অধিক হাসি এলে মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখের উপর হাত রাখতেন।

❒ যখন মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মজলিসে বসতেন এবং বক্তব্য রাখতেন এবং সেখান থেকে উঠার ইচ্ছা করতেন তখন দশ থেকে পনেরবার ইস্তেগফার পাঠ করতেন।

এক রেওয়ায়েতে নিম্নের এ এস্তেগফারটির কথাও উল্লেখ রয়েছে ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইঁয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বসে কথা বলতেন তখন তির্যক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাতেন। (আবু দাউদ)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের বৈচিত্রকে দেখে কুদরতে ইলাহীতে নিমজ্জিত হতেন। যখন কোন কঠিন কাজের সম্মুখীন হতেন তখন নফল নামায আদায় করতেন। এ আমল দ্বারা প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ইহকাল, পরকালের ফায়দা হয় এবং পেরেশানি দূরীভূত হয়। (আবু দাউদ)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর পবিত্র বিবিদের কাছে থাকতেন তখন অত্যন্ত নম্রতা আন্তরিকতার সাথে অবস্থান করতেন এবং ভালভাবে হাসি খুশীর গল্প করতেন। (ইবনে আসাকীর)

❒ যখন মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রুগীকে দেখতে যেতেন তাকে একথা বলতেন। (বোখারী)

لَابَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ ـ (بخارى)

উচ্চারণ ঃ লা-আবাসা ত্বাহূরান ইনশাআল্লাহু।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দোয়া করতেন তখন আগে নিজের জন্য এবং পরে অন্যের জন্য দোয়া করতেন। (তিরবানী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন কোন পেরেশানী বা ভয় হত তখন এ দোয়া পাঠ করতেন। (নাসাঈ)

اَللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّىْ لَآاُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ (نسائ)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা-আশরিকু বিহী শাইয়ান।

মহানবী রাসূল (সাঃ)-এর বিভিন্ন সুন্নতসমূহ

❒ রোগীর সেবা যত্ন করা। (তিরমিযী)

❒ ক্ষতিকর বস্তু বা বিষয় হতে দূরে থাকা। (তিরমিযী)

❒ রোগীকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বেশী পিড়াপিড়ী না করা। (মেশকাত)

❒ শরীয়ত বিরোধী তাবীজ, ঝাঁড়ফুঁক ও টোটকা ব্যবহার না করা। (মেশকাত)

❒ ঘরে মেহ্মান এলে তাকে খেদমত ও সম্মান করা। (মেশকাত)

❒ কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে মেহমানদারী না করলেও সে যখন তার বাড়ীতে আসে তখন তার মেহমানদারী করা। (তিরমিযী)

❒ মেহমানের বিদায় বেলা তাকে অন্ততঃ বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া। (ইবনে মাজাহ্)

❒ প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া। তার সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা নতুবা নিরবতার সাথে সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন করা। (বুখারী মুসলিম)

❒ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়া। (বোখারী)

❒ জুময়ার নামায ও দুই ঈদের নামায আদায় করার পূর্বে গোসল করা। নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি যাওয়া। সেখানে দুনিয়াবী কথা না বলা। প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে বসা। পূর্ব থেকে কোন লোক বসা থাকলে তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে না যাওয়া। দুই ব্যক্তি যারা পাশাপাশি বসে আছে, তাদেরকে পৃথক না করা। খুৎবা পাঠ করার সময় নিরব থেকে খুৎবা শ্রবণ করা। জুময়ার ফরজের পূর্বে চার রাকয়াত এবং ফরজ নামাযের পর চার রাকয়াত তারপর দু'রাকয়াত সুন্নত নামায আদায় করা। (তারগীব)

❒ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করা এবং সালামের উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলা, হাঁচি এলে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং হাঁচির উত্তরে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলা ওয়াজিব। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া। মৃত্যু ব্যক্তির দাফনে শরীক হওয়া। কেউ দাওয়াত করলে তার দাওয়াতকে শরীয়তের ওজর ব্যতীত প্রত্যাখ্যান না করা। আমানত ঠিকভাবে আদায় করা ও ওয়াদা পূরণ করা। কোন আত্মীয়-স্বজন খারাব ব্যবহার করলে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। ছোটদের প্রতি রহম করা। বড়দেরকে সম্মান করা। প্রতিবেশীর সাথে এহ্সান করা। বিধর্মীদের উঠাবসা ও চালচলন ছেড়ে দিয়ে ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলা। রাগকে হজম করা। মুসলমানকে হাত ও যবানের অনিষ্ঠ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। মসিবতের সময় ছবর করা। গানের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। (তারগীব ও তারহীব)

❒ আহলে বাইত আজওয়াজে মুতাহ্হারাত (মহানবী (দঃ)-এর পরিবারবর্গ) সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখা। (তিরমিযী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। (তিরমিযী)

❒ দোয়ার আগে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা (মিশকাত)

❒ কৌতুক পূর্ণ কথাবার্তা বলা, তবে কৌতুকের ভিতর সততা বজায় রাখা। (নশরুত্তিব)

❒ নিজের সময়ের কিছু সময় আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য, কিছু সময় পরিবার পরিজনের হক আদায়ের জন্য (যেমন তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলা) এবং এক অংশ শারীরিক বিশ্রামের জন্য নির্ধারণ করা।

❒ দ্বীনের কথা শুনে অন্য মুসলমানের নিকট তা পৌঁছে দেয়া।

❒ অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ বর্জন করা উদার প্রাণ ও চরিত্রবান লোকদের সাথে মেলামেলা করা।

❒ নিজ সঙ্গী সাথীদের অবস্থা খবরা খবর নেয়া।

❒ ভাল কথা শুনলে উত্তমরূপে তা গ্রহণ করা এবং মন্দ কথা বর্জন করা।

❒ প্রত্যেক কাজ সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা।

❒ কোন গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তির দেখা হলে তাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। মজলিসে আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরের সাথে উঠা বসা করা। প্রত্যেক মজলিসে যে কোন সময়ে অন্তত একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা।

❒ মজলিসের ভিতর যেখানেই জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসে যাওয়া।

❒ কোন ব্যক্তি যেখানে বসেছে—কোন উপায়ে তাকে সেখান হতে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসা।

❒ প্রতিটি কথার জবাব কোমলতার সাথে দেয়া।

❒ শিশুর বয়স সাত বছর হলে তাকে নামায এবং ইসলামের অন্যান্য কাজের আদেশ করা।

❒ সন্তানের দশ বছর বয়স হলে তাকে শাস্তি দিয়ে নামায পড়ানো। (নশরুত্তীব)

✧ **মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য—**

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ۔

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা খালাক্তুল জিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লিয়া'বুদূন।

অর্থাৎ, আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নাই।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআ'লার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তারা আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে সদা-সর্বদা তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকবে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআ'লা মানব

জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়া'মত জ্ঞান দান করতঃ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাখলুক নামে ভূষিত করেছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি তার কর্তব্যকার্যে অবহেলা প্রকাশ করে, তবে তার মত কৃতঘ্ন জীব আর কি হতে পারে ? যে সমস্ত কাজ করলে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন সেগুলি করা এবং যে কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকার নামই ইবাদাত। ইবাদাতের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঈমান। আর ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত হচ্ছে নামায।

কালেমাসমূহ

ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি কিছু নির্দিষ্ট বাক্যের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই বাক্যগুলোকে পরিভাষায় কালেমা বলে। মৌখিক স্বীকারোক্তি আবার দুই ভাবে হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত। যে কালেমায় ঈমানের স্বীকৃত বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে উহাকে ঈমানে মুজমাল এবং যাহাতে বিস্তারিত ভাবে রহিয়াছে উহাকে ঈমানে মুফাসসাল বলে।

কালেমা ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ
وَاَرْكَانِهٖ۔

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লাহি কামা হুওয়া বি-আসমায়িহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামীআ আহ্কামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ ঃ সর্ববিধ নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম এবং তাঁহার আদেশ ও বিধানগুলি মানিয়া লইলাম।

কালেমা ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ
وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়াল কাদরি খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ, কিতাবসকল, প্রেরিত রাসূলগণ, কেয়ামত, তাকদীরের ভালমন্দ এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করার উপর ঈমান আনিলাম।

কালেমা তাইয়্যেব–(পবিত্র বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত আর কেহই এবাদতের উপযুক্ত নাই, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ।

কালেমা শাহাদাত– (সাক্ষ্য বাক্য)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তিনি এক। তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

কালেমা তাওহীদ– (একত্ববাদ বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল্ লা সানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-হি ইমামুল মুত্তাকীনা রাসূলু রাব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ তুমি ভিন্ন এবাদতের যোগ্য কেহ নাই, তুমি অংশীদারবিহীন, এক অদ্বিতীয়। মুহাম্মদ (সাঃ) মোত্তাকীগণের ইমাম ও বিশ্বপালকের রাসূল।

কালেমা তামজীদ– (মহত্ত্বোধক বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা নূরাই ইয়াহদিয়াল্লা-হু লিনূরিহী মাই ইয়াশাউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালীনা খাতামুন নাবিয়্যীন।

অর্থ ঃ তুমি ব্যতীত কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা নিজ জ্যোতি দ্বারা পথ দেখাইয়া থাক। মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত পুরুষগণের ইমাম এবং শেষ নবী।

পবিত্রতা অর্জন করার বিধি-বিধান

✧ পায়খানা প্রস্রাবের পূর্বের ও পরের দোয়া—

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, প্রস্রাব-পায়খানার এ সব স্থান নিকৃষ্ট ধরনের জীন-শয়তান ইত্যাদি থাকার জায়গা। অতএব তোমরা যখন পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করবে, তখন প্রথমেই এ দোয়া পড়বে, আমি সব খবীস ও খবীসানী হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

✧ শৌচকার্যে কিবলাকে সামনে অথবা পেছনে রাখা নিষেধ—

হযরত নাফি ইব্‌নে ইসহাক (রাঃ) বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-কে আমি মিসরে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, আমি জানি না এই শৌচাগারগুলোকে কি করব। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি শৌচকার্যের জন্য যায় তবে কিবলাকে সামনেও করবে না এবং পিছনেও করবে না। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ শৌচকার্যে গমন করে কিবলাকে সামনে রাখা নিষেধ—

জনৈক আনসারী সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, শৌচকার্যের সময় কিবলাকে সামনে করে বসতে মহানবী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ মযী বের হওয়ার কারণে ওযু—

হযরত মিক্‌দাদ ইব্‌নে আস্‌ওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্‌ন আবি তালেব (রাঃ) হযরত মিক্‌দাদকে নির্দেশ দিলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তাঁর পক্ষে প্রশ্ন করার জন্য। প্রশ্নটি হল এই-এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর নিকটে যাওয়ায় তার লিঙ্গাগ্রে মযী (তরল পদার্থ, শুক্র নয়) বের হয়েছে, সে ব্যক্তির প্রতি কি অযু ওয়াজিব হবে?

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, মহানবী রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা যেহেতু আমার স্ত্রী সেহেতু তাঁকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে আমি লজ্জাবোধ করি। মিক্‌দাদ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপরিউক্ত প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে সে নিজের লজ্জাস্থান পানি দ্বারা ধৌত করবে, তারপর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু করা—

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবূ বকর ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে হাযম (রাঃ) হতে বর্ণিত—তিনি হযরত উরওয়াহ্ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি মাওরয়ান ইব্‌নে হাকাম (রাঃ)-এর নিকট গেলাম, আমরা উভয়ে ওযূ কিসে ওয়াজিব হয় সে বিষয়ে আলোচনা করলাম।

মারওয়ান বললেন, জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। উরওয়াহ্ বললেন, আমিত ইহা জানি না। মারওয়ান বললেন, বুসরা বিন্‌তে সাফওয়ান (রাঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযূ করবে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ জানাবাত-এর গোসলের বর্ণনা (স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী সহবাসে যে অপবিত্রতা আনে)—

উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাত-এর গোসল করতেন, সর্বপ্রথম উভয় হাত ধৌত করতেন। অতঃপর নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে প্রবেশ করাতেন, আঙ্গুল দ্বারা চুলের গোড়ায় খেলাল করতেন। অতঃপর উভয় হাত দিয়ে তিন আঁজলা পানি তাঁর শিরে ঢালতেন। অতঃপর সর্ব শরীরে পানি ঢালতেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ জুনুব ব্যক্তির ওযূ করা ঃ গোসলের পূর্বে নিদ্রা অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমীপে হযরত উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ) উল্লেখ করলেন, রাতে তাঁর জানাবাত অর্থাৎ অপবিত্রতা হয় (স্বপ্নদোষ বা স্ত্রীসহবাসের দরুন)। মহানবী রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি ওযূ কর এবং জননেন্দ্রিয় ধুয়ে ফেল, তারপর ঘুমাও। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ জুনুব ব্যক্তির জানাবাত স্মরণ না থাকার কারণে নামায আদায় করলে সে নামায পুনরায় আদায় করা এবং গোসল করা ও কাপড় ধৌত করা প্রসঙ্গে—

হযরত ইসমাঈল ইব্‌নে আবি হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আতা ইব্‌নে ইয়াসার (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, কোন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তকবীর বললেন। অতঃপর হাত দিয়ে তাঁদের (নামাযে শরীক

উপস্থিত সাহাবীদের) দিকে ইশারা করলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্থান করলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করলেন (এমন অবস্থায় যে), তাঁর (পবিত্র) দেহের উপর পানির আলামত বিদ্যমান ছিল। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা—

হযরত উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উম্মু-সুলায়ম বিনতে মিলহান (রাঃ) বললেন, স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখল যেমন (স্বপ্ন) দেখে থাকে পুরুষ, (সেই) স্ত্রীলোক গোসল করবে কি?

মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, হাঁ, সে গোসল করবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে (উম্মু-সুলায়মকে) বললেন, উঃ, তোমার সর্বনাশ হোক! স্ত্রীলোকও কি তা দেখে?

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে (হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে) বললেন, 'তোমার ডান হস্ত ধূলি-ধূসরিত হোক।' (স্ত্রীলোকের তা না হলে) তবে (সন্তান-এর) সাদৃশ্য আসে কোথা হতে? অর্থাৎ সন্তান মায়ের মত হয় কিরূপে? (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী উম্মে-সালমা (রাঃ) বলেন, আবু-তাল্‌হা আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু-সুলায়ম মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ হক কথা বলতে লজ্জা করেন না, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে কি? হযরত বললেন, হাঁ, পানি দেখলে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ স্ত্রী ঋতুবতী থাকলে স্বামীর জন্য কতটুকু হালাল হবে—

হযরত রাবিয়া ইব্‌নে আবি আবদির রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক চাদরে (আবৃত অবস্থায়) শায়িতা ছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লেন।

মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার কি ঘটেছে? সম্ভবতঃ তোমার নিফাস অর্থাৎ হায়েয হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তুমি তোমার ইযার (পায়জামা বা তাহ্‌বনদ) শক্ত করে বাঁধ, তারপর তোমার বিছানায় প্রত্যাবর্তন কর। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **ঋতু সম্পর্কীয় হুকুম—**

হযরত ইয়াহ্ইয়া (রাঃ) বলেন, হযরত মালিক (রাঃ) বলেছেন, উক্ত হুকুম আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শির (মুবারক)-এ চিরুণী করতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুবতী। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **মহিলাদের ঋতু সম্পর্কীয় হুকুম—**

হযরত আসমা বিন্‌তে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন, আমাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগলে সে কি করবে? মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কোন স্ত্রীলোকের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে তাকে খুঁচিয়ে পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়বে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **মুস্তাহাযা প্রসঙ্গ—**

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা বিন্‌তে আবি হুবাইসা (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি পবিত্র হই না (অর্থাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয় না)। আমি নামায পড়ব কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তা একটি রোগ (শিরামাত্র), হায়েয নয়। তাই যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দাও। হায়েযের (দিবসের) পরিমাণ দিন অতিবাহিত হলে তুমি তোমার রক্ত ধৌত কর, তারপর নামায পড়। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত উম্মে-সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে জনৈকা স্ত্রীলোকের (রক্তস্রাব বন্ধ হতো না), রক্ত প্রবাহিত হতো। তাঁর সম্পর্কে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে, সে রোগ হওয়ার পূর্বে তার কত দিন কত রাত প্রতি মাসে হায়েয আসত সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মাসের সে কয় দিন ও রাতে নামায পড়বে না। অতঃপর সে কয়দিন অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে, তারপর লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে নিবে, তারপর নামায পড়বে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রস্রাব সম্পর্কীয় হুকুম—**

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে একটি শিশুকে আনা হল। সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাপড়ের উপর প্রস্রাব করে দিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি তলব করলেন এবং প্রস্রাব লাগা কাপড়ের উপর পানি ঢেলে দিলেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা প্রসঙ্গে—**

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করল, সে প্রস্রাব করার উদ্দেশ্যে লজ্জাস্থান হতে (কাপড়) খুলল। লোকজন তাকে ধমকাতে লাগলেন, এতে লোকের স্বর উচ্চ হল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তাঁরা সে লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। সে প্রস্রাব করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক ডোল পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর উক্ত স্থানে পানি ঢালা হল। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

পায়খানা প্রশ্রাবের সুন্নতসমূহের আলোচনা

❒ এস্তেনজার জন্য পানি ও ঢিলা দুই-ই নিয়ে যাওয়া। তিনটি ঢিলা অথবা পাথর ব্যবহার করা মুস্তাহাব (চারটি হলে ভাল হয়)। যদি আগে থেকেই ঢিলা পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় থাকে তবে ঢিলা নিয়ে যেতে হবে না।

❒ পানি নেয়ার সময় পানির পাত্রে হাত না ডুবানো। বরং আগে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে পাত্রে হাত দেয়া।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন পায়খানা অথবা প্রশ্রাবখানায় যেতেন তখন জুতা পরিধান করে এবং মাথা ঢেকে যেতেন। (ইবনে সায়াদ)

❒ পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশ করার পূর্বে নিম্নের দুয়া পাঠ করা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ (ترمذى)

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িসি। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ "মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের নামে, হাযাত পুরা করতে যাচ্ছি হে আল্লাহ! পুরুষ ও মহিলা জ্বীনের অনিষ্ট হতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

❒ পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা রাখা।

❒ শরীরের নিচের দিকের কাপড় যতটুকু নীচু হয়ে খোলা যায় ততই উত্তম। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

❒ আংটি অথবা কোন জিনিসের উপর যদি কুরআনের আয়াত অথবা মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর পবিত্র নাম লেখা থাকে এবং দেখা যায় তবে তা বাইরে খুলে রেখে প্রসাব বা পায়খানায় যাওয়া। (নাসাঈ)

জ্ঞাতব্য ঃ পায়খানা হতে বের হয়ে এসে আবার সে আংটি পরে নেয়া। মোম দিয়ে আটকানো অথবা কাপড় দিয়ে সেলাই করা তাবীজ ব্যবহার করে প্রসাবখানা বা পায়খানায় যাওয়া জায়েয আছে।

❒ প্রশ্রাব/পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে না বসা। উত্তর বা দক্ষিণ দিক হয়ে বসা অথবা ক্বিবলার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একটু বাঁকা হয়ে বসা। (তিরমিযী)

❒ প্রসাব/পায়খানা করার সময় (একান্ত প্রয়োজন ছাড়া) কথা না বলা। এমনকি জিহ্বা দিয়েও আল্লাহর যিকির না করা।

❒ প্রশ্রাব/পায়খানা করার সময় অথবা পবিত্রতা অর্জন করার সময় লজ্জাস্থানে ডান হাত ব্যবহার না করা। বরং বাম হাত ব্যবহার করা। (বুখারী, মুসলিম)

❒ প্রশ্রাব পায়খানার ছিটা থেকে খুবই সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, বেশির ভাগ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

❒ যেখানে প্রশ্রাবখানা অথবা পায়খানা নেই সেখানে এমন আড়ালে গিয়ে প্রশ্রাব বা পায়খানা করা যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। (তিরমিযী)

❒ জঙ্গলে বা শহরের বাইরে খোলামাঠে প্রশ্রাব বা পায়খানার প্রয়োজন হলে এত দূরত্বে যাওয়া যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। (তিরমিযী)

❒ অথবা কোন নীচু জায়গায় চলে যাওয়া যেখানে কেউ দেখতে না পায়।

❒ প্রসাব করার সময় এমন নরম জমি বেছে নেয়া যাতে প্রশ্রাবের কণা ছিটে না উঠে এবং তা মাটিতে চুষে যায়। (তিরমিযী)

❒ প্রসাব করার সময় বসে প্রসাব করা, দাঁড়িয়ে প্রসাব না করা। (তিরমিযী)

❒ এস্তেনজার সময় প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করে তারপর পানি ব্যবহার করা। (তিরমিযী)

❒ পায়খানা ঘর থেকে বের হবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া। (তিরমিযী)

❒ পায়খানার ঘর হতে বের হওয়ার সময় নিম্নের দুয়া পাঠ করা ঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

উচ্চারণ ঃ গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া আফানী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার শাহী দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমার কষ্টকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে প্রশান্তি দান করেছেন।

❒ প্রশ্রাব করার পর পূর্ণ পবিত্রতার জন্য কুলুখের ব্যবহার করার সময় দেয়াল অথবা পর্দার আড়ালে দাঁড়ান কর্তব্য। (তিরমিযী)

অযুর বিবরণ

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য শরীর পবিত্র করিতে শরীয়তের বিধানমত হস্ত, পদ এবং মুখমণ্ডল উত্তমরূপে ধৌত করাকে অযু বলে। কেয়ামতের দিন অযুর স্থানসমূহ উজ্জ্বল হইবে এবং তথা হইতে জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ব্যক্তি সব সময় অযু অবস্থায় থাকিবে, সেব্যক্তি নিশ্চয়ই শহীদ হইয়া মরিবে। নামাযের মূল অযু। অযু ছাড়া নামায হয় না। অযু তিন প্রকার ঃ

১। ফরয অযু। যথা– নামাযের জন্য অযু করা।

২। ওয়াজিব অযু। যথা– তাওয়াফ করিবার জন্য অযু করা।

৩। মোস্তাহাব অযু। যথা– মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াতের জন্য অযু করা।

অযুর ফরয

অযুর ফরয চারিটি।– ১। অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে কনুইসহ দুই হস্ত ভালরূপে ধৌত করা।

২। কপালের উপরিভাগে চুলের উৎপত্তিস্থল হইতে থুতনির নিম্নদেশ এবং এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

৩। মস্তকের এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা, অর্থাৎ মুছিয়া লওয়া।

৪। দুই পায়ের গিরার উপরিভাগ হইতে নিম্নের সমস্ত অংশটুকু উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা।

যাহার দাড়ি ঘন, তাহার দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। পাতলা দাড়ি হইলে ফরয নহে। অযুর নির্দিষ্ট স্থানগুলি একবার ধৌত করা ফরয এবং অবশিষ্ট দুইবার ধৌত করা সুন্নত।

ওযু করার সময়ের সুন্নতসমূহ

❒ ওজুর নিয়ত করা। যেমন, "আমি নামাযের জন্য যথোপযুক্ত পাক পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে ওযু করছি।"

❒ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে ওযু আরম্ভ করা। কোন কোন বর্ণনায় ওযুর বিসমিল্লাহ্ এভাবে বর্ণিত আছে–

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দীনিল ইসলাম।

❒ দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

❒ উত্তম রূপে মেসওয়াক করা।

❒ যদি মেসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজা।

❒ তিনবার কুলি করা।

❒ তিনবার নাক পরিষ্কার করা।

❒ প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করা।

❒ মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় দাড়ি খিলাল করা।

❒ হাত পা ধৌত করার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

❒ একবার সমস্ত মাথা মাসেহ করা অথবা মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাছেহ করা।

❒ মাথা মাসেহ করার সাথে সাথে কর্ণদ্বয় মাসেহ করা, ওযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করা, অন্য অঙ্গ শুকাবার পূর্বে পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা তাজীমের সাথে ওযু করা, প্রথমে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ ধৌত করা।

❒ ঘর থেকে ওযু করে নামাযের জন্য বের হওয়া। (বুখারী)

❒ কামেল তরীকায় ওযূ করা। (পরিপূর্ণ সুন্নত তরীকায় ওযু করাই কামেল তরীকা) (মুসলিম)

❒ যখন শীত বা ঠাণ্ডা ইত্যাদির কারণে ওযু করতে মন না চায় তখনও সুন্দরভাবে ওযু করা। (তিরমিযী)

❒ ওযু করার পর কালিমা শাহাদাত পাঠ করা।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদূ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।

❒ যে সময় ওযু করতে মন না চায় সে সময়েও খুব উত্তমরূপে ওযু করা।

❒ যে সময় নফল নামায আদায় করা মাকরূহ সে সময় ব্যতীত যখনই ওযু করা হয়, তার পরপরই দুই রাকয়াত তাহিয়্যাতুল ওযু নামায আদায় করে নেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

অযুর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى *

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আতওয়াদ্দাআ লিরাফইল হাদাসি ওয়াস্তিবাহাতাল লিসসালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লা-হি তাআরা।

অর্থ ঃ অপবিত্রতা দূর করার ও বিশুদ্ধভাবে নামায পড়া এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য অযু করিতেছি।

অযুর দোআ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি ওয়াল্হামদু লিল্লা-হি আলা দীনিল্ ইসলামি। আল–ইসলামু হাক্কুঁও ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল–ইসলামু নূরুঁও ওয়াল্কুফরু জুলুমাতুন।

অর্থ ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ তাআলার (প্রশংসাসহ) কৃতজ্ঞতা এহেতু যে, ইসলাম ধর্ম পাইয়াছি। ইসলাম ধর্ম সত্য এবং কুফরী মিথ্যা। ইসলাম জ্যোতির্পূর্ণ, কুফরী অন্ধকারময়।

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ

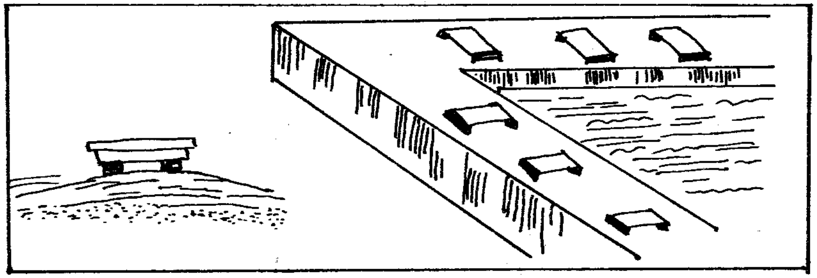
(১) বাহ্য বা প্রসাব দ্বার দিয়া কোন কিছু বাহির হইলে; (২) মুখ ভরিয়া বমি হইলে; (৩) চিৎ বা কাৎ হইয়া নিদ্রা গেলে; (৪) মাতাল হইলে; (৫) ক্ষতস্থান হইতে কীট, পোকা, রক্ত বা পুঁজ বাহির হইলে বা সূঁচবিদ্ধ হওয়াতে রক্ত গড়াইয়া পড়িলে; (৭) কোন বস্তুতে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে ঐ বস্তুটি সরাইয়া লইলে যদি নিদ্রিত ব্যক্তি পড়িয়া যায়; (৮) জ্ঞানহারা হইলে (নামায পড়িতে পড়িতে নিদ্রায় জ্ঞানশূন্য হইলে নহে); (৯) বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি নামাযে উচ্চ স্বরে হাসিলে।

উযূ করার নিয়ম

বসার স্থান

মাসআলা ঃ পবিত্র স্থানে কিবলামুখী হয়ে বসা মুস্তাহাব।

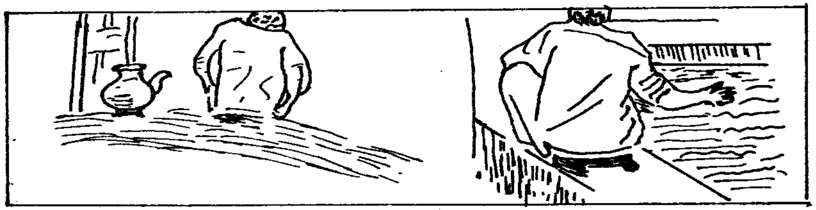
মাসআলা ঃ উঁচু জায়গায় বসে উযূ করা মুস্তাহাব। যাতে উযূর ব্যবহৃত পানি নীচে চলে যায়।



উযূর বসার যায়গা

পানির পাত্র রাখা

মাসআলা ঃ পানি ঢেলে নিতে হয়– এমন পাত্র হলে সে পাত্রটি বাম দিকে রাখা, আর পানি হাত দিয়ে তুলে নিতে হয়– এমন হলে পানি ডান দিকে থাকা মুস্তাহাব।



পানির পাত্রসহ বসার জায়গা

নিয়ত করা

মাসআলা ঃ নিয়ত করা সুন্নাত। নিয়ত মনের কাজ, মুখের কাজ নয়। মনে মনে নিয়ত করে নিয়তের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করাকে মুস্তাহাব বলে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/২৪১)

আরবী নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّا لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلاَةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাওয়াদ্বা'আ লিরাফই'ল হাদাসি ওয়াইসতিবা-হাতাল লিচ্ছালা-তি ওয়া তক্বাররুবান ইলাল্লা-হি তাআ'লা।

মাসআলা ঃ উযূর শুরুতে নীচের দুআটি পাঠ করা–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা হিররাহমানির রাহীম। বিসিমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযী-মি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দ্বী-নিল ইসলাম।

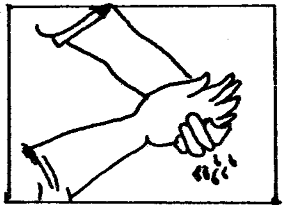
কবজি ধোয়ার নিয়ম

মাসআলা ঃ ১। উযূ করলে ডান হাতে পানি নিয়ে ডান হাতের কবজি তিনবার ধৌত করবে। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের কবজির উপর পানি ফেলে তিন বার ধৌত করবে। হাতে নাপাকী থাকলে যে কোন উপায়ে প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে।

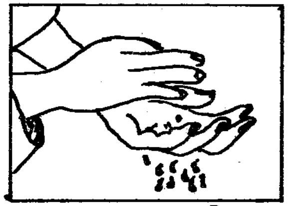
২। পুকুর, নদী ও খাল-বিলে উযূ করলে উপরোক্ত নিয়মে হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।

৩। ছোট পাত্র হলে বাম হাতে পাত্র ধরে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে ডান হাত তিনবার ধৌত করবে। এরপর পাত্র ডান হাতে ধরে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে বাম হাত তিন বার ধৌত করতে হবে।

৪। পাত্র বড় হলে ছোট পাত্র দিয়ে পানি তুলে পূর্বের নিয়মে হাত ধুয়ে নিবে। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। (আলমগীরী ১/৬, শামী ১/১১১)



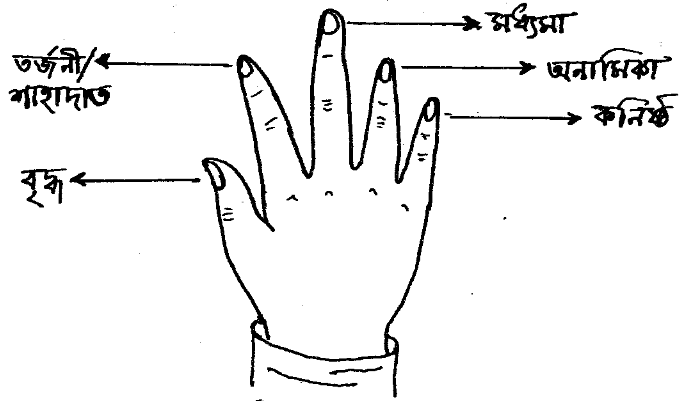
ডান হাতের কবজি



বাম হাতের কবজি

মিসওয়াক করার নিয়ম

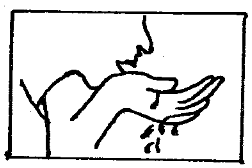
মাসআলা ঃ কুলি করার পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। মিসওয়াক উযূ করার পূর্বেও করা যায়। মিসওয়াক না থাকলে কিংবা মুখে কোন সমস্যা থাকলে বা দাঁত না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও ঘষে নিবে। (আলমগীরী ১/৭, শামী ১/১১৫)



পাঁচ আঙ্গুলের নাম

কুলি করা

মাসআলা ঃ ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা। রোজাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত। তিনবার কুলি করা সুন্নাত। আলাদা আলাদা তিনবার পানি নিতে হবে। (আলমগীরী ১/৬, শামী ১/১১৬)



কুলি করার ছবি

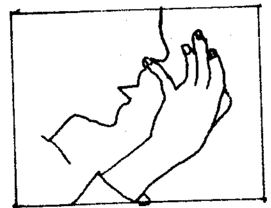
নাকে পানি দেওয়া

মাসআলা ঃ ডান হাত দ্বারা নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। এ ছাড়া কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়েও নাক পরিষ্কার করা যায়। তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত। আলাদা-আলাদা তিনবার পানি নিতে হবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ... শামী ১/১১৬)

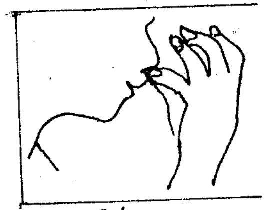
আল



ডান হাতে পানি



কনিষ্ঠাঙ্গুল



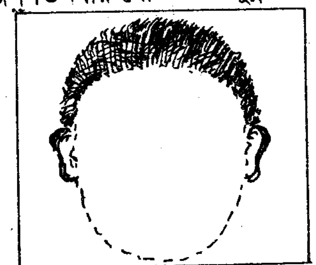
কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল

মাসআলা ঃ রোযাদার না হলে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো উত্তম। (মুনিয়া ৩৩)

মাসআলা ঃ নাকে অলংকার এবং হাতে আংটি থাকলে তা নাড়া-চাড়া করে নীচে পানি পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব। (তাহতাবী ৪২)

মুখমণ্ডল ধোয়ার নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় হাতে পানি নিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করবে। কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ এবং উভয় কানের লতি পর্যন্ত এমনভাবে পানি পৌছানো, যাতে করে উক্ত অঙ্গ থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা নীচে গড়িয়ে পড়ে। একবার ধৌত করা ফরজ। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। (শামী ১/৯৫)



মুখমণ্ডল ধৌত করার পরিধি

ধোয়ার নিয়ম ঃ ডান হাতে পানি নিয়ে তার সাথে বাম হাত মিলিয়ে কপালের উপরিভাগে ছেড়ে দিবে, যাতে পানি গড়িয়ে মুখের নীচ পর্যন্ত আসে। পানি আস্তে ব্যবহার করবে। জোরে ছিটিয়ে দেওয়া মাকরূহ। (শামী ১/৯৫)





মুখে পানি যেভাবে দিতে হবে

মাসআলা ঃ দু'ঠোঁট স্বাভাবিকভাবে বন্ধ করলে ঠোঁটের বাহিরের অংশ যা বাহির থেকে দেখা যায়, তা ধোয়া ফরয। (আলমগীরী ১/৪, শামী ১/৯৭)

মাসআলা ঃ চোখের ভিতরে পানি পৌছানো জরুরী নয়। মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় স্বাভাবিকভাবে চোখ বন্ধ করলে চোখের যে অংশ দেখা যায় তা ধোয়া ফরয। চোখ খোলা কিংবা বন্ধ রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা উচিত। (আলমগীী ১/৪, শামী ১/৯৭)

মাসআলা ঃ চোখের বহিরাংশে ময়লা জমলে তা মুছে ফেলে সেখানে পানি পৌছানো ফরয। তবে চোখের ভিতরে ময়লা থাকলে যা স্বাভাবিক ভাবে চোখ বন্ধ করলে বাহির থেকে দেখা যায় না এবং চোখের পর্দা দ্বারা ঢেকে যায়, তা মুছে ফেলে সেখানে পানি পৌছানো ফরয নয়। (আলমগীরী ১/৪, বাহরুর রায়িক ১/১১, শামী ১/৯৭)

মাসআলা ঃ চোখের ভ্রু, চোখের পাতার চুল, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী হাড়ের, চুল, গোঁফ, চোয়ালের চুল, নীচ ঠোঁটের নীচের লোম, থুতনির লোম (দাড়ি) পাতলা বা ঘন হোক, ধোয়া ফরয। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/২১৬, আলমগীরী ১/৪, শামী ১/৯৭)

দাড়ি ও গোঁফ সম্পর্কে মাসআলা

মাসআলা ঃ দাড়ি খুব ঘন হলে ধোয়া ফরয। চামড়ায় পানি পৌছানো ফরয নয়। পাতলা হলে চামড়ায় পানি পৌছানো ফরয। দাড়ির যে অংশটুকু চেহ্‌রার সীমানার বাইরে তা ধোয়া ফরজ নয়, সুন্নাত। (শামী ১/৯৭, আলশগীরী ১/৪)

গোঁফ ঃ যদি ঘন ও লম্বা হয় যাতে ঠোঁটের চামড়া দেখা যায় না। ঐ ক্ষেত্রে চামড়ায় পানি পৌছানো ফরয নয়। এমতাবস্থায় গোঁফ ধুয়ে ফেলবে ও খিলাল করবে। (শামী ১/১১৭, আলমগীরী ১/৭)

ঘন দাড়ি ঃ দাড়ির উপর থেকে নজর করলে নিচের চামড়ার রং যদি বুঝা না যায়, তাহলে তা ঘন দাড়ি, তা না হলে পাতলা দাড়ি বলে গণ্য হবে।

দাড়ি খিলাল করা ঃ ঘন দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭, আলমগীরী, শামী ১/১১৭)

নিয়ম ঃ মুখমণ্ডল ধোয়ার পর ডান হাতে পানি নিয়ে দাড়ির নীচের ভাগের থুতনীতে লাগবে। তারপর ডান হাতের তালু সামনের দিকে রেখে গলার দিক থেকে নীচের দিক হতে দাড়ির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে উপরের দিকে টেনে আনবে। খিলাল তিনবার করবে। (আলমগীরী ১/৭, তাহতাবী ৩৯)



পানি লাগাবে



খিলালের নিয়ম

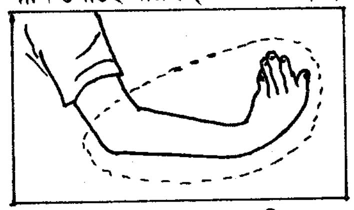
মাসআলা ঃ চেহ্‌রার বাইরের ঝুলন্ত দাড়ি ধোয়া ফরয নয়। মাসেহ করা সুন্নাত। (আহসানুল ফাতওয়া ২/১৬, শামী ১ম খণ্ড, আলমগীরী ১/৪)



থুতনীর নীচে ঝুলন্ত দাড়ি

কনুই ধৌত করার নিয়ম

মাসআলা ঃ দুই হাতের কনুইসহ ধৌত করবে। একবার ধৌত করা ফরয। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। হাত ধৌত করার সময় আঙ্গুল খিলাল করবে, আঙ্গুলের গোড়ায় যাতে পানি পৌছে যায়। (আলমগীরী ১/৬, বাহরুর রায়িক ১/২২)



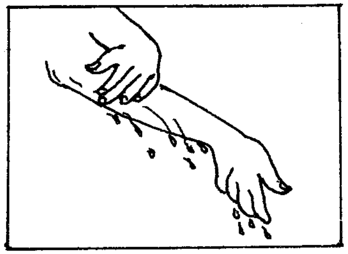
কনুইসহ ধৌত করার পরিমাণ

ধৌত করার নিয়ম ঃ ১। হাতের তালুতে পানি নিয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধৌত শুরু করবে, কনুই পর্যন্ত পানি পৌছার পর হাতের অগ্রভাগ নীচু করবে যাতে করে ধৌত পানি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পড়ে।



কনুইর দিক থেকে ধৌত করা

২। কনুইর দিক থেকে ধৌত শুরু করবে, যাতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানি পড়ে।



চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ নখে নেইল পলিশ থাকলে, সম্পূর্ণ উঠানো ব্যতীত উযূ, গোসল হবে না। (বাহরুর রায়িক ১/১৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৭)

মাসআলা ঃ অতিরিক্ত আঙ্গুল কিংবা তালু থাকলে তা সবই ধৌত করা ফরয। (আলমগীরী ১/৪, বাহরুর রায়িক ১/১৩)

মাসআলা ঃ নখে মাটি লেগে থাকার কারণে সুঁচের মাথা বা তিল পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলে উযূ জায়িয হবে না। (বাহরুর রায়িক ১/১৩)

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি মাটির কাজ করে বা চামড়ার কাজ করে অথবা কাপড়ে রং লাগানোর কাজ করে, তাদের হাতে এ সবের নিশানা থাকলেও উযূ জায়িয হবে। কারণ তা দূর করা কঠিন। (বাহরুর রায়িক ১/১৩, আলমগীরী ১/৪)

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি আটার খামীর তৈরী করে এবং তা হাতে লেগে শুকিয়ে যায়। আটা যদি খুবই সামান্য হয় তবে উযূ জায়িয হবে। (বাহরুর রায়িক ১/১৩, আলমগীরী ১/৪)

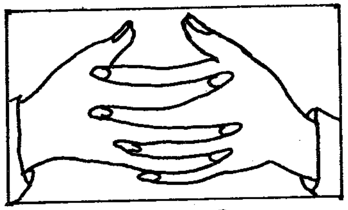
মাসআলা ঃ এমন প্রসাধনী যা চামড়া বা নখে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে, তা দূর না করা পর্যন্ত উযূ বা গোসল সহীহ হবে না। (শামী ১/১১৪, আলমগীরী ১/৪)

মাসআলা ঃ মাছের আঁশ বা জমাট মোম উযূর অঙ্গে লেগে থাকলে উযূ সহীহ হবে না। (শামী ১/১১৪)

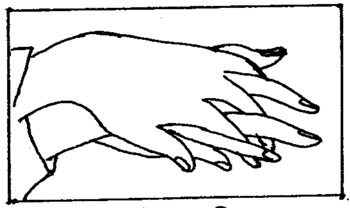
হাতের আঙ্গুল খিলাল করা

মাসআলা ঃ হাতএবং পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (আলমগীরী, শামী ১/১১৭)

নিয়ম ঃ ১। এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করাবে, ২। বাম হাতের আঙ্গুলগুলো এক সাথে ডান হাতের পিঠের দিক থেকে ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ করাবে। (বারুর রায়িক)



১নং নিয়মের চিত্র



২ং নিয়মের চিত্র

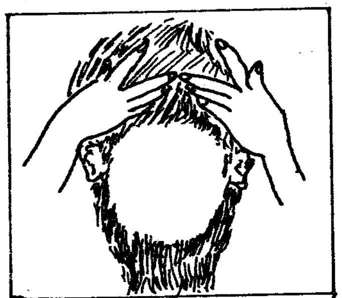
মাসআলা ঃ আঙ্গুল খিলাল করার সময় হাত ভিজা থাকা প্রয়োজন যেন পানি টপকে পড়ে। (শামী ১/১১৭, আলশগীরী ১/৭)

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির আঙ্গুলের মধ্যে যদি ফাঁক না থাকে এবং আঙ্গুলের সাথে অপর আঙ্গুল এমনভাবে লেগে থাকে যার কারণে আঙ্গুলের সাথে পানি না পৌঁছার আশংকা থেকে যায়, তাহলে খিলাল করা ওয়াজিব। (আলমগীরী ১/৭)

মাথা মাসেহ্ করার নিয়ম

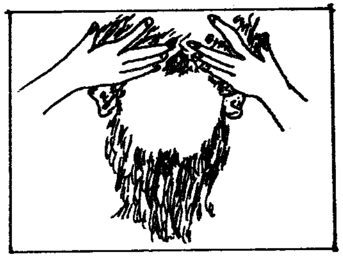
মাসআলা ঃ মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরয। সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুননাত। পানিতে হাত ডুবিয়ে বা হাতে পানি নিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। তারপর ভেজা হাত একবার মাথায় ফিরাবে। (হেদায়া, আলমগীরী ১/৭)

নিয়ম ঃ ১। দুই হাত ভিজিয়ে হাতের পুরো তালু আঙ্গুলের পেটসহ মাথার অগ্রভাগে রেখে মাথা জুড়ে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে মাসেহ করবে। সামনের অংশ থেকে মাসেহ করা সুন্নাত। (মুনিয়া ২৪)

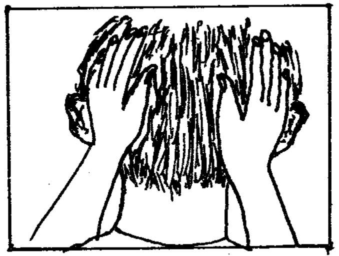


পুরো মাথা জুড়ে মাসেহ করার চিত্র

নিয়ম ঃ ২। বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলদ্বয় ব্যতীত উভয় হাতের আঙ্গুলের পেট মাথার মধ্যভাগে সামনে হতে পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর দুই হাতের তালু মাথার দুই পাশে রেখে পেছন থেকে সামনে টেনে নিয়ে আসবে। (মুনিয়া ২৪)



মাথার মধ্য ভাগ



মাথার দুই পাশ

মাসআলা ঃ তিন আঙ্গুল দ্বারা মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব। (আলমগীরী, শামী)

মাসআলা ঃ যাদের চুল লম্বা তারা শুধু কপাল বা ঘাড়ের উপর ঝুলন্ত চুল মাসেহ করলে মাসেহ হবে না। কপাল বা ঘাড়ের ঝুলন্ত চুলসহ মাথার মধ্য ভাগ ও পাশের চুল মাসেহ করতে হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ চুল বেণী পাকিয়ে যদি মাথার সাথে বেঁধে রাখা হয় সেই বেণীর উপর মাসেহ করা বিভিন্ন মতে জায়িয হবে। অধিকাংশ মাশায়েখগণ বলেন চুলের বেণী মাথার সাথে বেঁধে রাখা হোক বা ছেড়ে দেয়া হোক বেণীর উপর মাসেহ করা জায়িয হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ হাত ধোয়ার পর হাতের তালু ভিজা থাকে বা নতুন পানি দ্বারা হাতের তালু ভিজিয়ে মাথা মাসেহ করা হয়। উভয় অবস্থায়ই মাসেহ জায়িয হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ মুখমণ্ডলের সাথে মাথা ধুয়ে নিলে মাথা মাসেহ না করলেও চলবে। এরূপ করা মাকরূহ। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ টুপি এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়িয নয়। অনুরূপভাবে মহিলাদের মাথার ওড়নার উপরও মাসেহ জায়েয হবে না। হাত থেকে পানি টপকাতে থাকলে এবং ওড়না ভেদ করে পানি মাথার চুল পর্যন্ত পৌছলে অবশ্য মাসেহ জায়েয হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ চুলে খেজাব লাগানো অবস্থায় মাথা মাসেহ করা হলে যদি খেজাবের সাথে হাতের পানি লাগলে পানির রং পরিবর্তন হয়ে যায়। তাহলে মাসেহ জায়েয হবে না। (আলমগীরী)

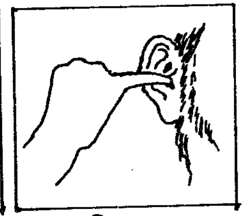
মাসআলা ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত। (হাশিয়া : শরহে বেকায়া ১/৫৫)

কান মাসেহ করার নিয়ম

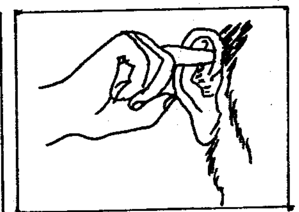
মাসআলা ঃ উভয় হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পেছনের অংশ মাসেহ করা। এরপর কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা কানের ছিদ্র এবং তর্জনী আঙ্গুলের মাধ্যমে কানের পাতার ভেতর অংশ মাসেহ করা সুন্নাত। (বাহরুর রায়িক ১/২৬, আলমগীরী ১/৯)



কানের পিছন



কানের ছিদ্র



কানের পাতার ভিতর অংশ

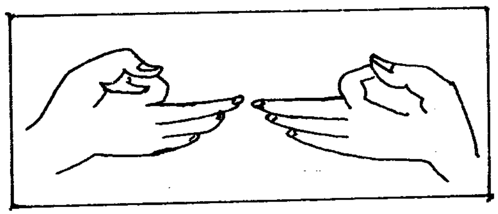
মাসআলা ঃ মাথা মাসেহ্র দ্বারা আঙ্গুলের পানি শুকিয়ে গেলে নতুন পানি নেয়া উত্তম। (আলমগীরী ১/৭, বাহরুর রায়িক ১/২৭)

গর্দান মাসেহ করা

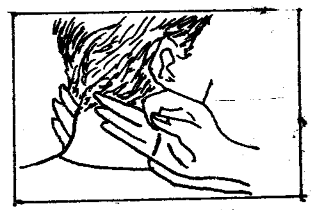
মাসআলা ঃ উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসেহ করবে।

বিঃ দ্রঃ গলা মাসেহ করবে না। গলা মাসেহ করা বিদআত।

(বাহরুর রায়িক ১/২৮, শামী ১/১২৪)



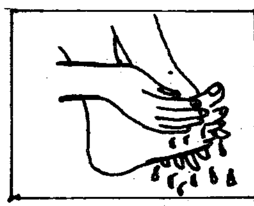
আঙ্গুলের অবস্থা



মাসেহ্র ধরণ

গোড়ালীসহ পা ধোয়া

মাসআলা ঃ ডান হাত দিয়ে পায়ের সামনের অংশে পানি ঢালা সুন্নাত। বাম হাত দিয়ে পা ও পায়ের তলদেশ মর্দন করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী ১/৮)



পা মর্দনা করা

মাসআলা ঃ টাখনুসহ কারো পা কেটে ফেললে তার পা ধৌত করা ফরয নয়। তবে টাখনু অবশিষ্ট থাকলে টাখনুসহ কাটার জায়গায় ধৌত করা ফরয। (বায়হাকী, শামী ও আলমগীরী)

মাসআলা ঃ তৈল ব্যবহারের পর পা ধৌত করলে উযূ জায়েয হবে, যদি টাখনুসহ সম্পূর্ণ পায়ে পানি পৌঁছানো হয়। (আলমগীরী ১/৫)

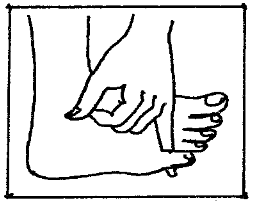
মাসআলা ঃ পা কাটা গেলে সেলাই করে দিলে সর্বাবস্থায় উযূ জায়েয হবে। (আলমগীরী ১/৫)

পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা

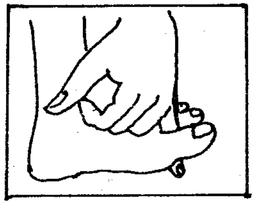
মাসআলা ঃ খিলাল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (আলমগীরী)

ডান পা ঃ প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলীদ্বয়ের মাঝে নীচ দিক থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করবে। ডান পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে।

বাম পা ঃ বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা বামপায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে। (আলমগীরী ১/৭)



ডান পায়ের আঙ্গুল খিলাল



বাম পায়ের আঙ্গুল খিলাল

উযূর মাঝে পড়া

মাসআলা ঃ উযূর মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব। (মুনিয়া ৩৬)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী যামবী ওয়া ওয়াসসি'লী ফী-দা-রী ওয়াবা-রিকলী ফী রিযক্বী আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজআ'লনী মিনাল মু'তাহ্হিরীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ মাফ কর, গৃহকে আমার জন্য প্রশস্ত কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও। হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বান্দাদেরে অন্তর্ভুক্ত কর। (নাসায়ী, তিরমিযী)

মাসআলা ঃ উযূর মধ্যে দুনিয়াবী কোন কথা-বার্তা না বলা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ ৩১)

উযূর শেষে পড়া

মাসআলা ঃ ১। রোজাদার না হলে উযূর অবশিষ্ট পানি বা তার কিয়দংশ পান করা মুস্তাহাব। এ পানি পান করা অনেক রোগের শেফা। এ পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয়ভাবে পান করা যায়। (নূরুল ঈযা, তাহতাবী ৪৩, মুনিয়া ৩৬)

পানি পান করার দুআ ঃ

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِشِفَائِكَ وَدَاوِنِيْ بِدَوَائِكَ وَاعْصِمْنِيْ مِنَ الْوَهْنِ وَ الْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাশফিনী বিশিফা-ইকা ওয়াদাবিনী বিদাওয়া-ইকা ওয়া'সিমনী মিনাল ওয়াহনি ওয়াল আমরা-জি ওয়াল আওজা-ই'।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার চিকিৎসা দ্বারা আমাকে সুস্থ রাখ, তোমার ওষুধ দ্বারা আমার চিকিৎসা কর এবং আমাকে দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধী ও ব্যথা-বেদনা থেকে হেফাজত কর।

মাসআলা ঃ ২। উযূর শেষে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করাও মুস্তাহাব। (তাহতাবী ৪৩)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

ফযীলত ঃ রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ উত্তমরূপে উযূ করার পর কালিমা শাহাদাত পড়লে, তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, যে কোন দরজা দিয়ে সে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। (নাসায়ী শরীফ)

মাসআলা ঃ ৩। তারপর নিম্নের এই দুআটি পড়া মুস্তাহাব। (শামী ১/১২৮)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ আ'লনী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন, সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াআতূবু ইলাইকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাকে তাওবাকারী ও পাক-পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ ! তুমি মহান, সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তাওবা করি। (দুররে মুখতার, শামী, আলমগীরী, নূরুল ইযাহ, মারাকী, তাহতাবী)

গোসলের করণীয় সুন্নত

গোসল করা ফরয হলে সুবহে সাদেকের সময় ঘুম থেকে জাগা মাত্রই গোসল করে নেয়া। যেন ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা যায়। গোসল ফরয হওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তি গোসল না করে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকে তবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (মেশকাত)

গোসলের ধারাবাহিক সুন্নতসমূহের আলোচনা

❐ প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে নেয়া। তারপর শরীরের কোথাও বীর্য অথবা অন্য কোন নাপাক বস্তু লেগে থাকলে তা তিনবার করে ধুয়ে পাক করে নেয়া। এরপর ছোট-বড় এস্তেঞ্জা করে নেয়া। (প্রয়োজন হোক অথবা না হোক) তারপর সুন্নত ত্বরিকায় ওযু করা। যদি গোসল করা পানি পায়ের কাছে জমা হয়ে থাকে তবে পা না ধৌত করে সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র ধৌত করে নেয়া। আর যদি জমা না হয়ে থাকে তবে ঐ সময়ও ধৌত করা জায়েয আছে। তারপর সর্বপ্রথম মাথায় পানি ঢালা। তারপর ডান কাঁধে এরপর বাম কাঁধে। এই পরিমাণ পানি ঢালা যাতে পানি মাথা হতে পা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শরীরকে হাত দিয়ে ভাল করে কচলানো। এমনিভাবে দ্বিতীয়বার আবার পানি ঢালা। প্রথমে মাথায় তারপর ডান কাঁধে পরে বাম কাঁধে এবং শরীরের যেসব জায়গা শুকনা থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সব জায়গায় হাত দ্বারা কচলায়ে পানি পৌছানোর চেষ্টা করা। এ ভাবে তৃতীয়বার মাথা হতে পা পর্যন্ত পানি দেয়া। (তিরমিযী)

❐ গোসল করার পর শরীর কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুছে ফেলা অথবা না মুছা দু'টোই করা যেতে পারে তবে যে কোন একটা সুন্নতের নিয়তে করে নিতে হবে। (মিশকাত)

❐ ফরয গোসলের দ্বারাই নামায আদায় করে নেয়া যেতে পারে। (উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করলেও) নতুনভাবে ওযু করার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী) হ্যাঁ যদি গোসল করার পর ওযু ভেঙ্গে যায় তবে পুনরায় ওযু করতে হবে। ওযু সম্পর্কে যে সব সুন্নতের উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলোর প্রতি প্রত্যেক ওযুর সময় দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বা কর্তব্য।

গোসলের নিয়ত

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গোসলা লিরাফই'ল জানা-বাতি।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করবার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটি – (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেওয়া, (৩) সমস্ত শরীর ভালরূপে ধৌত করা। স্ত্রীলোকের গহনার ছিদ্রে এবং নীচে পানি প্রবেশ না করিলে গোসল সিদ্ধ হইবে না।

গোসলের সুন্নত

গোসলের সুন্নত ছয়টি। – (১) হাত ধৌত করা, (২) শরীরের নাপাকী ধুইয়া ফেলা, (৩) লজ্জাস্থান ধৌত করা, (৪) সর্বশরীর তিন বার ধৌত করা, (৫) গোসল শুরুর আগে অযু করা, (৬) গোসল শেষ হইলে অন্য স্থানে যাইয়া পা ধৌত করা।

তায়াম্মুম

পানি ব্যবহারে অসমর্থ হইলে কিম্বা পানি না পাওয়া অবস্থায় অযু-গোসলের কাজ শরীয়তের আদেশমত মাটি জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা সমাপন করাকে তায়াম্মুম বলে। নিম্নলিখিত কারণে তায়াম্মুম করা যায় ঃ

(১) শরয়ী এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে; (২) পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকিলে; (৩) কূপ হইতে পানি তুলিবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে; (৪) সঞ্চিত পানি খরচ করিলে নিজে কিংবা বাহনের পশু পিপাসার্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে; (৫) হিংস্র জন্তু বা শত্রুর ভয়ে পানির নিকট পৌঁছিতে অক্ষম হইলে; (৬) পানি খরিদ করিতে অসমর্থ হইলে; (৭) অযু করিয়া ঈদের বা জানাযার নামাযের জামাআত না পাইবার ভয় হইলে।

তায়াম্মুম করিবার নিয়ম

প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়িয়া মনে মনে নিম্নলিখিত নিয়ত করিবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফইল হাদাসি ওয়াল জানাবাতি ওয়াসতিবাহাতাল লিস্‌সালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লাহি তাআলা।

অর্থ ঃ অপবিত্রতা দূর করিতে, শুদ্ধভাবে নামায পড়িতে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের জন্য আমি তায়াম্মুম করিতেছি।

তৎপর উভয় হাতের তালু পবিত্র মাটি জাতীয় বস্তুর উপর মারিয়া একটু আগে পিছে ঘর্ষণ করিবে। পরে হাত দুইটি একটু ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং ঐ মাটিমাখা হস্ত দ্বারা সমগ্র মুখমণ্ডল একবার এমনভাবে মাসেহ করিবে যেন কোন অংশ বাকী না থাকে। অযুর মত তায়াম্মুমেও একইভাবে মুখ মাসেহ করিতে হয়। তৎপর একবার হস্তদ্বয় মাটিতে মারিয়া একটু ঝাড়িয়া বাম হাতের তালুর কতকাংশ দ্বারা ডান হাতের এক পাশ কনুইয়ের উপর পর্যন্ত মুছিবে। পরে বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙ্গুলির ফাঁকে যদি ধুলা লাগিয়া না থাকে তবে মাটিতে আর একবার হাত মারিয়া দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর খেলাল করিবে। হাতে আংটি কিংবা চুড়ি থাকিলে তাহা খুলিয়া বা নাড়িয়া লইবে।

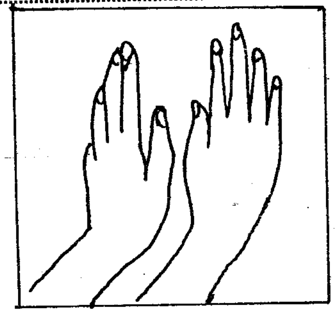
তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। (১) নিয়ত করা, (২) পুরা মুখমণ্ডল মাসেহ করা, (৩) (দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া) উভয় হস্ত কনুইসহ মাসেহ করা।

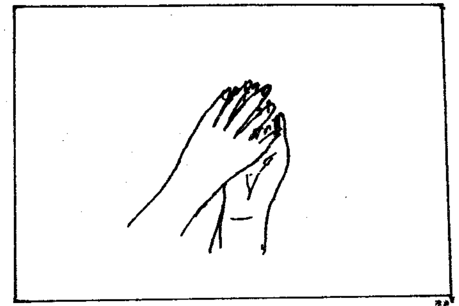
বিঃ দ্রঃ অযুতে যেরূপ কুলি করিতে, নাকে পানি দিতে ও পা ধুইতে হয়, তায়াম্মুমে সেরূপ কিছুই করিতে হয় না। গোসল এবং অযুর জন্য একবার তায়াম্মুম করিলেই চলিবে, কিন্তু নিয়ত ভিন্ন ভিন্নভাবে করিতে হইবে। যে সমস্ত কারণে অযু নষ্ট হয় সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। পানি পাওয়া গেলে বা ব্যবহার করার শক্তি লাভ করিলেও তায়াম্মুম নষ্ট হয়।

হাত মারার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রেখে মাটিতে হাত মেরে একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে নেওয়া। অতঃপর হাত তুলে নিয়ে এমন ভাবে ঝাড়বে, যেন আলগা ধুলা ঝরে পড়ে যায়। (আলগীরী)



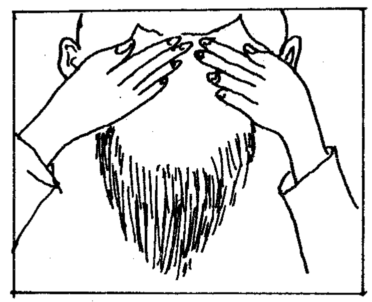
মাটিতে হাত মারার নিয়ম



হাত ঝাড়ার নিয়ম

মুখমণ্ডল মাসেহ করার নিয়ম

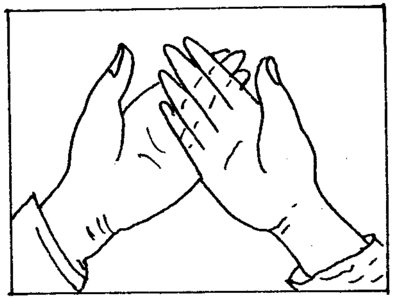
মাসয়ালা ঃ কপালে চুল উঠার স্থান থেকে মাসেহ শুরু করে থুতনীর নীচ পর্যন্ত টেনে এনে শেষ করবে। নীচের দিকে আনার সময় দুই কানের লতী পর্যন্ত একসাথে মাসেহ করবে। মাসেহ করার সময় উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে, যাতে কোথাও মাসেহ বাকী না থাকে।



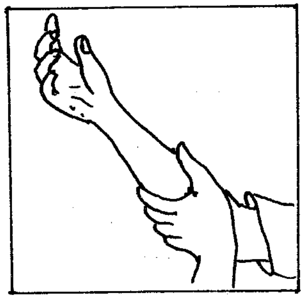
মুখমণ্ডল মাসেহ করার চিত্র

কনুইসহ হাত মাসেহ করার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট (বৃদ্ধ আঙ্গুল ছাড়া) ডান হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রাখবে। তারপর ডান হাতের পিঠের উপর দিয়ে কনুইর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অতঃপর বাম হাতকে উল্টে বাম হাতের তালু এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক থেকে হাতের আঙ্গুলের দিকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে যেন বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে চলে যায়। উল্লেখিতভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। (তাহতাবী আলমগীরী)



হাতের পিঠ মাসেহ করার নিয়ম



হাতের পেট মাসেহ করার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ মাসেহ করার সময় হাতের আংটি, চুড়ি ইত্যাদিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে এমন ভাবে হাত মাসেহ করবে, যেন সব স্থানে মাসেহ করা যায়। হাতের আংটি খুলে ফেলা উচিৎ। যদি আংটির নীচে ঐ স্থানে মাসেহ না করা হয় তবে তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। (তাহতাবী, আলমগীরী)

মাসয়ালা ঃ তাইয়াম্মুম উযূর ন্যায়, তাই উযূর মধ্যে মুখ ও হাত ধৌত করার যে দুয়া পাঠ করা হয়, এমনি ভাবে উযূর শেষে যে সব দুয়া পড়া হয়, তাইয়াম্মুমের বেলায়ও সেগুলোই পড়বে। (কিতাবুল আজকার)

তাইয়াম্মুম করার বস্তু

মাসয়ালা ঃ পাক মাটি, কংকর, বালি, চুনা, মাটির তৈরী কাঁচা অথবা পাকা ইট, ধুলা-বালি, মাটি, পাথর, ইটের তৈরী দেওয়াল, পাকা বাসন, (তৈল লেগে না থাকলে)। লাকড়ী বা কাপড়ে অথবা অন্য কোন পাক বস্তুতে ধুলা বালি লেগে থাকলে এসব বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা যায়।

(আলমগীরী ও দুররুল মুখতার পৃঃ ২৫-২৬)

নাপাকী অবস্থায় তাইয়াম্মুম করার মাসয়ালা

মাসয়ালা ঃ অপ্রকৃত নাপাকী তথা উযূ বা গোসল ফরয হলে তাইয়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে প্রকৃত নাপাকী তথা প্রস্রাব পায়খানা, বীর্য ইত্যাদি শরীরে লেগে থাকলে তা পবিত্র করে তাইয়াম্মুম করবে। নাপাকী দূর না করে শুধু তাইয়াম্মুম দ্বারা যথেষ্ট হবে না।

মাসয়ালা ঃ পানি না পাওয়া অবস্থায় শরীরে বা কাপড়ে গাঢ় নাপাকী লাগলে মাটিতে খুব ভালভাবে ঘষে বা শুকনা হলে নখ দিয়ে খুটে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করবে যাতে বিন্দু মাত্র নাজাসাত লাগা না থাকে। আর তরল নাপাকী হলে তাইয়াম্মুম করে নাপাকসহ নামায আদায় করে নিবে।

আযান ও এক্বামতের সুন্নত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যিনি আযান ও এক্বামত দিবেন এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন এবং বেহেশত নসীব করবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সাত বছর যাবত বিনা বেতনে আযান দিবে সে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মেশকাত)

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হাশর ময়দানে মুয়াজ্জিনের এত বেশী মর্যাদা হবে যে, সকলের মাথার উপর দিয়ে তাঁর গর্দান দেখা যাবে। (মেশকাত)

আযানের সুন্নতসমূহ

নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পরে আযান দেয়া সুন্নত কিন্তু ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে, পুনরায় ওয়াক্ত হলে আযান দিতে হবে। ওজর থাকাবস্থায় বাড়ীতে একাকী বা জামায়াতে নামায আদায় করলে, তখন আযান দেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু মহল্লার মসজিদে আযান হলে তথায় নামায আদায় করা উচিৎ। পাড়া-মহল্লায় মসজিদ থাকলে সে মসজিদে আযান দেয়া ও এক্বামতের সাথে জামায়াতে নামায আদায় করার বন্দোবস্ত করা, পাড়া ও মহল্লাবাসীদের প্রতি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। যদি কেউ তা না করে তবে প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে।

মহল্লা বা পাড়ার মসজিদে আযান ও এক্বামতের সাথে নামাযের জামায়াত হয়ে থাকলে তথায় পুনঃ আযান দেয়া এবং জামায়াতে নামায আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু রাস্তার পার্শ্বে বা বাজারের মসজিদ হলে এবং সে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট না থাকলে, তথায় আযান দিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করা দুরুস্ত আছে। (শামী ও বেহেশতী জেওর)

ওযূ করতঃ মসজিদের মিনারায় কিংবা একটু উঁচু স্থানে মসজিদের বাইরে কেবলামুখী হয়ে কর্ণদ্বয়ের ভিতরে দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুলদ্বয় ঢুকিয়ে যতদূর সম্ভব উচ্চঃস্বরে আযানের কালাম বলতে হবে। আযানের হরফসমূহ অতিরিক্ত টেনে লম্বা করা এবং স্বরকে গানের ন্যায় উচুঁ করে লাহান টানা নিষেধ। এক লাহানে নীচের দিকে স্বর কমিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। মাগরিবের আযানের পরে নামায শুরু করতে বেশী বিলম্ব করবে না। অন্যান্য নামায আযানের আধা ঘণ্টা পরে আরম্ভ করতে হবে।

আযান এ এক্বামতের উত্তরসমূহ

আযানের উত্তর দেয়া পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য মুস্তাহাব। কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন। মুয়াজ্জিন যে শব্দগুলো বলবে শ্রোতারাও তা বলবে। কিন্তু

মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়্যআলাছ্ ছালাহ্ ও হাইয়্যাআলাল ফালাহ্" বলবে তখন শ্রোতাগণ "লা-হাওলা আয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ" বলবে এবং ফজরের আযানে মুয়াজ্জিন যখন "আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম" বলবে তখন শ্রোতারা "ছাদ্দাক্‌তা ওয়া বারাকত্‌া' বলবে। এক্বামতের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। নিম্নোক্ত অবস্থায় আযান ও এক্বামতের উত্তর দেওয়া নিষেধ। যথা ঃ (১) নামাযরত অবস্থায়, (২) খুৎবা দেয়ার সময়, (৩) স্ত্রীলোকের হায়েজ-নেফাছ অবস্থায়, (৪) দ্বীনি বিদ্যা শিক্ষা অর্জনের সময়, (৫) স্ত্রী-সহবাস করার সময়, (৬) প্রস্রাব ও মল ত্যাগের সময় এবং (৭) খানা খাওয়ার সময়।

আযানের বাক্যসমূহ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আক্‌বার। (দুই বার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলবে– اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" (দুবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই।

অতঃপর বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" (দুবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।"

অতঃপর ডান দিকে শুধু মুখমণ্ডল ফিরিয়ে বলবে ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ -

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা আ'লাচ্ছালাহ্" (দুবার)

অর্থ ঃ নামাযের জন্য আসুন।"

অতঃপর বাম দিকে শুধু মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে বলবে ঃ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহ্" (দুবার)

অর্থ ঃ নেক কাজের জন্য আসুন।"

অতঃপর শুধু ফজরের আযানে বলতে হবে ঃ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম"(দুবার)

অর্থ ঃ নামায নিদ্রা হতে উত্তম।"

অতঃপর বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আক্‌বার। (একবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলবে ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

উচ্চারণ ঃ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। (একবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।

আযানের দোয়া'

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ - وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ - وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ - اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দা'ওয়াতি তাম্মাতি, ওয়াছ্ছালাতিল ক্বায়িমাতি আতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফীইয়াতা ওয়াবয়াসহু মাক্বামাম্মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আত্তাহু, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি এ পরিপূর্ণ আহ্বানের ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে উসীলা এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে ঐ প্রশংসিত স্থান দান কর যা তার জন্য তুমি ওয়াদা করেছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গিকার।

নামাযের বিধি-বিধান

✧ এক কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি—

হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই কাপড় যার না থাকে সে এক কাপড় পরে নামায আদায় করবে এবং উপরে নিচে মুড়ি দিয়ে নিবে। আর কাপড় ছোট হলে লুঙ্গির মত পরিধান করবে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ সতর (লজ্জাস্থান) হলো নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান হলো সতর (লজ্জাস্থান)। (মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা রহঃ)

✧ **মহিলাদের সতর ঢাকার বিধান—**

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উড়না ছাড়া বালেগা স্ত্রীলোকের নামায কবুল হয় না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

✧ **এক কাপড় ব্যবহার করার নিয়ম—**

হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেছি, উম্মে সালামাকে সম্মুখে রেখে নামায আদায় করতে দেখেছি, তখনই দেখেছি তিনি তাকে আপন ডান ভ্রূ অথবা বাম ভ্রূর সম্মুখেই রেখেছেন, সোজাসুজি নাক বরাবর সম্মুখে রাখেননি। (আবু দাউদ)

হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেছি উম্মে সালামার গৃহে কাপড় ব্যবহারের নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ কাপড়ের দুই দিক দুই কাঁধের উপর রেখে। (মেশকাত শরীফ)

✧ **নামায আদায় করার সময় কিবলামুখী হওয়ার গুরুত্ব**

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায আদায় করল, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করল এবং আমাদের যবাই করা জন্তু আহার করল, সে ব্যক্তিই মুসলমান। তার জন্য আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর গ্রহণ করা দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা বা ওয়াদা ভঙ্গ করিও না। (বুখারী)

✧ **নামাযের শুরু ও শেষ করার নিয়ম**

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায শুরু করার উপায় হল পবিত্রতা অর্জন করা, নামাযের তাহরীমা বাঁধতে হয় তাকবীর বলে এবং তাকে শেষ করতে হয় সালাম ফিরিয়ে। আর ঐ নামায হয় না, যে আলহামদু সূরা পাঠ করার পর অন্য একটি সূরা পাঠ না করে তা ফরয নামায হোক, আর অন্য নামায হোক। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, বুখারী, মুসলিম ইবনে মাজাহ্)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তাঁর দু'খানা হাত দীর্ঘ করে উপরের দিকে তুলতেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

✧ **নামাযে হাত বাঁধার নিয়ম—**

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীমের এই কথাটি বর্ণনা করেছেন, তিনটি কাজ নবুয়্যতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য। তাহল, ইফতার ত্বরান্বিত করা, খুব বিলম্বে সেহরী খাওয়া এবং নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা। (তাবারানী)

✧ **নামাযে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা—**

হযরত আবদুল করীম ইব্‌নে আবুল মুখারিক (রাঃ) হতে বর্নিত। তিনি বলেন— নবূওতের কালাম হচ্ছে এই কালাম, যখন তুমি লজ্জা পরিহার কর, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার। নামাযে উভয় হাতের একটিকে অপরটির উপর রাখা (এভাবে) যে, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে, ইফতারে তারা করা ও সাহরী (খাওয়া)-তে বিলম্ব করা। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **নামায তাড়াতাড়ি আরম্ভ করার বর্ণনা—**

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামায শুরু করার সময়) তাঁর উভয় হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তা কানের লতি বরাবর হয়ে যেত। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ওয়ায়েল (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযে (প্রারম্ভে) হাত উঠাতে দেখেছেন, তখন ঐ হাত তাঁর কানের লতি পর্যন্ত উঠে যেত। (মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা রহঃ)

✧ **নামাযের অন্তর্নিহিত ভাবধারা—**

হযরত উবাদাহ্ ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরয করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওযু তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন করবে এবং সেই নামাযসমূহের রুকূ এবং আল্লাহ্‌ভীতি বিনয় সংজ্ঞাত পূর্ণমাত্রায় আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র অবশ্য পালনীয় কোন ওয়াদা নেই।

✧ **নামাযের বিভিন্ন আমল—**

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কি ধারণা কর যে, আমার কিব্‌লা শুধু এস্থানেই (আমি শুধু সামনের দিকেই দেখি, যেদিকে আমার কিব্‌লা)? আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের একাগ্রতা ও মনোযোগ এবং তোমাদের রুকূ (কোনটাই) আমার

নিকট গোপন নয়। অবশ্যই আমি আমার পশ্চাৎ দিক হতেও তোমাদেরকে দেখি। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❏ হযরত নো'মান ইব্‌ন মুররা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শরাবী, চোর এবং ব্যভিচারী সম্পর্কে তোমাদের কি মত? আর এই প্রশ্ন করা হয় এদের সম্পর্কে কোন হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। তাঁরা উত্তর দিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অধিক জ্ঞাত।

❏ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, ইহা ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ কাজ, একাজের সাজা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি নিজের নামায চুরি করে, সেই চুরি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় চুরি। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপন নামায চুরি করে কিরূপে? তিনি বললেন, সে নামাযের রুকূ এবং সিজ্‌দা পূর্ণরূপে আদায় করে না।

(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❏ হযরত উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কিছু নামায ঘরে আদায় করিও। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযের মধ্যে শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা প্রদান—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাযের জন্য আযান দেয়ার সময় শয়তান সশব্দে বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পালায়, যেন সে আযানের শব্দ না শোনে। আযান শেষ হলে সে আবার আসে। ইকামত আরম্ভ হলে আবার পলায়ন করে। ইকামত বলা শেষ হলে পুনরায় উপস্থিত হয় এবং 'ওয়াস্‌ওয়াসা' ঢেলে নামাযী ব্যক্তি ও তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না সে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে সে বলতে থাকে। অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর। ফলে সে ব্যক্তি কত রাকয়াত নামায আদায় করেছে তা ভুলে যায়। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ নামাযে ইমাম ও মোক্‌তাদীর দাঁড়াবার স্থান—

হযরত ছামেরাহ্ বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন তিনজন হই তখন আমাদের মধ্য হতে একজন যেন সামনে এগিয়ে যায়। (তিরমিযী)

✧ আগের কাতারগুলো পুরা করার ফযীলত—

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের দেখলেন তারা লাইনের মধ্যে পেছনে বসে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে বললেন, সামনে এগিয়ে এসো এবং আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পেছনে যারা আঁছে তাদের উচিত তোমাদের অনুসরণ করা। কোন জাতি পেছনে থাকতে থাকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পেছনে ফেলে দেন। (মুসলিম)

✧ নামাযের কাতার সোজা করার উপকারিতা—

হযরত নো'মান বিন্ বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ছফ সোজা করতেন যেন তার সাথে তিনি তীর সোজা করছেন— যতক্ষণ তিনি বুঝতে না পারতেন যে, আমরা ইহা তার নিকট হতে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পেরেছি। পরে, একদিন তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলতে উদ্যত হলেন, এ সময় দেখলেন এক ব্যক্তির বুক ছফ হতে সম্মুখে বেড়ে গিয়েছে তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! হয় তোমরা ঠিকমত তোমাদের ছফ সোজা করবে, না হয় আল্লাহ্ তোমাদের চেহারাসমূহের (মধ্যে) বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন।

✧ জামায়াতের কাতার সোজা করা—

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলে নামাযের কাতারসমূহ সমান সমান করে নিবে। কেননা কাতার সোজা ও সমান করার ব্যাপারটি সঠিকভাবে নামায কায়েম করারই একটা বিশেষ অংশ। (বুখারী, মুসলিম)

✧ নামাযের কাতারে সমান হয়ে দাঁড়ানোর উপকারিতা—

হযরত আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জামা'য়াতে দাঁড়ানোর হযরত সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাদের স্কন্ধে হাত রাখতেন এবং বলতেন, সমান হয়ে দাঁড়াও এবং আগে-পিছে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যথায় আল্লাহ্ না করুন, তার শাস্তিস্বরূপ তোমাদের দিল পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের মধ্য হতে বুদ্ধিমান ও সমঝদার লোক যারা, তারা যেন নামাযে আমার নিকট ও কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাদের পর তারা দাঁড়াবে যারা উক্ত গুণের দিক দিয়ে প্রথমোক্তদের নিকটবর্তী। আর তাদের নিকটবর্তী যারা, তারা দাঁড়াবে এদের পর। (মুসলিম)

✧ সফ্ সোজা রাখা প্রসঙ্গ—

হযরত নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) 'সফ' (কাতারসমূহ) বরাবর করার নির্দেশ দিতেন। যখন এ কাজে নিযুক্ত

ব্যক্তিরা তাঁর নিকট আসত এবং সফ্‌সমূহ বরাবর হয়েছে বলে তাঁকে জানাত, তখন তিনি তকবীর বলতেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ কাতার্ সোজা রাখা প্রসঙ্গ—

হযরত আবূ সুহায়ল ইবনে মালিক (রাঃ) তাঁর পিতা মালিক ইব্‌নে আবি আমির ইয়াসহাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর নামাযের ইকামত আরম্ভ হল, আমি তখন তাঁর সাথে আমার জন্য ভাতা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। আমি বিরতি ছাড়াই তাঁর সাথে আলাপরত ছিলাম। তিনি তাঁর উভয় জুতার সাহায্যে কাঁকর (সরিয়ে) জায়গা সমান করছিলেন। এমন সময় কতিপয় লোক তাঁর নিকট এলেন, যাদেরকে তিনি 'কাতার' বরাবর করার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, 'কাতার' সমূহ বরাবর হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, কাতারে বরাবর হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বললেন।

(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ প্রত্যেক উঠা-বসায় তাকবীর—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন। আবার তাকবীর বলতেন যখন রুকূ করতেন। পরে রুকূ হতে যখন তাঁর পিঠ খাড়া করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন 'হে আল্লাহ্ তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।' পরে আবার তাকবীর বলতেন যখন নিচের দিকে চলে যেতেন। পরে তাকবীর বলতেন যখন মাথা তুলতেন। আবার তাকবীর বলতেন যখন সিজদা করতেন। আবার তাকবীর বলতেন যখন তাঁর মাথা তুলতেন। এভাবে নামায সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত করতে থাকতেন। দু'রাকা'য়াতের পরে বসা হতে যখন উঠে দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন। (বুখারী, মুসলিম)

✧ রুকু ও সিজদার তসবীহ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রুকূতে যাবে তখন সে তার রুকূতে 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'- 'আমার মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রকাশ করছি আমি' তিনবার বলবে, তাহলে তার রুকূ সম্পূর্ণ হবে। আর ইহাই তার নিকটবর্তী। আর যখন সে সিজদায় যাবে, তখন সে তার সিজদায় 'সুবহানা রাব্বীয়াল আ'লা'-'আমার মহান উচ্চ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রকাশ করছি' তিনবার বলবে। তাহলে তার সিজদা সম্পূর্ণতা লাভ করবে। আর ইহাই তার নিকটবর্তী।

(তিরমিযী)

✧ ইমামকে রুকূতে পাওয়া গেলে কি করতে হবে—

হযরত আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল হুনায়ফ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) (একবার) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং লোকজনকে রুকূতে পেলেন। তিনিও রুকূ করলেন; অতঃপর (সেই অবস্থায়ই) আস্তে আস্তে চলতে চলতে 'সফ' বা কাতার পর্যন্ত পৌঁছলেন।

মালেক (রঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) রুকূতে আস্তে আস্তে হাঁটতেন।

(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযে রুকু সেজদা ইত্যাদি সম্পন্ন করার বিধান—

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আরম্ভ করতেন আল্লাহু আকবার দ্বারা এবং কেরাআত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা এবং যখন রুকু করতেন, মাথা উপরেও করতেন না এবং নিচুও করতেন না; বরং এর মাঝামাঝি রাখতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন সিজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর যখন সেজদা হতে মাথা উঠাতেন (দ্বিতীয়) সেজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে না বসতেন এবং প্রত্যেক দুই রাকয়াতের পরই আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন এবং বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছায়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় কুত্তা-বসা বসতে নিষেধ করতেন এবং কেউ পশুর ন্যায় দুই হাত মাটিতে বিছায়ে দেয় (তাও) নিষেধ করতেন, আর তিনি নামায শেষ করতেন সালামের দ্বারা। (মুসলিম)

✧ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকায়াত পায়—

হযরত মালিক (রাঃ) বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেন, যে রুকূ পেয়েছে সে সিজদাও পেয়েছে। আর যাঁর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) ফাউত হয়েছে (পাওয়া যায়নি)। তাঁর অনেক সওয়াব ফাউত হয়েছে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

হযরত আবূ হারায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকয়াত পেয়েছে সে অবশ্য নামায পেয়েছে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ ইকামত শুরু হওয়ার পর নামায—

হযরত মালিক ইবনে বুহায়নাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এমন সময় দুই রাকয়াত নামায

পড়তে দেখতে পেলেন যখন ইতিপূর্বেই ফরয নামাযের ইকামত বলা হয়েছে। পরে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়া শেষ করে ফিরলেন তখন লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সকাল বেলা নামায কি চার রাক'আত? সকাল বেলায় নামায কি চার রাক্আত? (বুখারী)

✧ নামায আদায় করার নিয়ম—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ব্যক্তি নামায পড়ল। পরে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি একথা শুনে ফিরে গেল এবং আবার নামায পড়ল। পরে ফিরে এসে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার সালাম বলল। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম উত্তর দিলেন এবং বললেন, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ে আস, কেননা তুমি যে নামায পড়েছ তা হয়নি। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার লোকটি বলল, হে রাসূল! কিভাবে নামায পড়তে হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে বললেন, তুমি যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তখন প্রথমেই খুব ভালো ও পূর্ণমাত্রায় ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে দাঁড়াবে। পরে নামাযে কুরআনের আয়াত যতটা তোমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব পাঠ করবে। তারপর রুকূ দিবে-তাতে সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যাবে তারপর মাথা তুলে সোজা সমান হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদায় যাবে-সিজদায় স্থিত হয়ে থাকবে। পরে মাথা তুলে উঠে বসবে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, অতঃপর মাথা তুলে উঠে সোজা সমান হয়ে দাঁড়াবে। এরপর নামাযের অন্যান্য সব কাজ অনুরূপ স্থিতি ও ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করবে।

✧ নামায সম্পর্কিত আহকাম—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ফেরেশ্তাগণ পালাবদল করে আসা-যাওয়া করেন। একদল ফেরেশ্তা রাতে এবং আর একদল দিনে, আর আসর ও ফজরের নামাযে তাঁরা একত্র হন। অতঃপর যাঁরা রাতেরবেলা তোমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা

ঊর্ধ্বলোকে চলে যান। আল্লাহ্ তায়ালা আপন বান্দাদের অবস্থা অধিক জ্ঞাত, তবুও তিনি ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ? উত্তরে ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আমরা যখন তাঁদের নিকট গমন করেছিলাম তখনও তাঁরা নামাযে রত ছিলেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকের (সাহাবীগণের) মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। এমন সময় একজন লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বললেন। সেই ব্যক্তি চুপে চুপে কি যে বললেন তা আমরা জানতে পারলাম না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু উচ্চস্বরে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমরা জানতে পারলাম যে, উক্ত ব্যক্তি মুনাফিকদের মধ্য হতে জনৈক মুনাফিককে কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

❑ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু জোরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং আগন্তুককে প্রশ্ন করলেন, সে মুনাফিক ব্যক্তিটি কি এ কথার সাক্ষ্য দেয় নাই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র (প্রেরিত) রসূল? সে ব্যক্তি বললেন, হাঁ, কিন্তু তার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, সে কি নামায পড়ে না? আগন্তুক বললেন, হাঁ, তবে তার নামায নির্ভরযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরাই সেই লোক, যাদের (হত্যা করা) হতে আল্লাহ্ আমাকে বিরত রেখেছেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত আতা ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমার কবরকে পূজ্য মূর্তি বানাইও না। সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র ক্ষোভ প্রবল হয়েছে, যে সম্প্রদায় তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত মাহমুদ ইব্নে লবীদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উতবান ইব্নে মালিক (রাঃ) আপন সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করতেন, তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আরজ করলেন, আমাকে অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি ও স্রোতের সম্মুখীন হতে হয়, আর আমি হলাম দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোক, তাই হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি একথা শুনে ফিরে গেল এবং আবার নামায পড়ল। পরে ফিরে এসে

রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার সালাম বলল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন এবং বললেন, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ে আস, কেননা তুমি যে নামায পড়েছ তা হয়নি। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার লোকটি বলল, হে রাসূল! কিভাবে নামায পড়তে হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে বললেন, তুমি যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তখন প্রথমেই খুব ভালো ও পূর্ণমাত্রায় ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে হাত বেঁধে দাঁড়াবে। পরে নামাযে কুরআনের আয়াত যতটা তোমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব পাঠ করবে। তারপর রুকূ দিবে-তাতে সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যাবে তারপর মাথা তুলে একেবারে সমান হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদায় যাবে-সিজদায় একেবারে স্থিত হয়ে থাকবে। পরে মাথা তুলে উঠে বসবে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে। অতঃপর মাথা তুলে উঠে একেবারে সমান হয়ে দাঁড়াবে। এরপর নামাযের অন্যান্য সব কাজ অনুরূপ স্থিতি ও ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করবে।

✧ যে ব্যক্তি নামায পূর্ণ করার পর অথবা দুই রাকয়াত আদায় করার পর দাঁড়িয়ে যায়—

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদেরকে দুই রাকয়াত নামায পড়িয়ে (আত্তাহিয়্যাতু পড়তে না বসেই) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লিগণও তাঁর সাথে দাঁড়ালেন। তারপর নামায পূর্ণ করলেন এবং আমরা সালামের অপেক্ষায় রইলাম তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সালামের পূর্বে বসা অবস্থায়ই দু'টি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবারের ঘটনা) মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জোহরের নামায পড়ালেন, তিনি দুই রাকয়াতের পর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য) বসলেন না। যখন তিনি নামায পূর্ণ করলেন তারপর দুইটি সিজদা (সাহু সিজদা) করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযে এরূপ কোন বস্তুর দিকে নজর করা যা নামায হতে মনোযোগ হটাইয়া দেয়

হযরত আলকামা ইবনে আবি আল্‌কামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী-পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আবূ জাহ্‌ম ইব্‌নে হুযায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে শামী চাদর হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন—

যাতে ফুল, বুটা ইত্যাদি দ্বারা কারুকার্য করা ছিল। তা পরিধান করে তিনি নামায আদায় করলেন। নামায হতে ফিরে তিনি এরশাদ করলেন, এই চাদরখানা আবূ জাহ্‌ম-এর নিকট ফিরিয়ে দাও। কেননা তার কারুকার্যের দিকে নামাযে আমার দৃষ্টি পতিত হয়েছে। তা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করে আমাকে ফিতনায় লিপ্ত করেছে।
(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ এক নামায দুই বার আদায় করার বিধান—

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, মো'আজ বিন্ জাবাল (প্রথমে) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে (মসজিদে নববীতে) নামায আদায় করতেন, অতঃপর আপন লোকদের নিকট গিয়ে তাদের নামায পড়াতেন।
(মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি ঘরে ফরয নামায আদায় করার পর মসজিদে জামায়াত হতে দেখলে তার কি করা কর্তব্য? এ সম্পর্কীয় যাবতীয় হাদীস আলোচনা করে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর অনুসারিগণ এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, যদি কেউ প্রথমে একা নামায আদায় করে থাকে এবং ঐ নামায আছর, মাগরিব ও ফজর না হয় অর্থাৎ, জোহর ও এশা হয়, তাহলে সে জামায়াতে পুনঃ নামায আদায় করবে। আর ইহা তার জন্য নফল হবে। আছর ও ফজরের পর নফল পড়া মাক্‌রূহ এবং তিন রাকয়াত কোনো নফল নেই। অতএব, এই তিন সময়ে পুনঃ পড়বে না। পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারিগণ বলেন, আছর, মাগরিব ও ফযর সকল নামাযই দ্বিতীয়বার জামায়াতে আদায় করা যেতে পারে; এমন কি, প্রথমে জামায়াতের সাথে পড়লেও পারবে।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ "সেই নামাযই পড়াতেন।" এবং বোখারীর অপর বর্ণনায় আছে "সেই ফরয নামাযই" পড়াতেন।

ইমাম শাফেয়ীর মতে হযরত মু'আজ (রাঃ) হুজুরের পেছনে ফরযের নিয়ত করেছিলেন। তাঁর পরের নামায ছিল নফল। অতএব, নফল সম্পাদনকারীর পেছনে ফরয সম্পাদনকারীর একতেদা জায়েয। অপরপক্ষে ইমাম আ'জম আবু হানীফার মতে হযরত মু'আয হুযূরের সাথে জামায়াতে পড়ার বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষা করার জন্য তাঁর পেছনে নফলের নিয়তই করেছিলেন। অতএব, তাঁর পরের নামাযই ছিল ফরয। সুতরাং এ হাদীস হতে নফল সম্পাদনকারীর পেছনে ফরয সম্পাদনকারীর একতেদা জায়েয বলে বুঝা যায় না। নফল দুর্বল আর ফরয সবল। অতএব, নফল সম্পাদনকারীর পেছনে ফরয সম্পাদনকারীর একতেদা জায়েয নয়।

✧ নামাযে সংশয় সৃষ্টি হলে মুসল্লির স্মরণ অনুযায়ী নামায পূর্ণ করা—

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহগ্রস্ত হয়, তদ্দরুন তিন রাকয়াত পড়েছে না চার রাকয়াত পড়েছে তা মালুম করতে না পারে তবে সে আর এক রাকয়াত পড়বে এবং বসা অবস্থায়ই সালামের পূর্বে দু'টি সিজ্দা করবে। যে (এক) রাকয়াত সে পড়েছে তা যদি পঞ্চম রাকয়াত হয়ে থাকে, তবে উক্ত দুই সিজদা (ষষ্ঠ) রাকয়াতের পরিবর্তে গণ্য করা হবে (এবং) ঐ নামাযকে জোড় নামাযে পরিণত করবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক'য়াত হয়, তবে দুই সিজদা শয়তানের অপমানের কারণ হবে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ সহু সিজদা—

❑ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক নামাযের দুই রাক'য়াত আমাদের নিয়ে আদায় করলেন। পরে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না। মুক্তাদী লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। পরে তিনি যখন নামায সমাপ্ত করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করতে থাকলাম এ সময় তিনি তাকবীর বললেন। সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বললেন। বসা থাকা অবস্থায় পুনরায় দুইটি সিজদা দিলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। (বুখারী, মুসলিম)

❑ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি এই সন্দেহে পড়ে যায় যে, সে কয় রাক'য়াত পড়েছে-তিন রাক'য়াত না চার রাক'য়াত; তখন সে যেন সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে এবং যে কয় রাক'য়াত পড়েছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয় তার উপর সে যেন ভিত্তি স্থাপন করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে সে যেন দু'টি সিজদা দেয়। সে যদি আসলে পাঁচ রাক'য়াত পড়ে থাকে, তাহলে এই সিজদা দু'টি মিলিয়ে তার নামায জোড়যুক্ত করে দেয়া হবে। আর যদি সে চার রাক'য়াত পূর্ণই পড়ে থাকে, তাহলে এই সিজদা দুটি শয়তানের পক্ষে লাঞ্ছনাকারী ও তার ক্রোধ উদ্রেককারী স্বরূপ হবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

❑ হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ঠিক করতে না পারে এক রাক'য়াত পড়ল কি দুই রাক'য়াত, তখন যেন এক রাক'য়াত পড়েছে বলে মনে প্রত্যয় জাগায়। যদি সন্দেহ হয় যে, দু'রাক'য়াত পড়েছে, না তিন রাক'য়াত তখন দুই রাক'য়াত ঠিক করবে, আর যদি তিন রাকয়াত পড়েছে, না চার রাক'য়াত

তা ঠিক করতে না পারে, তবে যেন তিন রাকয়াত পড়েছে বলে মনকে শক্ত করে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে যেন দু'টি সিজদা দেয়।

✧ নামাযে ভুল-ভ্রান্তি হলে কি করণীয়—

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (এমনও হয়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শয়তান উপস্থিত হয়, অতঃপর তার উপর ওয়াসা ওয়াস সৃষ্টি করে। ফলে সে কত রাকায়াত পড়েছে তা মালুম করতে পারে না। তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে তবে সে যেন বসা অবস্থায়ই দুইটি (সহু) সিজদা করে নেয়। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

❑ হযরত মালেক (রঃ) বলেন যে, তাঁর নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি ভুলে থাকি অথবা ভুলিয়ে দেয়া হয় এজন্য, যেন আমি হুকুম বা বিধান বর্ণনা করি। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ সহো সিজ্দার বিধান—

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে তার নামাযের মধ্যে গোলযোগ ঘটায়। এমন কি সে (কোনো কোনো সময়) বলতে পারে না যে, নামায কয় রাক্য়াত পড়েছে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থা দেখবে সে যেন বসা থাকতে দু'টি সিজদা করে। (মেশকাত শরীফ)

✧ ভুলে নামায পূর্ণ করার পর অথবা দুই রাকয়াত পড়ার পর দাঁড়িয়ে যায়—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদেরকে দুই রাকয়াত নামায পড়িয়ে (আত্তাহিয়্যাতু পড়তে না বসেই) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লিগণও তাঁর সাথে দাঁড়ালেন। তারপর নামায পূর্ণ করলেন এবং আমরা সালামের অপেক্ষায় থাকলাম তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সালামের পূর্বে বসা অবস্থাতেই দু'টি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ দুই রাকয়াত পড়ার পর ভুলবশতঃ কেউ সালাম ফিরালে তার কি করা কর্তব্য—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) দুই রাকয়াত (পড়ে) নামায সমাপ্ত করলেন, তখন যুল-ইয়াদায়ন (রাঃ) সাহাবী তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নামায সংক্ষিপ্ত

করা হয়েছে, না আপনার ভুল হয়েছে? ইহা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করে) বললেন, যুল-ইয়াদায়ন ঠিক বলেছেন কি? লোকেরা বললেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন এবং শেষের দুই রাকয়াত পড়লেন। তারপর (একদিকে) সালাম ফিরিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা করলেন, পূর্বের মত (সিজদা) অথবা তা' হতে দীর্ঘ সিজদা। অতঃপর (পবিত্র) শির উঠালেন, পুনরায় তাক্বীর বলে সিজদায় গেলেন, পূর্বের (সিজদার) মত অথবা তা হতে দীর্ঘ সিজদা, অতঃপর (পবিত্র) শির উঠালেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত আবূ আহমদ (রঃ)-এর পুত্রের মাওলা আবূ সুফইয়ান (রঃ) হতে বর্ণিত-তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদা) আসরের নামায পড়লেন, তিনি (তাতে) দুই রাকয়াতের পর সালাম ফিরালেন। যুল-ইয়াদায়ন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, (আমার মনে হয়) উভয়ের কোনটাই ঘটেনি। যুল-ইয়াদায়ন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একটা কিছু ঘটেছে। (ইহা শুনার পর) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মুখমণ্ডল সাহাবাদের দিকে করলেন এবং জিজ্ঞেস্ করলেন, যুল-ইয়াদায়ন কি ঠিক বলছেন? উপস্থিত সাহাবাগণ বললেন, হাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন। তারপর (একদিকে) সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযে কুরআন পাঠ—

❑ হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায (হয়) নাই। সিহাহ্ সিত্তাহ)

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে লোক যে কোন নামায পড়ল, কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার সে নামায অসম্পূর্ণ-পঙ্গু। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্)

❑ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক রাকয়াত নামাযে যে লোক সূরা ফাতিহা ও সেই সঙ্গে অপর কোন সূরা না পড়ে, তার নামায হয় না।

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম তো অনুসরণ করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে এবং ইমাম যখন কুরআন পড়বে, তোমরা তখন গভীর মনোযোগ সহকারে ও নীরবে তা শ্রবণ কর। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

❑ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিন বলেছেন, যে লোক ইমামের পেছনে নামায পড়ে, ইমামের কুরআন পড়াই তার জন্য যথেষ্ট।

(মুয়াত্তা আবূ হানিফা-উমাদাতুলকারী)

❑ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন্ ধরনের নামায উত্তম? উত্তরে তিনি বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা। (তিরমিযী, আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

❑ হযরত মা'দান ইবনে তালহা আল-ইয়া'মুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুক্ত দাস হযরত সওবান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যার দরুন আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন ও তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আমার জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলেন না। পরে তিনি আমার প্রতি তাকালেন এবং বললেন, বহু সিজদা করা তোমার কর্তব্য। কেননা আমি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দাই আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহ খাতা ক্ষমা করেদেন। (তিরমিযী, আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ)

✧ এশা ও মাগরিব-এর কিরাআত—

মুহাম্মদ ইবনে যুবায়র ইবনে মুত'য়িম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা ওয়াত্তুর পাঠ করতে শুনেছি। (মুয়াত্তাঃমালিক)

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রাঃ) তাঁকে সূরা ওয়াল মুরছালাতে গোরফান পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন; হে বৎস, তুমি এই সূরা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে।

এই সূরাটি সর্বশেষ সূরা যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখে মাগরিবের নামাযে পাঠ করতে আমি শুনেছি। (মুয়াত্তাঃমালিক)

❑ হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রাঃ) যখন একা নামায পড়তেন তখন চার রাকয়াতবিশিষ্ট নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি করে সূরা পাঠ করতেন। আর এমনও হত যে, ফরয নামাযের এক রাকায়াতে দুই তিনটি সুরা এক সাথেও পাঠ করতেন। আর মাগরিবের নামাযে প্রথম দুই রাকয়াতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি করে সূরা পড়তেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ এশা ও মাগরিব-এর কিরায়াত—

হযরত আ'দী ইব্নে সাবিত আনসারী (রঃ) হতে বর্ণিত, হযরত বারা'ইব্নে আযিব (রাঃ) বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এশার নামায পড়েছিলাম। তিনি সে নামাযে সূরা ওয়াত্বিনী ওয়াযয্যাইতুন পড়ছিলেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ কিরায়াত সম্পর্কীয় আহকাম—

❑ হযরত ইব্রাহীম ইব্নে আবদিল্লাহ্ ইব্নে হুনায়ন (রঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াছফার ও কেচ্ছি (পুরুষদেরকে) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, আরও নিষেধ করেছেন পুরুষদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে। রুকূতে কুরআন পাঠ করতেও তিনি নিষেধ করেছেন, (কেচ্ছি রেখাযুক্ত এক প্রকার রেশমী বস্ত্র এবং মুয়াছফার হলুদ বর্ণের বস্ত্র)। (মুয়াত্তাঃমালিক)

❑ হযরত আবূ হাযিম তাম্মার (রঃ) কর্তৃক হযরত বায়াযী (রাঃ) হতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোকের কাছে আগমন করলেন, সেই সময় তারা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে) নামায পড়ছিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে কুরআন পড়ছিলেন; তা দেখে তিনি বললেন; নামাযরত ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে মোনাজাত করে, কাজেই তার খেয়াল রাখা উচিত যে, কিরূপে তার প্রভুর সাথে আলাপ করছে। আর তোমরা শব্দ করে (নামাযে) কুরআন পাঠ করে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো না। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ উম্মুল কুরআন প্রসঙ্গ—

হযরত আলী ইব্নে আবদুর রহমান ইব্নে ইয়াকুব (রঃ) হতে বর্ণিত–আমির ইব্নে কুরায়য-এর মাওলা আবু সাঈদ (রাঃ) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন; রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্নে কা'ব (রাঃ)-কে ডাকলেন, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন হাত তাঁর হাতের উপর রাখলেন, তখন তিনি (উবাই ইব্নে কা'ব) মসজিদের দরজা দিয়ে বের হতে চাইতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন; আমার ইচ্ছা যে, তুমি একটি সূরা জ্ঞাত না হয়ে মসজিদ হতে বের হবে না। সূরাটি এরূপ যে, তার সমতুল্য কোন সূরা 'তওরীত', 'ইন্যীল' এমন কি খোদ 'কুরআন শরীফে'-ও অবতীর্ণ হয়নি। হযরত উবাই (রাঃ) বললেন; তা শুনে সূরাটি জানার বাসনায় আমি ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমি বললাম; হে আল্লাহ্র রাসূল! যে সূরাটি জ্ঞাত করানোর বিষয় আপনি আমাকে বলেছেন তা কোন্ সূরা? তিনি বললেন, তুমি নামায আরম্ভ করার পর কিরূপে কিরআত পড়? হযরত উবাই (রাঃ) বলেন; আমি সূরা ফাতিহা আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন হতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পড়ে শুনালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহাই সে সূরা। (যে সূরার কথা বলেছিলাম) এ সূরার নামই-ছাবয়া মাসানি ওয়াল কুরআনিল আযীম যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ নীরবে যে নামাযে কিরআত পড়া হয় সে নামাযে ইমামের পিছনে কুরআন পড়া—

হযরত আবুস সায়িব মাওলা হিশাম ইবনে যুহরা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, কিন্তু সে নামাযে 'উম্মুল কুরআন' পড়েনি, তার নামায অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-না সম্পূর্ণ।(মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ যাহ্রী নামাযের ইমামের পিছনে কিরায়াত পড়া হতে বিরত থাক—

হযরত ইব্নে উকায়মা লায়সী (রঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দ করে কুরআন পাঠ করা হয়েছে এমন একটি নামায সমাপ্ত করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ এখন (নামাযে) আমার সাথে কুরআন পড়েছো কি? উত্তরে এ ব্যক্তি বললেন, হাঁ, আমি পড়েছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এর পর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি (মনে মনে) বলছিলাম, আমার কি হল কুরআন পাঠে আমার সাথে মুকাবিলা করা হচ্ছে কেন! একথা শুনে লোকেরা (নামাযে ইমামের পিছনে) কুরআন পড়া হতে বিরত হলেন। যে নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দ করে কুরআন পাঠ করেছিলেন, সেরূপ নামাযেই তিনি (কোন সাহাবী কর্তৃক কুরআন পড়তে) শুনেছিলেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ **নামাযের মধ্যে কেরায়াত পড়া—**

হযরত ওসমান ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়েনি তার নামায হয়নি।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে–যে উম্মুল কোরআন এবং ততোধিক কিছু পড়েনি (তার নামায হয়নি) (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ "উম্মুল কোরআন"–সূরা ফাতেহার অপর নাম। এই হাদীস অনুসারে ইমাম শাফেয়ী ও আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল বলেন, নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, ফরয নয়, ওয়াজি। কেননা, কোরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, " কোরআনের যা তোমাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব তা পড়।" অপর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদঈনকে বলেছেন, " কোরআনের যা তোমার জানা আছে তা পড়।" এতে বুঝা গেল যে, কোরআনের যে কোন অংশ পড়লেই-চাই তা সূরা ফাতেহা হউক বা অন্য কিছু, ফরয আদায় হয়ে যাবে, তবে সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায অপূর্ণ থাকবে। সুতরাং প্রথম হাদীসে "নামায হয়নি"–এর অর্থ নামায পূর্ণতা লাভ করেনি।

✧ **নামাযের মধ্যে কোরআনের সিজদা—**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কোরআন পড়ে শুনাতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছতেন তক্‌বীর বলতেন এবং সিজ্‌দা করতেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা করতাম। (আবু দাউদ)

✧ **সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না—**

হযরত আবুস সায়িব 'মাওলা' হিশাম ইব্‌নে যুহরা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিহ ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, কিন্তু সে নামাযে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়েনি, তার নামায অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-না-না তামামা। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ **নামাযে তাশাহ্হুদ পড়ার বিধান—**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বসে তাশাহ্হুদ পড়তেন, ডান হাতকে ডান উরুর উপর এবং বাম হাতকে বাম উরুর উপর রাখতেন, আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন। এসময় তিনি বৃদ্ধা অঙ্গুলীকে মধ্যমা অঙ্গুলীর উপর রাখতেন এবং বাম হাতের কর দ্বারা বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরতেন। (মুসলিম শরীফে)

✧ **নামাযে তাশাহহুদ পাঠ—**

হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে নামায আদায় করতে গিয়ে আমরা বলতাম আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম। এ সময় একদিন রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ হচ্ছেন সালাম। কাজেই তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসবে তখন সে যেন আত্তাহিয়্যাতু পড়ে, বলে, আল্লাহ্র জন্যই সব সালাম সম্বর্ধনা, সমস্ত নামায দোয়া ও সব পবিত্র বাণী। হে নবী! তোমার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং বরকত সর্ববিষয়েই শ্রী-বৃদ্ধি। সালাম ও শান্তি-নিরাপত্তা আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্র সব নেক বান্দার প্রতিও। একথা যখন বলা হবে, তখন এ বাক্যসমূহ আসমান ও জমীনে অবস্থিত আল্লাহ্র সব নেক বান্দার জন্য ইহা যথার্থভাবে পৌঁছবে। (এর পর বলবে) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। অতঃপর যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রার্থনা পেশ করবে।

✧ **নামাযের সামনে দিয়ে গমন করার পরিণাম—**

হযরত আবু জুহাইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাযের সম্মুখ দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি গুনাহ্ হয়, তবে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত, মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা অপেক্ষা। রাবী আবু নযর বলেন, আমি বলতে পারি না যে, আবু জুহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না মাস, না বছর। (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তাহাবী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর এক হাদীস হতে বুঝা যায় যে, এখানে চল্লিশ বছরের কথাই বলা হয়েছে। মুছল্লী আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনে রত থাকে। অতএব, তাদের মধ্য দিয়ে গমন করা সত্যিই অতি কঠিন বেয়াদবী।

✧ **নামাযের সম্মুখ দিয়ে গমনকারীকে বাধা দেওয়ার উপদেশ—**

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কোন জিনিসকে মানুষ হতে আড়ালরূপে দাঁড় করিয়ে নামায পড়তে থাকে, আর কেউ সে আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তখন সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে অমান্য করে

তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা, সে (মানবরূপী) শয়তান। ইহা বুখারী শরীফের বর্ণনা, আর মুসলিম শরীফও এই মর্মে রেওয়ায়েত করেছেন।

(মেশকাত শরীফ)

✧ নামাযে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ ও তার ফযীলত—

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা তাবেয়ী (রহঃ) বলেন, সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে উজ্‌রা (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, (হে আবদুর রহমান!) আমি কি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিব না যা আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আমাকে তা বলে দিন। তখন তিনি বললেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম কিভাবে পাঠ করব তা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। বলুন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি 'সালাত' (দরূদ) কিভাবে পাঠ করব? হুযুর (দঃ) বললেন, তোমরা এরূপ বলবে–হে খোদা! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে খোদা! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও তাঁর পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (মেশকাত শরীফ)

✧ নামাযের পর দোয়া কালাম—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন উচ্চঃস্বরে বলতেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, এই তাঁরই প্রশংসা, তিনি সর্বশক্তিমান। (কারও) কোন উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না। তাঁরই নেয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীন (ধর্মকে) আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি–যদিও কাফেরগণ না-পছন্দ করে।" (মুসলিম)

✧ নামাযে দরূদ পাঠ—

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় এলেন, যখন আমরা হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ)-এর মজলিসে বসেছিলাম। তখন হযরত বশীর ইবনে আদ রাসূলে করীম (দঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা

আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কিভাবে ও কেমন করে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করব? অতঃপর মহানবী রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। তখন আমাদের মনে হল, তাঁকে যে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিছুক্ষণ পর মহানবী রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা বল আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের লোকদের প্রতি দরূদ পৌছাও যেমন তুমি ইবরাহীমের লোকদের প্রতি বরকত দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ প্রশংসিত ও মহান পবিত্র। এর পর সালাম-যেমন তোমরা জান। (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী)

অপর এক হাদীস হযরত ফুদালা ইবনে উবাইদ রাদিইয়াল্লাহু তায়াল আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সে দোয়ায় মহান আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (প্রশংসা) করলোনা এবং মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদও পড়লোনা। যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করে, তার পাক-পবিত্র প্রভুর হাম্‌দ ও সানা দিয়েই নামায শুরু করা উচিত, এরপর মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা উচিত, এরপর নিজের ইচ্ছামতো দোয়া চাওয়া উচিত। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে রিয়াদুস সালেহীন থেকে গৃহীত।

✧ নামাযের সালাম ফিরানোর বর্ণনা —

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকবীরের সময় হাত উঠাতে দেখেছি এবং তিনি ডান ও বাঁম দিকে সালাম ফিরাতেন। (মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা রহঃ)

✧ নামাযের শেষে দোয়া—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সংবাদ জানিয়েছেন যে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে এ দোয়াটি পড়তেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কবর আযাব হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দাজ্জাল মসীহর বিপদসমূহ হতে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপদ হতে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই (খারাপ) পাপ হতে ও ঋণ হতে। একজন লোক রাসূলের নিকট প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূল! ঋণ হতে আপনি অনেক বেশী পানাহ্ চেয়ে থাকেন, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি

বললেন, এক ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, বিরোধিতা করে। (বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

✧ বসে নামায আদায়কারীর নামাযের তুলনায় দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর নামাযের ফযিলত—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কারও নামায যা সে বসা অবস্থায় পড়েছে (সওয়াবের বেলায়) তার দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেকের সমতুল্য। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ নামাযে বসা প্রসঙ্গ—

হযরত মুসলিম ইব্‌নে আবূ মার্‌ইয়াম্ (রঃ) আলী ইব্‌নে আবদুর রহমান মূআ'বী (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) আমাকে দেখলেন, আমি ছোট ছোট কংকর নিয়ে নামাযে খেলা করছি। আমি নামায পড়ে ফিরলে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযে) যেরূপ করেছেন তুমিও সেরূপ করবে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরূপ করতেন? তিনি বলেন 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার জন্য যখন বসতেন, তখন তিনি হাতের পাতা ডান উরুর উপর রাখতেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো সংকুচিত করে নিতেন। অতঃপর ইবহাম-এর (বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববী আঙ্গুল) দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম করতলকে বাম উরুর উপর স্থাপন করতেন, তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপই করতেন। (মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ সওয়ারীর উপর নামায আদায় করা এবং সফরে দিনে ও রাতে নফল পড়া—

হযরত নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) সফরে ফরয নামাযের সাথে অন্য কোন নামায পড়তেন না, আগেও না, পরেও না। অবশ্য তিনি মধ্যরাতে মৃত্তিকার উপর নামায পড়তেন, আর পড়তেন তাঁর উটের হাওদার উপর, উট যে দিকেই মুখ করে থাকুক না কেন। (মুয়াত্তামালিক)

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (রঃ) বলেন, হযরত মালেক (রঃ)-কে সফরে নফল নামায পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, দিনে হোক বা রাতে হোক, নফল নামায পড়াতে কোন ক্ষতি নেই। তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, কতিপয় আহ্‌লে ইল্‌ম সফরে নফল পড়তেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি গাধার উপর নামায পড়তে দেখেছি, তখন গাধাটির মুখ ছিল খায়বরের দিকে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে দীনার (রঃ) কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূললুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে তাঁর সওয়ারীর উপর নামায পড়তেন সওয়ারী যে দিকেই মুখ করুক না কেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (রঃ) বলেছেন, আমি হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক (রাঃ)-কে সফরে গাধার পিঠে নামায পড়তে দেখেছি অথচ গাধাটির মুখ কিবলার দিকে ছিল না, তিনি রুকু সিজদা করতেন ইশারায়, তাঁর ললাট কোন কিছুর উপর রাখতেন না। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ মুসল্লীদের সম্মুখ দিয়ে কারও চলার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা—

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কেউ নামায পড়, তখন সে সময় সামনে দিয়ে কাউকেও হাঁটতে দিবে না; বরং যথাসাধ্য তাকে বারণ করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সে বিরত না হয়, তবে শক্তি প্রয়োগ করবে। কেননা সে অবশ্যই দুষ্ট লোক। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত বুস্‌র ইবনে সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত, হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহনী (রাঃ) তাঁকে হযরত আবূ জুহায়ম (রাঃ)-এর নিকট তা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে পাঠালেন যে, তিনি মুসল্লীর সামনে দিয়ে চলাচলকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কি শুনেছে।

হযরত আবূ জুহায়ম (রাঃ) বললেন, রাসূললুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মুছল্লী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচলকারী জানত যে, এর জন্য তার কি পরিণাম পাপ হবে, তবে সে নিশ্চিত মনে করত যে, মুসল্লী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচল করা অপেক্ষা তার পক্ষে সঠিকভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা অধিক শ্রেয়। আবূন্ নায্‌র বলেন, আমি বলতে পারছি না তিনি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছিলেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ মুছল্লীর সামনে দিয়ে চলার অনুমতি—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, আমি একটি গাধীর উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আমি সে সময় সাবালগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে উপনীত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিনাতে লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি কোন একটি কাতারের মাঝ দিয়ে চললাম,

তারপর (সওয়ারী হতে) অবতরণ করে গাধীকে চড়ার জন্য ছেড়ে দিলাম এবং আমি কাতারে শামিল হলাম। এর জন্য আমাকে কেউ কোন তিরস্কার করেনি। (মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ নামাযের মধ্যে হাত বুলিয়ে কাঁকর সরানো—

হযরত আবূ জাফর কারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি সিজদার জন্য যখন নত হতেন, তখন তাঁর কপাল রাখার স্থান হতে খুব হাল্‌কাভাবে হাত বুলিয়ে কাঁকর সরাতেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ যে সময় (পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি) আবশ্যক পূরণের ইচ্ছা করে সে সময় নামায পড়া নিষেধ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ) তাঁর সহচরদের ইমামতি করতেন। একদিন নামায শুরু হল। সে মুহূর্তে তিনি স্বীয় প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে বাইরে গমন করলেন। অনন্তর (তথা হতে) ফিরলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি; তোমাদের কেউ (পায়খানা-পেশাবের জন্য) ঢালু জায়গায় যাওয়ার মনস্থ করলে তবে নামযের পূর্বে তা সেরে নিবে। (মুয়াত্তা মালিক)

নফল, সুন্নত, কাযা ও কসর নামাযের ফাযায়েল

✧ সুন্নত নামায ও তার ফযীলত

হযরত বিবি উম্মে হাবীবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে এক দিনে-রাতে (ফরয ব্যতীত) বার রাকায়াত নামায পড়বে তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে, চার রাকয়াত জোহরের পূর্বে, দুই রাকয়াত তার পরে, দুই রাকয়াত মাগরিবের (ফজরের) পরে, দুই রাকয়াত এশার পরে দুই রাকায়াত ফজরের ফরজের পূর্বে। (তিরিমিযী)

✧ সুন্নত নামাযের বিবরণ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দশ রাকয়াত সুন্নত স্মরণ রেখেছি। তাহল, যোহরের পূর্বে দুই রাকয়াত, মাগরিবের পরে দুই রাকয়াত বাড়িতে এশার পর দুই রাকয়াত আর ফজরের পূর্বে দুই রাকয়াত।

✧ ফরযের সাথে সাথে সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ পড়ার ফযীলত—

হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীব রামলাহ্ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন মুসলমান যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে

প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকয়াত নফল নামায পড়ে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর তৈরি করেন অথবা (হাদীসের শেষের শব্দগুলো এভাবে বলা হয়েছে) তিনি তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর তৈরি করেন। (মুসলিম)

✧ সুন্নত নামায—

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকয়াত ও তার পরে দুই রাকয়াত নামায পড়তেন। (তিরমিযী)

✧ ফজরের না পড়া সুন্নত—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে লোক ফজরের সুন্নত দুই রাকয়াত (ফরযের পূর্বে) পড়েনি সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে পড়ে নেয়। (তিরমিযী)

✧ ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নত নামাযের ফযীলত—

হযরত আয়েশা রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফযরের দুই রাকয়াত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার ভিতর যা কিছু আছে তার চেয়ে ভাল। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ দু'টি (রাকায়াত) সারা দুনিয়ার চাইতে আমার কাছে প্রিয়।

✧ যোহুরের চার রাকয়াত সুন্নত—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহুরের পূর্বে চার রাকয়াত সুন্নত পড়তে না পারলে তিনি তা ফরযের পরে পড়তেন।

✧ আসরের চার রাকয়াত সুন্নতের ফযীলত—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি (নবী সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকয়াত (সুন্নত) পড়ে আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাছান হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

✧বত্‌রের নামায—

হযরত বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, বিত্‌রের নামায সত্য, যে লোক বেত্‌রের নামায পড়বে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (আবূ দাউদ)

✧ বিত্‌রের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌রের নামাযে রুকূ দেওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন। (ইবনে আবূ শায়বাহ, দারে কুতনী)

✧ কাযা নামায—

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে যাবে, সে যেন তা মনে পড়ার সাথে সাথে আদায় করে নেয়। সেজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। শুধু কাযা নামাযই পড়তে হবে। (কুরআন মজীদে বলা হয়েছে) 'নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য।' (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

✧ কাযা নামায পড়ার পরম্পরা—

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) পরিখা যুদ্ধের দিন কুরাইশ কাফেরদেরকে গালমন্দ করতে লাগলেন এবং বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমি আসরের নামায পড়তে পারিনি, ইতঃমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে। অতঃপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। তখন হযরত উমর (রাঃ) নামায পড়লেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর। তার পরই মাগরিব পড়লেন। (বুখারী)

✧ কসর নামায—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম নামায দুই রাক্‌য়াত করে ফরয করা হয়েছিল। পরে বিদেশ ভ্রমণকালীন নামায এই দুই রাকয়াত-ই বহাল রাখা হয় এবং ঘরে উপস্থিতকালীন নামায সম্পূর্ণ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে কুরআন মজীদের আয়াতঃ 'নামায কসর' করলে তোমাদের কোন দোষ হবে না। যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে' বললাম এখন তো লোকেরা সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হয়েছে (এখন এর ব্যবহারিকতা কি?) তখন তিনি বললেন, তুমি যেরূপ বিস্ময় বোধ করছ, আমিও এই আয়াত সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করছিলাম। পরে আমি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেছেন তা এমন একটি বিশেষ দান, যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে দিয়েছেন অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র এ দান গ্রহণ কর। (মুসলিম)

✧ সফরে নামায 'কসর' পড়া—

হযরত খারিদ ইব্‌নে আসীদ (রাঃ)-এর বংশের জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা সালাতুল খাওফ (ভয়জনিত অবস্থায় নামায) ও সালাতুল হায্‌র (মুকীম অবস্থায় নামায)-এর উল্লেখ কুরআনে পাই, কিন্তু সালাতুস্ সফর (সফরের নামায-এর কথা তো কুরআনে) পাই না? আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের নিকট যখন হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন, তখন আমরা কিছু জানতাম না, ফলে আমরা তাঁকে যেরূপ করতে দেখেছি সেরূপ করে থাকি। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ কত দূরের সফরে নামায কসর পড়া ওয়াজিব হয়—

হযরত নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলে 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে নামায কসর পড়তেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ ইকামত (কোন স্থানে অবস্থানের নিয়ত) না করলে মুসাফির নামায কত রাকয়াত পড়তে—

হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত, ইবনে উমর (রাঃ) মক্কা শরীফে দশ রাত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন এবং নামায কসর পড়েছিলেন। কেবলমাত্র ইমামের সাথে নামায পড়লে তখন ইমামের নামাযের মতই পড়তেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ মুসাফিরের নামায যখন সে ইমাম হন অথবা অন্য ইমামের পিছনে নামায পড়েন—

হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (রঃ) তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন মক্কায় আসতেন তখন তাঁদেরকে দুই রাকয়াত নামায পড়াতেন। (নামায শেষে) বলতেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ কর, কেননা আমরা মুসাফির। নফল, সুন্নত, কাযা, কসর নামায আসলাম তাঁর পিতা হতে তিনি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ সালাতুয যুহা (চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামায)—

হযরত আকীল ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হযরত মাওলা আবু মুররা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে হযরত উম্মুহানী বিন্‌তে আবি তালিব (রাঃ) আবু-মুররা-এর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট রাকায়াত নামায পড়েছেন। তখন তাঁর পরিধানে (সর্বাঙ্গে জড়ানো অবস্থায়) একটি মাত্র কাপড় ছিল। (মুয়াত্তামালিক)

✧ মুসাফির ও মুকীম থাকা অবস্থায় দুই নামায একত্রে পড়া—

হযরত আবুত তুফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাঃ) হতে বর্ণিত-মুআয ইবনে জব্‌ল (রাঃ) তাঁকে বলেছেন তাঁরা তবুকের যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হলেন। (সে সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর, আসর, মাগ্‌রিব ও ইশা একত্রে পড়তেন। (মু'আয) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাযের দেরী করলেন, অতঃপর তিনি আগমন করলেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়লেন। আবার ভিতরে গেলেন, পুনরায় বের হলেন, তারপর মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়লেন। অতঃপর বললেন তোমরা আগামীকাল ইনশা আল্লাহ্ তবুকের ঝর্নার নিকট পৌঁছে যাবে। তোমরা দিনের প্রথমাংশেই সেখানে পৌঁছবে। যে অগ্রে সেখানে পৌঁছে, আমি না আসা পর্যন্ত সে ব্যক্তি যেন তার সামান্যতম পানিও স্পর্শ না করে। অতঃপর আমরা তথায় পৌঁছলাম। কিন্তু আমাদের আগেভাগে তথায় দু'জন লোক পৌঁছে গিয়েছিল। আর ঝর্না হতে অতি সামান্য পানি নির্গত হচ্ছিল। রাসূললুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি এর পানি হতে কিছু স্পর্শ করেছ? তাঁরা উভয়ে হাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে অনেক তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহ্‌র যতটুকু তাঁদের সম্পর্কে বলরেন। তারপর তাঁরা আঁজলা ভরে অল্প অল্প করে কিছু পানি কোন এক পাত্রে জমা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পানিতে তাঁর উভয় হাত ও মুখমন্ডল ধুলেন এবং সে পানি ঝর্নায় নিক্ষেপ করলেন যদ্দরুন ঝর্না হতে ফল্গুধারার মত অনেক পানি উঠতে লাগল। লোকজন ঝর্না হতে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মুয়ায, সম্ভবতঃ তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং তুমি এই ঝর্নার পানি দ্বারা এই স্থানের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হতে দেখবে। (মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ ছফরে কসর নামায পড়ার বিধান—

হযরত ইম্‌রান বিন্ হুছাইন (রাঃ) বলেন, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহি যুদ্ধ করেছি এবং তাঁর সাথে মক্কা বিজয় অভিযানেও হাজির রয়েছি। তিনি মক্কায় ১৮ রাত অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি দুই রাকয়াত ছাড়া (ফরয) নামায পড়তেন না। তিনি মুকীমদেরকে বলে দিতেন হে শহরবাসীগণ, তোমরা (উঠে) চার রাকয়াত পূর্ণ কর। আমরা মুছাফির। (আবু দাউদ)

✧ তাহিয়্যাতুল ওযূ নামাযের ফযীলত—

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের নামাযের সময় বেলালকে বলেন, বেলাল বল দেখি মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন্ কাজ করেছ যার ছওয়াবের আশা তুমি অধিক করতে পার? কেননা; আমি তোমার জুতার শব্দ বেহেশ্‌তে আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি।

তখন বেলাল বললেন; হুজুর, আমি এ ছাড়া এমন কোন কাজ করিনি যা আমার নিকট অধিক ছওয়াবের কারণ হতে পারে ঃ

✧ জানাযার নামায আদায় করার ফযীলত—

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিইলাল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় উপস্থিত হল এমনকি মৃত্যু ব্যক্তির ওপর নামাযও আদায় করে বাড়ী ফিরল, সে এক কীরাত সওয়াব লাভ করল, আর যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হল, এমনকি মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন দেয়া পর্যন্ত উপস্থিত রইল, সে ব্যক্তি দুই কীরাত সওয়াব পেল। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) ! দুই কীরাত কি ? জবাবে তিনি বললেন, দুটি বড় বড় পাহাড়ের সমান। (বুখারী ও তিরমিযী)

✧ জানাযার নামায—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন ও লোকদেরকে জানালেন, যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার স্থানে বের হয়ে এলেন। অতঃপর লোকদের কাতারবন্দী করলেন এবং চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

✧ জানাযার নামায ও দাফনে শরীক হওয়ার ফজিলত—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-লোক কোন মুসলমানের জানাযার সাথে ঈমান ও সচেতনতা সহকারে চলবে এবং তার উপর জানাযার নামায পড়া ও তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে থাকবে, সে দুই 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে। একটি 'কীরাত' ওহুদ পাহাড়ের মত বড়। আর যে জানাযার নামায পড়ে এর দাফনের পূর্বেই চলে আসবে, সে এক 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে। একটি 'কীরাত' ওহদু পাহাড়ের মত বড়। (বুখারী, মুসলিম)

✧ জানাযার নামাযে চার তাকবীর—

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে আরকামা (রাঃ) জানাযা নামাযে চারটি তাকবীর বলতেন। কিন্তু কোন একটি জানাযার নামাযে তিনি পাঁচটি তাকবীর বললেন, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কয়টি তাকবীর বলতেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরিমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

✧ **জানাযার নামায আদয় করার নিয়ম—**

হযরত আবূ আমামা ইবনে সহল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবী সংবাদ দিয়েছেন যে, জানাযার নিয়ম হল, ইমাম সাহেব তাকবীর বলবে ও প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পাঠ করবে নিঃশব্দে ও মনে মনে। এরপর হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করবে ও পরবর্তী তাকবীরসমূহ বলার পর মৃত্যু ব্যক্তির জন্য খালেস দিলে দোয়া করবে। এ তাকবীরসমূহে অন্য কিছু পাঠ করবে না। পরে নিঃশব্দে ও মনে মনে সালাম করবে। (মুসনাদে শায়েয়ী)

✧ **কবরের উপর জানাযা নামায—**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কবরের নিকট গমন করলেন, যাতে রাতের বেলা মুর্দার দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মুর্দাকে কবে দাফন করা হয়েছে? লোকেরা বলল, গত রাতে। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমাকে এ ব্যপারে জানাওনি কেন? তারা বলল আমরা ইহাকে রাতের অন্ধকারের মধ্যে দাফন করেছি। সে সময় আপনাকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করাটা আমরা অপছন্দ করেছিলাম। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে কাতার বাঁধলাম। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর জানাযার নামায আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

✧ **মৃত ব্যক্তির গোসল—**

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে বাকির (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোর্তা পরিহিত অবস্থায় গোসল দেয়া হয়েছে। (মুয়াত্তা মালিক)

হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যার যখন ওফাত হয় তখন আমাদের নিকট এলেন, তারপর তিনি বললেন, তাকে তোমরা গেসা দাও তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক পানি ও কুলপাতা (কুলপাতাসহ গরম পানি) কিছু কর্পূর দাও। তোমরা যখন গোসল সমাপ্ত করবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। অতঃপর আমরা গোসল সমাপ্ত করে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তার ইযার আমাদেরকে প্রদান করলেন এবং বললেন, ইহা তাঁর দেহের সাথে লেপটিয়ে দাও। হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) হাকওয়া দ্বারা তাঁর ইযারকে বুঝিয়েছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ **মুর্দার কাফন প্রসঙ্গ—**

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহুলিয়াহ্ (সাহুল দ্বারা তৈরি) সাদা বর্ণের তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কোর্তা এবং পাগড়ী ছিল না। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, সাহুল তৈরি সাদা রঙের তিনটি কাপড়ে। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পরিধানে যে কাপড় ছিল সে কাপড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আয়েশা! এ কাপড়টি ধর এবং যাতে গেরুয়া রং অথবা জাফরান লেগেছিল, একে ধৌত কর। তারপর অন্য দু'টি কাপড়ের সাথে (মিলিয়ে) এ কাপড়ে আমাকে তোমরা কাফন দিও। (এ কথা শুনে) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইহা কি! নতুন কাপড় কি পাওয়া যাবে না? হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বললেন, মৃত্যু ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত লোকেরই প্রয়োজন বেশী, আর এই কাপড় মৃত্যু ব্যক্তির পুঁজের জন্য। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ **মুর্দার কাফন প্রসঙ্গ—**

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুর্দাকে কোর্তা এবং ইযার পরিধান করাতে হবে। অতঃপর তৃতীয় কাপড় দ্বারা তাকে আবৃত করতে হবে। আর যদি একটি কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় না থাকে তবে একটি কপড়েই কাফন দেয়া জায়েয আছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ **জানাযার আগে চলা —**

হযরত ইব্‌নে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁরা সকলেই জানাযার আগে চলতেন। তাঁদের পরে খলীফাগণ (যুগে যুগে) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাঃ)-ও এরূপ করেছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ **জানাযার পিছনে আগুন নিয়ে চলা নিষেধ—**

হযরত আস্‌মা বিন্‌তে আবূ বকর (রাঃ) নিজের পরিবারের লোকদেরকে বলেছেন, আমার মৃত্যু হলে আমার কাপড়কে (কাফন) খোশবু মুক্ত করিও, তারপর আমার দেহে হানূত (কাপূর, মিশ্‌কে আম্বার ইত্যাদি দ্বারা তৈরি এক প্রকারের

খোশবু) লাগাবে। কিন্তু হানূত আমার কাফনে ছিটাবে না, আর আগুন সাথে নিয়ে আমার পিছনে চলিও না। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ জানাযার নামাযে মুছল্লী যা পড়বেন—

হযরত আবূ সাঈদ মাক্বুরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা জানাযার নামায কিভাবে আদায় করবেন সে ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের স্থায়িত্বের কসম, আমি তোমাকে (তার নিয়ম) শিখিয়ে দিব। আমি মৃত্যু ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের সাথে জানাযার সাথে চলি। জানাযা যখন রাখা হয়, আমি তখন তাকবীর বলি এবং আল্লাহ্ পাকের হামদ্ ও তাঁর নবী (দঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করি। তারপর বলি আল্লাহুম্মা ইন্নাহু আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা কানা ইয়াশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়া আন্না মুহাম্মদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা ওয়া আন্‌তা আরামু বিহী আল্লাহুম্মা ইন্ কানা মুহ্‌ছেনা ফাজেদ ফি এহ্‌ছানেহী ওয়া ইন্‌কানা মছিয়ান ফাতাজাওয়াল আনহু ছাইয়াতিনী আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আয্‌রাহু ওলা তাফতিন্না বা'দাহু। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ ফজর ও আসর নামাযের পর জানাযার নামায আদায় করা—

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আবি হারমালা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত যয়নব বিনত আবি সালমা (রাঃ)-এর যখন মৃত্যু হয়, তখন হযরত তারিক (রঃ) মদীনার আমীর ছিলেন। তাঁর জানাযা আনা হল ফজর নামাযের পর, জানাযা বকীতে রাখা হল, আর হযরত তারিক (রঃ) খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করতেন। হযরত ইব্‌নে আবি হারমালা (রঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ)-কে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি তোমরা তোমাদের জানাযার নামায এখন আদায় করে নাও অথবা জানাযা রেখে যাও, সূর্য উর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ ফজরের ও আসরের পর জানাযার নামায পড়া—

হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আবুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলেন, আসর নামাযের পর এবং ফজর নামাযের পর জানাযার নামায আদায় করা যেতে পারে, যদি উভয় ওয়াক্তের নামায যথাসময়ে পড়া হয়ে থাকে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ মসজিদে জানাযার নামায পড়া—

হযরত আবূন নযর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর যখন মৃত্যু হয়, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদের ভিতরে তঁর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর (সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাসের) জন্য দোয়া করতে পারেন। লোকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই কাজের সমালোচনা করলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, লোক কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুহায়ল ইব্‌নে বয়যা (রাঃ)-এর জানাযার নামায মসজিদেই আদায় করেছিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ জানাযার নামাযের বিবিধ আহকাম—

হযরত মালেক (রঃ) বলেন, তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, হযরত উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) মদীনায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাযার নামায (একত্রে) আদায় করতেন। তখন তাঁরা পুরুষদেরকে (লাশ) ইমামের নিকট, স্ত্রীলোকদেরকে (লাশ) কিবলার কাছে রাখতেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলতেন, ওযূ ছাড়া কোন লোক যেন জানাযার নামায আদায় না করে। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন—

হযরত মালিক (রঃ) বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পেয়েছেন সোমবার দিন এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছে মঙ্গলবার দিন, আর লোকে তাঁর (জানাযার) নামায পড়েছেন পৃথক পৃথক ভাবে; কেউ তাঁর ইমামতি করছিলেন না। অতঃপর কিছু লোক বলেন, তাঁকে মিম্বরের নিকট দাফন করা হোক; কেউ বলেন, জান্নাতুল বকী'তে দাফন করা হোক। ইর্তিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কখনও কোন নবীকে দাফন করা হয়নি, যে জায়গায় যে নবী ওফাত পেয়েছেন সে জায়গা ব্যতীত। অতঃপর সে জায়গায় (অর্থাৎ তাঁর হুজরা শরীফে) তাঁর কবরস্থান নির্ধারণ করা হয়। তাঁকে যখন গোসল দেওয়ার সময় হয় এবং লোকে তাঁর কোর্তা খোলার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন তাঁরা আওয়ায শুনতে পেলেন–কেউ বলছেন, কোর্তা খুলিও না। তারপর কোর্তা খোলা হয়নি। ফলে কোর্তা তাঁর (পবিত্র) দেহেই ছিল। সে অবস্থায়ই তাকে গোসল দেওয়া হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ জানাযার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া ও কবরের উপর বসা—

হযরত আলী ইব্‌নে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াতেন, পরবর্তী সময়ে তিনি দাঁড়াতেন না বরং বসে থাকতেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা নিষেধ—

হযরত জাবের ইব্‌নে আতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-কে রোগশয্যায় দেখতে পেলেন। তাঁকে রোগে কাহিল অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তিনি তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না, তখন মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন' পাঠ করলেন এবং বললেন, হে আবূ রাবী! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাস্ত হলাম। স্ত্রীলোকেরা তখন চীৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে লাগল। হযরত জাবির ইব্‌নে জাতিক (রাঃ) তাদেরকে বারণ করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে ছাড়, যখন সময় আসবে তখন কোন ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন করবে না। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সময় আসার অর্থ কি? মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন মৃত্যু হবে। এহা শুনে তাঁর কন্যা মৃত্যু পিতাকে বললেন, আল্লহ্‌র কসম, আমি আশা করেছিলাম আপনি শহীদ হবেন। কারণ আপনি (জিহাদে) আসার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁর নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য সওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তোমরা শাহাদাত কাকে গণ্য করে থাকে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়াকে। মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ সাত প্রকারের, যথা–তাউনে (মহামারীতে) যে মৃত্যু বরণ করেছে সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, নিউমোনিয়া রোগে যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, কিছু চাপা পড়ে যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যে মহিলা মারা গেছে সে মহিলা শহীদ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদতে নিষেধ করা—

হযরত আম্‌রা বিন্‌তে আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁর নিকট উল্লেখ করা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলেন, জীবিত ব্যক্তির ক্রন্দনের কারণে মৃত্যু ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়। এহা শুনে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বললেন, হযরত আবু আবদুর রহমান (রাঃ)-কে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করুন। এহা সত্য যে, তিনি মিথ্যা বলেননি। অবশ্য তিনি ভুলে গিয়েছেন অথবা ভুল করেছেন। ঘটনা এই যে এক ইহুদী মহিলার (কবরের) পাশ দিয়ে একদা মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন, তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কাঁদছিল, তখন মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা তার জন্য কাঁদছে অথচ তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের কারও তিনটি সন্তানের মৃত্যু হলে তাকে (জাহান্নামের) আগুনে স্পর্শ করবে না। তবে কসম হালাল হওয়া পরিমাণ সময় অর্থাৎ অতি অল্প সময় অথবা জাহান্নামের উপর দিয়ে (পুলসিরাত) অতিক্রম করা কালিন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

❑ হযরত আবুন নায্‌র সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; মুসলমানদের কারও যদি তিনটি সন্তান মারা যায়, অতঃপর সে যদি তদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সন্তান তার জন্য (জাহান্নামের) আগুন হতে (রক্ষার) ঢাল স্বরূপ হবে। তারপর মহাবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জনৈকা মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) ! দু'টি সন্তানের মৃত্যু হলেও কি ? তিনি বললেন, দু'টি সন্তানের (মৃত্যু হলেও)। (মুয়াত্তা মালিক)

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; সর্বদা মুমিনের উপর মুসীবত পৌঁছে থাকে, তার সন্তান ও আত্মীয়দের (মৃত্যু ও রোগের) কারণে। এমন কি এভাবে সে আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হয় নিষ্পাপ অবস্থায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

❑ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানগণ তাদের মুসীবতসমূহে সান্তনা লাভ করবে আমার মুসীবত দ্বারা। অর্থাৎ, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুসীবতসমূহ দেখে।

(মুয়াত্তাঃ ইমাম মালিক)

❑ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার (উপর) কোন মুসীবত পৌঁছে, অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন তাকে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন সেরূপ বলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন-আল্লাম্মা আযিরনী ফি মুসিবাতি ওয়া আকবেনী খায়রাম্মিনহা তবে আল্লাহ্ তার সাথে সেরূপ করবেন। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবূ সালমা (রাঃ)-এর ওফাতের পর আমি উক্ত দোয়া পাঠ করলাম, আর বললাম, হযরত আবূ সালমা (রাঃ) হতে ভাল কে আছেন? ফলে তার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক আমাকে

তাঁর হাবীব মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। (মুয়াত্তা মালিক)

❑ হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রীর ইন্তিকাল হয়। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজী (রাঃ) আমাকে তাঁর (মৃত্যু) উপলক্ষে সান্ত্বনা দিতে আমার বাড়ী এলেন। তিনি আমাকে বললেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিলেন আলেম, তিনি ইবাদত গুযার, মুজতাহিদ, শরীয়তের মাসায়ালায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এক স্ত্রী ছিল, তাঁদের উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। (ঘটনাক্রমে) তার সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাতে তিনি খুব মর্মাহত ও ব্যথিত হলেন। এমন কি তিনি নিজেকে একটি গৃহে অন্তরীণ করে ফেললেন এবং লোক জনের সংশ্রব বর্জন করলেন। অতঃপর কোন লোক তাঁর নিকট যেত না। জনৈকা মহিলা এ বৃত্তান্ত শুনে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, তাঁর কাছে আমার একটি বিষয় জানার আব্যকতা রয়েছে, যে বিষয়টি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তাঁর সাথে সামনা-সামননি না হলে আমার এই অবাশ্যক পূর্ণ হবে না। (তাঁর গৃহদ্বার ত্যাগ করে) সব লোক চলে গের, কিন্তু উক্ত মহিলা তাঁর দ্বারে রয়ে গেলেন এবং বললেন তাঁর নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। একজন লোক সে ব্যক্তির নিকট বলল, এখানে একজন মহিলা আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছুক, তিনি বলছেন, আমি তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী মাত্র। সব লোক চলে গেছে; কিন্তু তিনি দরজা ছাড়ছেন না। তিনি বললেন, তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। (অনুমতি পেয়ে সে মহিলা) প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমি আপনার নিকট একটি বিষয় জানতে এসেছি। তিনি বললেন, সে বিসয়টি কি ? (মহিলা) বললেন, আমার প্রতিবেশীর নিকট হতে আমি একটি গহনা ধার নিয়ে ছিলাম। অতঃপর আমি তা পরিধান করতাম এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা অন্য লোকদেরকে ধার-স্বরূপ দিতাম।

অতঃপর তারা তার (ফেরত দেয়ার) জন্য আমার নিকট লোক পাঠালেন। আমি তা ফেরত দিব কি ? তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহ্র কসম। মহিলা বললেন, সে গহনাটি যে বেশ কিছুদিন আমার কাছে ছিল। তিনি বললেন, এজন্য আরও বেশী উচিত যে, তুমি তা তাঁদের নিকট ফেরত দাও, তাঁরা এতকাল পর্যন্ত তোমাকে ধার দিয়েছেন। তখন উক্ত মহিলা বললেন ওহে! আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাক দয়া করুন, আপনি আফসোস করতেছেন এমন বস্তুর উপর যা আল্লাহ্ পাক আপনাকে ধার দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তা গ্রহণ করেছেন আপনার নিকট হতে। অথচ তিনি তার হকদার বেশী আপনি অপেক্ষা। তবে ভেবে দেখুন আপনি কোন হালতে আছেন। আল্লাহ্ পাক এই মহিলার উপদেশ দ্বারা তাঁকে উপকৃত করলেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ **জানাযার তাকবীরের মাসয়ালা—**

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেদিন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে তিনি নামাযে গমন করেছেন, অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধ দাড় করেছেন এবং চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করেছেন।

✧ **জানাযার নামাযে কিরায়াত পাঠ করা—**

হযরত নাফি' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) জানাযার নামাযে কোন কিরয়াত পাঠ করতেন না।

✧ **শহীদ পাঁচ প্রকার—**

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কোন পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত (বৃক্ষের) শাখা দেখতে পেয়ে সে তা অপসারিত করল। আল্লাহ্ তায়ালা তার এই কার্য গ্রহণ করলেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ

(১) প্লেগাক্রান্ত বা (মহামারীতে মৃত),
(২) পেটের পীড়ায় মৃত,
(৩) যে পানিতে ডুবে মরেছে,
(৪) ভূমিকম্পে কিছু চাপা পড়ে যার মৃত্যু হয়েছে এবং
(৫) আল্লাহ্র পথে যে ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

নামাযের সুন্নতসমূহের বিধান

❐ নামাযের নিয়ত করার সময় পুরুষের জন্য দুই হাত কান পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।

❐ হাত উঠানোর সময় দুই হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী করা এবং স্বাভাবিকভাবে আঙ্গুল যতটুকু খোলা থাকে ততটুকু খোলা রাখা। নিজ (ইচ্ছায় আঙ্গুলসমূহ না খোলা বা মিলিয়ে না রাখা।)

❐ পুরুষের জন্য আল্লাহু আকবার বলে এমনভাবে নাভীর নিচে হাত বাঁধা যেন বাম হাত ডান হাতে নিচে থাকে এবং মহিলাগণ অনুরূপভাবেই সিনার উপরে বাম হাতের উপরে ডান হাত বাঁধবে।

❒ শুধুমাত্র প্রথম রাকয়াত সম্পূর্ণ সানা, অর্থাৎ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা হতে লা-ইলাহা গায়রুক' পর্যন্ত পাঠ করা।

❒ শুধুমাত্র প্রথম রাকয়াতে ইমাম অথবা মুনফারিদ বা একাকী নামায আদায়কারীর "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পাঠ করা।

❒ প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করতে হবে।

❒ প্রতিবার সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করে অনুচ্চ শব্দে 'আমীন' বলা।

❒ সূরা ফাতেহার পাঠ করার পর অন্য সুরা মিলানো ওয়াজিব। আর রুকুতে যাওয়ার সময় "আল্লাহু আকবার" বলা।

❒ রুকুর করার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলোকে বিস্তৃত করে হাঁটু ধরা।

❒ রুকুতে এমনভাবে ঝোঁকা যেন, মাথা, কোমর এবং নিতম্ব তক্তার মত এক বরাবর হয়ে যায় এবং পায়ের গোছাকেও সোজা রাখা। এ নিয়ম পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য শুধু এতটুকু ঝোঁকা আবশ্যক যাতে তাদের হাত ভালভাবে হাঁটু পর্যন্ত পৌছে যায়। তারা আঙ্গুলসমূহকে হাঁটুর উপর মিলিয়ে রাখবে।

❒ রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাছবিহ অর্থাৎ "সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'যীম" পাঠ করা।

❒ রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুনফারিদের "সামিআল্লাহু লিমান-হামিদাহ্" বলতে হবে এবং মুক্তাদী ও মুনফারিদের রব্বানা লাকাল হামদ্ বলতে হবে।

❒ রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কোন কোন ওলামা এটাকে ওয়াজিবও বলে থাকেন।

❒ সিজ্দায় যাওয়ার সময় "আল্লাহু আকবার" বলতে হবে।

❒ এমনভাবে সিজদাহ্ করা সুন্নত যে, দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে মাটিতে হাঁটু ঠেকাবে। তারপর দুই হাতের পাঞ্জা এতটুকু দূরত্ব বজায় রেখে মাটির উপর রাখা যেন মাথা দুই পাঞ্জার মধ্যবর্তী স্থানে হয় এবং নাক ও কপাল মাটির সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যেন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতির নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং নাক ও কপাল উভয়ই জমিনের সাথে লেগে যায়।

❒ সিজদার যাওয়ার সময় দুই হাতের আঙ্গুলসমূহকে মিলিয়ে ক্বিলামুখী করে রাখা এবং অনুরূপ দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহকেও ক্বিলামুখী রাখতে হবে।

❒ সিজদার সময় পুরুষের হাতের কলাই (কব্জার উপরিভাগ) মাটি হতে পৃথক রাখতে হবে এবং বাহুদ্বয়কে পাঁজড় থেকে পৃথক রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের মাটির সাথে সিনা লাগিয়ে সিজ্দা করতে হবে।

❒ সিজ্দায় কমপক্ষে তিনবার "সুব্হা-না রাব্বিয়াল আ'লা" বলা অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার যে কোন বেজোড় সংখ্যায় বলা উত্তম।

❒ সিজ্দাহ্ থেকে মাথা উঠানোর সময় "আল্লাহু আকবার" বলতে হবে।

❒ প্রথম সিজদাহ্ থেকে উঠে বাম পা' বিছিয়ে তার উপর বসে ডান পা' খাড়া করে আঙ্গুলসমূহ ক্বিলামুখী রাখতে হবে এবং হাতের পাঞ্জা রানের উপর এমনভাবে রাখতে হবে, যেন হাতের আঙ্গুলসমূহের মাথা স্বাভাবিকভাবেই হাঁটু বরাবর হয় এবং ক্বেবলামুখী থাকে।

❒ সিজ্দা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল ও নাক উঠিয়ে দু'হাত, দু'হাঁটুর উপরে রেখে সোজা হয়ে বসে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজ্দায় যাওয়া।

❒ যেভাবে প্রথম সিজদার সুন্নতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে ঐ ভাবে দ্বিতীয় সিজ্দায় যাওয়া। (অবশ্য সিজ্দাহ করা ফরয)

❒ সিজ্দা থেকে উঠার সময় প্রথম সিজ্দার অনুরূপভাবে মস্তক উঠিয়ে, দু'হাত দু'হাঁটুর উপরে রেখে পায়ের পাঞ্জার উপর ভর দিয়ে না বসে সোজা দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে দুই সিজ্দা আদায় করার পর প্রথম বৈঠকে বসা এবং যেভাবে প্রথম সিজ্দাহ্ থেকে বসার কথা বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই সুন্নত তরীকায় প্রথম বৈঠকে বসা ও আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। যখন আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা পর্যন্ত পৌছবে তখন শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা। ইশারার সময় ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং তার সাথের দুই আঙ্গুলকে হাতের পাতার দিকে মুড়িয়ে মিলিয়ে রাখা এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা গোল হালক্বা বানানো এবং 'লা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করা ও ইল্লাল্লাহ বলে নীচে নামিয়ে ফেলা এবং ডান হাতকে শেষ পর্যন্ত ওভাবেই বন্দন অবস্থায় রাখা। আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া।

❒ ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে না। ফরয নামায ছাড়া বাকি নফল, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ ও গায়রে মুয়াক্কাদাহ্, বিতের এই সব নামাযে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করা ওয়াজিব।

❒ মেয়েলোকেরা যখন আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার জন্য বসবে তখন তাদের দুই পা ডান দিকে বিছিয়ে দিবে এবং বাম নিতম্বকে জমিনের উপর ভর দিয়ে বসে পড়বে।

❒ শেষ বৈঠকেও আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় (যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঐভাবে ইশারা করবে)। আত্তাহিয়্যাতুর পাঠ করার পরর দুরূদ শরীফ পাঠ করা এবং কুরআন ও হাদীস শরীফে যে দোয়ার কথা উল্লেখ আছে এমন কোন দোয়া পাঠ করে ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতে হবে।

❒ উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় ইমাম সাহেবের মনে মনে এ নিয়্যত করতে হবে যে, উভয় দিকের সমস্ত ফেরেশতা এবং মোক্তাদিগণকে সালাম করছি, আর যে দিকে ইমাম আছে সে দিকে ইমামকেও নিয়তের মধ্যে শামিল করে নেয়া।

❒ ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের তুলনায় ডান দিকের সালাম কিছুটা উচ্চস্বরে এবং বাম দিকের সালাম কিছুটা নিচু স্বরে বলবেন।

❒ মুক্তাদি ইমাম সাহেবের সাথেই সালাম ফিরাবে দেরী করবে না।

❒ যে ব্যক্তি এক বা একাদিক রাকয়াত জামায়াতের সাথে পেল না তাকে মাস্‌বুক বলা হয়।

❒ মাস্‌বুক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর সময় দ্বিতীয় সালাম পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মাস্‌বুক ব্যক্তি উঠে বাকী নামায পুরা করবে। (নুরুল ইজ়াহ)

নামায

কোর্‌আনে হাকীম

✧ আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (আল-বাক্বারা-২ ঃ ৪৩)

✧ ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (আল-বাক্বারা-২ ঃ ৪৫, ৪৬)

✧ আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাট করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্বরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ পাক জানেন তোমরা যা কর। (সূরা, আন্‌কাবুত ঃ ৪৫)

✧ তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। (আল-কুর্‌আন, ২ ঃ ১১০)

✧ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (আল-কুর্‌আন, ২ ঃ ২৭৭)

✧ আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে আমার এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।

(আল-কুর্‌আন, ৫১ ঃ ৫৬)

✧ (হে নবী) আপনি আপনার পরিবারস্থ সবাইকে নামাযের আদেশ দিন এবং আপনি নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাইনা। রিযিক ত আপনাকে আমিই দিব, আর সর্বোত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর জন্যই। (আল-কুরআন, ২০ ঃ ১৩২)

✧ আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐ দিন আসার আগে, যে দিন কোন বেচাকেনা নাই এবং বন্ধুত্বও নাই। (ইব্‌রাহীম-১৪ ঃ আয়াত, ৩১)

✧ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (হজ্ব-২২ ঃ আয়াত, ৭৭)

✧ নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (আন্-নূর-২৪ ঃ আয়াত, ৫৬)

✧ অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (মাউন-১০৭ ঃ আয়াত, ৪-৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

✧ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কারো দরজায় একটি গভীর প্রবাহিত নহর রয়েছে এবং সে ব্যক্তি উক্ত নহরে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে।

✧ যে ব্যক্তি দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে, আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

✧ আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় কাজ হল নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা। (বুখারী, মুসলিম)

✧ ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্ব করা। ৫. রমজান মাসের রোজা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

✧ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ৪০ দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াতের সাথে নামায পড়বে তার জন্য দুটি পরওয়ানা লেখা হয়। একটি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ও অপরটি মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকার। (তিরমিজি)

✧ যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটে গেল তার যেন পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ সব কিছুই কেড়ে লওয়া হল। (ইবনে হাব্বান)

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ

● কেয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসেব নেয়া হবে। ● নামায শ্রেষ্ঠ জেহাদ। ● নামায মুমেনের নূর। ● আল্লাহ মানুষকে সেজদায় রত অবস্থায় দেখতে অধিক ভাল বাসেন। ● সেজদায় ব্যবহৃত অঙ্গকে আল্লাহ পাক আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ● নামায বেহেশতের চাবি। ● আল্লাহ পাকে নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া। ● ওয়াক্ত মত নামায পড়া সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। ● নামায গোনাহ্ সমূহকে শুকনা পাতার মত ঝরিয়ে ফেলে।

নামাযের বিভিন্ন অংশের ফজিলত

তাক্বীরে উলা	নামাযের জন্য প্রথম তাকবীরে শরীক হওয়া ঃ	দুনিয়ার মধ্যে যা' কিছু আছে, সবকিছুর চেয়ে উত্তম।
কেরাত	নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ ঃ	প্রতি হরফে-বসে পড়লে ৫০ নেকী, দাড়িয়ে পড়লে ১০০ নেকী।
কেয়াম	যতক্ষণ বান্দা নামাযে দাঁড়া থাকে ঃ	তার মাথার উপর বৃষ্টির ন্যায় রহমত বর্ষিত হতে থাকে।
রুকু	নামাযী যখন রুকুতে যায় ঃ	তখন তার নিজের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার ছওয়াব পায়।

সেজদাহ	নামাযী যখন সেজদাহ করে ঃ	সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের সংখ্যার সমান ছাওয়াব।
আত্তাহিয়্যাতু	নামাযী যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসে ঃ	তখন সে হযরত আইউব ও হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত ছবরকারীদের ছাওয়াব পায়।
ছালাম	নামাযী নামায শেষে যখন সালাম ফিরায় ঃ	তার জন্য বেহেশতের ৮টি দরওয়াজা খুলে যায়।

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আল্লাহ পাক পবিত্র কোর্‌আনের আরো বহু আয়াতে নামায সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনি ভাবে নামাযের তাগিদ ও ফজিলতের বর্ণনা সহ আরো বহু হাদীস রয়েছে। কোর্‌আন ও হাদীসের এ সব পবিত্র বাণী থেকে আমরা নামাযের অসীম গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জানতে পারি।

আসুন আমরা সবাই আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি তথা আযাব ও গজবের পরিবর্তে তাঁর সন্তুষ্টি ততা অশেষ রহমত ও পুরস্কারের আশায় যথাযথভাবে নামায কায়েম সহ তাঁর সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট হই।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে ওয়াক্ত মত, যথা নিয়মে, খুশু-খুযু ও হুযূরে-কালব-এর সাথে নামায পড়ার তাওফিক দান করুন।-আমীন।

"আমি যিকিরকারী হবো, আমি নামাযে দাঁড়াবো,
রহমতের বৃষ্টি আমার মাথাতে ঝরাবো।"
"আমি যিকিরকারী হবো, আমি নামাযী রহিবো,
পাপ-রাশি পাতার মত ঝড়ায়ে ফেলবো।"

নামাযে আমরা কি পড়ি ?

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির্‌ রাহীম

	নামাযের অবস্থান	যা পড়ি	অর্থ
১	নামাযের জন্য জায়নামাজে দাড়িয়ে পড়ি-**'জাযনামাযের দোয়া'** ঃ	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাতারাচ্ছামাওয়াতে ওয়া আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা-আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন।	নিশ্চয়ই আমি তাঁর দিকে মুখ করলাম, যিনি আকাশ পাতাল সৃষ্টি করেছেন, আমি অবশ্যই মোশরেক-গণের দলভুক্ত নই।
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি-'ছানা' ঃ	সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।	হে আল্লাহ্ আমি তোমারই পবিত্রতার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমারই গৌরব উচ্চতম এবং তুমি ছাড়া উপাস্য নাই।

৩	ও 'তা' আউয'- ঃ	আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির্ রাজিম।	অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি 'তাস্মিয়াহ্' ঃ	বিস্ইমল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম।	পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)
৫	ও 'সুরা-ফাতিহা' ঃ	আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আররাহ্মানির্ রাহীম। মা-লিকীয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাসতায়ীন। ইহ্দিনাছ ছীরাত্বল মুস্তাক্বীম। সীরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহীম। গাইরিল মাগ্দুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লিন আমীন।	সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। তিনি অতিশয় মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সকল লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন।
৬	ফরজ নামাযের প্রথম দু' রাকায়াতে ও অন্য নামাযের সকল রাকাযাতে পড়ি ঃ সুরা	সূরা ফাতিহা, ছাড়া যে কোন সূরা বা সূরার অংশ (কম পক্ষে ৩টি ছোট আয়াত বা উহার সমান) [বিস্মিল্লাহ্ সহ]	৭
৭	'আল্লাহু আক্বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি- 'রুকুর তছবীহ্' ঃ	সুব্হানা রাব্বিয়াল আযীম। (৩, ৫ বা ৭ বার)	মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি 'তাহ্মীদ' ঃ	রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ।	হে আমার প্রতিপালক, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।
৯	'আল্লাহু আক্বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি 'সেজদার তাছবীহ্' ঃ	সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা। (৩, ৫ বা ৭ বার)	সেষ্ট্র প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

১০	'আল্লাহু আক্বার' বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মগ্ ফির্লী ওয়ার্হামনী ওয়ারযুক্নী ওয়াহ্দিনী।	হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে মার্জনা কর, দয়া কর, আহার দান কর এবং সৎপথে চালাও।
১১	'আল্লাহু আক্বার' বলে দ্বিতীয় সেজদায় গিয়ে পড়ি 'সেজদার তাছবীহ্' ঃ	সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা (৩, ৫ বা ৭ বার)	মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।
১২	২ রাকায়াত নামাযের বৈঠকে এবং অন্য নামাযের ১ম ও শেষ বৈঠকে পড়ি- আত্তাহিয়াতু ঃ	আত্তাহিয়্যাতুলিল্লাহি ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু-আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লা-হিচ্ছালিহীন। আশ্হাদু আল্লা ইলা হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।	আমার আন্তরিক ও মৌখিক যাবতীয় প্রশংসা, শারীরিক ও আর্থিক সমুদয় বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই। হে নবী ! আপনার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি আপনার অশেষ শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।
১৩	যে কোন নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি— 'দরূদ' ঃ	আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।	হে আল্লাহ্ আপনি মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষন করুণ যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষন করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ্ আপনি মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাজিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সন্মানীয়।
১৪	ও 'দোয়া মাছুরাহ' ঃ	আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসিরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন্ ইন্দিকা ওয়ারহামনী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর্ রাহীম।	হে আল্লাহ্, আমি আমার নিজের প্রতি বড়ই জুলুম করেছি এবং আপনি ছাড়া কেউ পাপসমূহ মাফ করতে পারবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীলও অনুগ্রহকারী।

১৫	দোয়া মাছুরার পরে, ডানে বাঁয়ে **'সালাম'** দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি।	অস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ।	আপনাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

দুই রাকায়াত ফরজ, সুন্নত বা নফল নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়ি ?

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য জায়নামাযে দাড়িয়ে পড়ি- 'জায়নামাযের দোয়া'ঃ	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু....	
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- **'সানা'** ঃ	সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা	
৩	ও **'তা' আউয'** ঃ	আউযুবিল্লাহি...	
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি **'তাস্মিয়াহ্'** ঃ	বিস্মিল্লাহির...	বিস্মিল্লাহির...
৫	ও **'সূরা-ফাতিহা'** ঃ	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের উভয় রাকায়াতে পড়ি ঃ **সূরা** ঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ
৭	'আল্লাহু আক্বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি-**'রুকুর তসবীহ্'** ঃ	সুব্হানা রাববি ইয়্যাল আযীম	সুব্হানা...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি **'তাহ্মীদ'** ঃ	রাব্বানা লাকাল হামদ	রাব্বানা...
৯	'আল্লাহু আক্বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তাসবীহ্'** ঃ	সুব্হানা রাববিয়্যাল আ'লা	সুব্হানা...আ'লা
১০	'আল্লাহু আক্বার' বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী...	আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী...
১১	'আল্লাহু আক্বার' বলে ২য়-সিজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তসবীহ্'** ঃ	সুব্হানা....আ'লা	সুব্হানা...আ'লা
১২	২য়-রাকায়াতের ২য় সিজদার পরে বসে পড়ি **'আত্তাহিয়্যাতু'**		আত্তাহিয়্যাতু

১৩	আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি ঃ **'দূরূদ'**		দরূদ
১৪	ও **'দোয়া মাসুরাহ'** ঃ		দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাসুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি।		সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাঁড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।

৩ রাকায়াত নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়ি ?

(মাগরিবে ৩ রাকায়াত নামায ফরজ এবং বেতেরের ৩ রাকায়াত নামায ওয়াজিব)

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি	৩য় রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য জায়নামাযে দাড়িয়ে পড়ি-১জায়নামাযের দোয়া'ঃ	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু ...		
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি-'সানা' ঃ	**সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা** ---		
৩	ও **'তা' আউয'** ঃ	আউযুবিল্লাহি		
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি **'তাস্মিয়াহ্'** ঃ	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির	বিস্মিল্লাহির
৫	ও 'সূরা-ফাতিহা' ঃ	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের প্রথম দু' রাকযাতে পড়িঃ সূরাঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ	***
৭	'আল্লাহু আক্বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি-**'রুকুর তাসবিহ্'** ঃ	সুব্হানা... আযিম	সুব্হানা ....আযিম	সুব্হানা ...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি 'তাহ্মীদ'	রাব্বানা...	রাব্বানা...	রাব্বানা...
৯	'আল্লাহু আক্বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তাসবীহ্'**ঃ	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা
১০	'আল্লাহু আক্বার' বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মগ্ ফিরলী...	আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী...	আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী...
১১	'আল্লাহু আক্বার' বলে ২য়-সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তাসবীহ্'**ঃ	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা

১২	২য় ও ৩য় রাকায়াতের সেজদাদ্বয়ের পরে বসে পড়ি **'আত্তাহিয়াতু' ঃ**		আত্তাহিয়্যাতু **	আত্তাহিয়্যাতু
১৩	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি-'দরূদ'			দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাছুরার পরে, ডানে বাঁয়ে **'সালাম'** দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি।			সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৩য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ বেতের নামাযে এখানেও সূরা বা সূরার অংশ পড়ে, 'আল্লাহু আকবর' (তাকবীর) বলে পুনরায় হাত বেধে 'দোয়া-কুনুত' পড়ে রুকু, সেজদা, বৈঠক ইত্যাদি করে যথারীতি নামায শেষ করতে হয়।

ফরজ নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়ি ?

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি	৩য় রাকায়াতে পড়ি	৪র্থ রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য জায়নামাযের দাড়িয়ে পড়ি-**'জায়নামাযের দোয়া' ঃ**	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু			
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- **'তা'আউয' ঃ**	সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ...			
৩	ও **'তা' আউযু' ঃ**	আউযুবিল্লাহি ...			
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি **'তাস্মিয়াহ্' ঃ**	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...
৫	ও **'সূরা-ফাতিহা' ঃ**	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের প্রথম দু' রাকায়াতে পড়িঃ সূরাঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ		
৭	'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি- 'রুকুর তাসবীহ্'ঃ	সুবহানা ....আযিম	সুবহানা ...আযিম	সুবহানা ..আযিম	সুবহানা ...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি **'তাহ্মীদ' ঃ**	রাব্বানা...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...
৯	'আল্লাহু আক্বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি 'সেজদার তাসবীহ্' ঃ	সুব্হানা...আ' লা	সুব্হানা...আ' লা	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা... আ'লা
১০	আল্লাহু আক্বার বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী...	আল্লাহুম্মাগ ফির্লী...	আল্লাহুম্মা গ্ ফির্লী	আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী
১১	'আল্লাহু আক্বার' বলে ২য়- 'সেজদার তাসবীহ্' ঃ	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা
১২	২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের সেজদাদ্বয়ের পরে বসে পড়ি- 'আত্তাহিয়াতু' ঃ		আত্তাহিয়্যাতু ***		আত্তাহিয়্যাতু
১৩	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি-'দরূদ'ঃ				দরূদ
১৪	ও 'দোয়া মাসুরাহ' ঃ				দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাসুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি				সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৩য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৪র্থ-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।

৪ রাকায়াত সুন্নত নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়তে হয়

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি	৩য় রাকায়াতে পড়ি	৪র্থ রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য যায়নামাযের দাঁড়িয়ে পড়ি-'যায়নামাযের দোয়া' ঃ	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু			
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- 'সানা' ঃ এবং	সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ...			

৩	ও 'তা' আউযু' ঃ	আউযুবিল্লাহি ...			
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি 'তাস্মিয়াহ্' ঃ এবং	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লা হির ...
৫	'সূরা-ফাতিহা' ঃ	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের সকল রাকায়াতে পড়িঃ সূরাঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ
৭	'আল্লাহু আক্বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি- 'রুকুর তাসবীহ্'ঃ	সুব্হানা ....আযিম	সুব্হানা ...আযিম	সুব্হানা ..আযিম	সুব্হানা ...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাঁড়িয়ে পড়ি 'তাহ্মীদ' ঃ	রাব্বানা...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...
৯	'আল্লাহু আক্বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি 'সেজদার তাসবীহ্' ঃ	সুব্হানা...আ'লা	সুব্হানা...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা... আ'লা
১০	আল্লাহু আক্বার বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী...	আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী...	আল্লাহুম্মা গ্ ফির্লী	আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী
১১	'আল্লাহু আক্বার' বলে ২য়-'সেজদার গিয়ে পড়ি তাসবীহ্' ঃ	সুব্হানা ...আ'লা *	সুব্হানা ...আ'লা	সুব্হানা ...আ'লা ***	সুব্হানা ...আ'লা
১২	২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের সেজদাদ্বয়ের পরে বসে পড়ি- 'আত্ত্যাহিয়াতু' ঃ		আত্তাহিয়্যাতু **		আত্তাহিয়্যাতু
১৩	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি-'দরূদ'ঃ ও				দরূদ
১৪	ও 'দোয়া মাসুরাহ' ঃ				দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাসুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি				সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৩য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৪থ-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।

নামাযের ফরযসমূহ

নামাযের মধ্যে ১৩টি ফরয। তন্মধ্যে নামাযের বাহিরে ৬টি ও ভিতরে ৭টি। বাহিরের ৬টিকে নামাযের শর্ত বা আহকাম বলে। অপর ৭টি ফরযকে সেফাতে নামায বা আরকান বলে। এই তের ফরযের যে কোন একটি বাদ পড়িলে নামায সহীহ হইবে না।

অযু, গোসল, তায়াম্মুমের ন্যায় নামাযেও ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি কার্যাবলী রহিয়াছে। নামায শুদ্ধভাবে আদায় করিবার জন্য নামাযের প্রারম্ভে কতগুলি অবশ্য পালনীয় বা ফরয কাজ আছে। সেইগুলিকে আহকাম বা নামায শুদ্ধ হইবার শর্ত বলে।

নামাযের শর্ত বা আহকাম

নামাযের শর্ত বা আহকাম ছয়টি ঃ

(১) শরীর পাক হওয়া। অযু গোসলের প্রয়োজন হইলে অযু গোসল করা ; (২) জামাকাপড় পবিত্র হওয়া– পরিধেয় বস্ত্র পাক-সাফ হওয়া। যদি কেহ বিনা ওযরে অপবিত্র কাপড়ে নামায পড়ে তবে তাহার নামায বাতিল হইবে ; (৪) সতর ঢাকা॥ শরীরের যেসব অংশ ঢাকিয়া রাখার নির্দেশ শরীয়তে রহিয়াছে, নামায পড়ার সময় ঐ সকল অংশ ঢাকিতে হইবে ; (৫) কেবলা রোখ হওয়া– কেবলা বা কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে ; (৬) নামাযের নিয়ত করা– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে ওয়াক্তের নামায পড়িবে তাহার নিয়ত করিবে।

নামাযের আরকানসমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলি নামাযের ভিতরে ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য ; এই কারণে ইহাদিগকে নামাযের আরকান বা স্তম্ভ বলা হয়।

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা — তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলিয়া নামায আরম্ভ করিতে হয়। আল্লাহু আকবার বলিতে পুরুষদের হাত কান এবং মেয়েলোকদের কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতে হয়। অতঃপর পুরুষদের নাভির উপর এবং মেয়েলোকের সিনার উপর বাম হাত নীচে এবং ডান হাত উপরে রাখিয়া বাঁধিতে হয় ; ইহাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে। তাহরীমা বাঁধার পর নামাযের কাজ ব্যতীত যাবতীয় পার্থিব কাজ হারাম হইয়া গেল।

২। দাঁড়াইয়া নামায পড়া— ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়িতে অক্ষম হইলে বসিয়া এবং বসিয়া অক্ষম হইলে শুইয়া পড়াও চলিবে। তবে সঙ্গত কারণ ব্যতীত বসিয়া বা শুইয়া নামায পড়া চলিবে না।

নফল নামায কারণবশত অথবা বিনা কারণেও বসিয়া পড়া চলিবে। কারণবশত নফল নামায বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার সমান সওয়াব পাইবে। কিন্তু বিনা কারণে বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার অর্ধেক সওয়াব পাইবে।

৩। কেরাআত বা কোরআনের অংশ বিশেষ পাঠ করা– প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর কোরআনের যেকোন আয়াত বা সূরা মিলাইতে হইবে। কিন্তু ফরয নামায তিন রাকআত হইলে তৃতীয় রাকআতে এবং চারি রাকআত হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতেহার পর আর কোন আয়াত বা সূরা পড়িতে হইবে না।

৪। রুকু করা– অর্থাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়া। দুই হাতের তালু উভয় হাঁটুর উপরে রাখিয়া সম্মুখের দিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়া পড়া যাহাতে কোমর, পিঠ ও মাথা সমানভাবে স্থাপিত হয়।

৫। সেজদা করা– নাক ও কপাল দ্বারা ভূমি স্পর্শ করা।

৬। শেষ বৈঠক– যে বৈঠকের পর সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করা হয় তাহাকে শেষ বৈঠক বলে।

৭। নামাযের সপ্তম ফরয হইতেছে নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ করা। যেমন– "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া ডানে বামে মুখ ফিরাইয়া নামায শেষ করা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

(১) প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা; (২) ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে এবং সুন্নত, ওয়াজিব ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতেহার সহিত অন্য কোন সূরা বা আয়াত পড়া ; (৩) নামাযের কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। যথা– আগে কেয়াম, তারপর রুকু ও সেজদা ইত্যাদি ; (৪) নামাযের ফরযগুলি সুষ্ঠুভাবে আদায় করা ; (৫) দুই রোকনের মধ্যে এক তসবীহ পরিমাণ অবকাশ নেওয়া ; (৬) উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা ; (৭) সালামের সাথে নামায শেষ করা ; (৮) বেতের নামাযে শেষ রাকাআতে রুকুর আগে দোআ কুনুত পাঠ করা ; (৯) ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা ; (১০) যেখানে কেরাআত উচ্চ স্বরে পাঠ করার বিধান সেখানে উচ্চ স্বরে এবং যেখানে চুপে চুপে পাঠ করার বিধান সেখানে চুপে চুপে পাঠ করা।

নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণ

(১) নামাযের মধ্যে ভুলক্রমে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কথা বলিলে, সজ্ঞানে সালাম কলিলে, হাঁচির জবাব দিলে, কারণ ব্যতীত কাশি দিলে, শুভ সংবাদে মারহাবা এবং

দুঃসংবাদে ইন্না লিল্লাহ বলিলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। (২) পীড়িত অবস্থায় নামাযের মধ্যে ব্যথা বেদনার কারণে উহ-আহ করিলে, চীৎকার করিয়া কাঁদিলে, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে নীরবে রোদন করিলে কোন ক্ষতি নাই ; (৩) আরকান-আহকাম যথারীতি আদায় না করিলে ; (৪) নেশা করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় নামায পড়িলে ; (৫) নামাযে কোরআন দেখিয়া পড়িলে ; (৬) নিজ ইমাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও লোকমা দিলে এবং ইমাম নিজ মোক্তাদী ব্যতীত অন্য কাহারো লোকমা গ্রহণ করিলে ; (৭) নামাযে সাংসারিক কোন বস্তুর প্রার্থনা করিলে ; (৮) অপবিত্র স্থানে সেজদা করিলে ; (৯) আমলে কাসীর করিলে অর্থাৎ, যে কার্য করিলে নামায পড়িতেছে না বুঝা যায়; (১০) নামাযে পান ভোজন করিলে; (১১) নামাযে মোক্তাদী ইমামের অগ্রে দাঁড়াইলে ; (১২) নামাযে শিশুকে কোলে লইলে বা হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া দিলে।

নামায পড়িবার নিয়ম

আল্লাহ তাআলা পাক। তাঁহার বন্দেগী করিতে পাক পবিত্র থাকা অত্যাবশ্যক। তাই নামায আদায় করিতে প্রয়োজনে গোসল ও অযু করা ফরয এবং শরীর, কাপড় ও স্থান পাক থাকিতে হইবে। নামায শুরু করিবার পূর্বে সাংসারিক সকল চিন্তা-ভাবনা ভুলিয়া অত্যন্ত সরল প্রাণে, এক মনে এক ধ্যানে একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দিকে দেল রুজু করিবে এবং কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর সেজদার জায়গায় দৃষ্টি স্থাপন করত আল্লাহ তাআলাকে হাজের-নাজের জানিয়া উভয় হস্ত ঝুলাইয়া "ইন্নী ওয়াজ্জাহতু" পাঠ করিবে। ইহার পর নিয়ত করিয়া তাকবীর অর্থাৎ "আল্লাহু আকবার" বলিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কর্ণমূল স্পর্শ করিয়া নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করিয়া তাহরীমা বাঁধিবে। মেয়েলোকেরা উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাইয়া ঐ করমেই বুকের উপর বাঁধিবে। তারপর চুপে চুপে সানা পাঠ করিয়া 'আউযু বিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করত 'সূরা ফাতেহা' (আলহামদু লিল্লাহ) পড়িয়া আমীন বলিবে এবং পরে বিসমিল্লাহর সহিত অন্য একটি সূরা পড়িবে। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলিয়া রুকু করিবে এবং জানুদ্বয়ের উপর উভয় হস্তের তালু স্থাপন করত অঙ্গুলিসমূহ পৃথক রাখিয়া পিঠ ও মাথা এক সমান উঁচু রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিবে। রুকুতে যাইয়া ৩, ৫ কি ৭ বার রুকুর নির্ধারিত তসবীহ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলিবে। তারপর তাসমী অর্থাৎ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" বলিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে। মোক্তাদীগণ 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিয়া ইমামের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাইবে। ইহার পর আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে সেজদায় যাইবে। সেজদার সময় প্রথমে হাঁটুদ্বয়, তৎপর হস্তদ্বয়, তারপর নাক, অতঃপর কপাল ভূমিতে স্থাপন করিবে এবং

নাসিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হস্তদ্বয় কেবলামুখী করিয়া কানের নিকটে রাখিবে। সেজদায় যাইয়া তিন, পাঁচ বা সাত বার নির্ধারিত তসবীহ সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়িবে। তারপর "আল্লাহু আকবার" বলিয়া মাথা তুলিবে এবং ডান পা খাড়া করিয়া বাম পায়ের উপর ভর করিয়া বসিবে। স্ত্রীলোক উভয় পা ডান দিকে বাহির করিয়া বসিবে। এ সময় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি হাঁটুর উপর কাবা শরীফমুখী করিয়া রাখিবে এবং দৃষ্টি কোলের দিকে রাখিবে। ইহার পরে আবার আল্লাহু আকবার বলিয়া পুনরায় সেজদায় যাইয়া আগের মত তসবীহ পাঠ করিবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইবে। এভাবে এক রাকআত নামায শেষ হইল।

দ্বিতীয় রাকআতে, তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ)-এর পর আল-হামদুর সহিত অন্য সূরা পড়িয়া রুকু, সেজদা ইত্যাদি শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় বসিবে। অঙ্গুলিসমূহ কাবামুখী করিয়া দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখিবে এবং ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া উহার উপর বসিবে। 'তাশাহহুদ' 'দরূদ' ও দোআ মাসূরা পড়িয়া প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। এইভাবে দুই রাকআত নামায শেষ হইল।

তিন বা চারি রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের শেষে বৈঠকে শুধু 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর "আল্লাহু আকবার" বলিয়া উঠিয়া পূর্বের ন্যায় সূরা ফাতেহা 'রুকু 'সেজদা' করিয়া বসিবে। তৎপর 'আত্তাহিয়্যাতু', 'দরূদ' ও দোআ মাসূরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। এরূপে তিন রাকআত নামায হইল।

চারি রাকআতবিশিষ্ট সুন্নত নামাযে দুই রাকআতের বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শেষ করিয়া "আল্লাহু আকবার" বলিয়া দাঁড়াইবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের নিয়মানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত শেষ করিবে।

চারি রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায হইলে দুই রাকআতের বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শেষ করিয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইবে। তৎপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া রুকু-সেজদা করিয়া শেষ বৈঠক করিবে এবং 'তাশাহহুদ', 'দরূদ' ও দোআ মাসূরা পাঠ করত সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

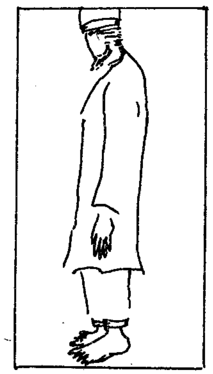
সুন্নত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকআতে এবং ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার পর কোরআন শরীফের যেকোন সূরা বা আয়াত পড়িতে হইবে। রুকু, সেজদা, তসবীহ ও বৈঠক সমস্তই ফরয নামাযের ন্যায় করিতে হইবে। নামায শেষে সালামের পর দুই হাত উঠাইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে আল্লাহর দরারে মোনাজাত করিবে।

পুরুষদের নামায পড়ার নিয়ম

নামায শুরু করার পূর্বের নিয়ম

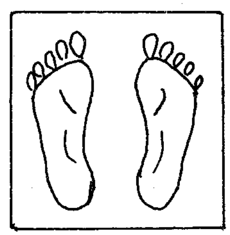
মাসআলা ঃ ১। প্রথমে কিলাবমুখী হতে হবে। (শামী ১/৪২৭, আলমগীরী ১/৬৩)

মাসআলা ঃ ২। সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং দৃষ্টি সেজদার জায়গায় থাকবে। গর্দান সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখবে। থুতনীকে সীনার সাথে মিলিয়ে রাখা মাকরূহ। নামাযের নিয়ত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। (আহ্‌সানুল ফাতওয়া ২/২৯৭)



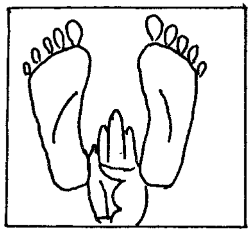
নামাযে দাড়ানোর চিত্র

মাসআলা ঃ ৩। পা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে। পা সোজা থাকা চাই, পা বাম বা ডান দিকে বাঁকা করে রেখে দাঁড়ানো সুন্নাতের খেলাফ হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪১)



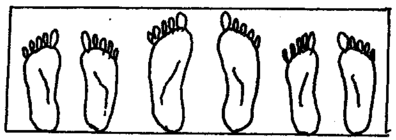
নামাযে পা রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৪। উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে। সামনে পেছনে সমান ফাঁক রাখবে যাতে পা সোজা এবং কিবলামুখী হয়। (তাহতাবী ১/৪৩)



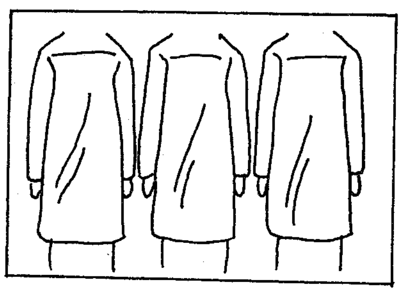
পায়ের মাঝ খানে ৪ আঙ্গুল ফাকা রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৫। যখনই জামাআতে নামায পড়বে তখন কাতার সোজা হওয়া প্রয়োজন, কাতার সোজা করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকে নিজ নিজ পায়ের গোড়ালীর শেষ মাথা বরাবর রাখবে।



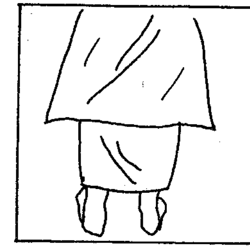
নামাযে সবার পা সমান রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৬। জামাআতের সময় লক্ষ্য রাখবে যেন ডানে বামে পরস্পরের বাহুগুলো সমান থাকে এবং দু'বাহুর মাঝখানে যেন ফাঁকা না থাকে। (শামী ৪৪৪, আপকে মাসায়িল ২/২২১)



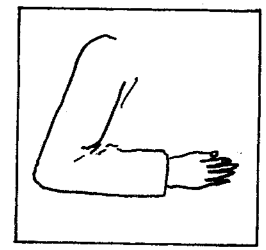
জামআতে বাহু সমান রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৭। পায়জামা অথবা লুঙ্গী টাখনুর নীচে নামানো নাজায়েয। সুতরাং লুঙ্গি, পায়জামা, জামা প্যান্টকে উঁচু করে টাখনুর উপরে উঠিয়ে নিবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯৬)



টাখনুর উপরে কাপড় রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৮। হাতের আস্তিন সম্পূর্ণ লম্বা হওয়া চাই যাতে করে কবজি বরাবর ঢেকে থাকে। আস্তিন গুটিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। (আলমগীরী ১/১০৬)



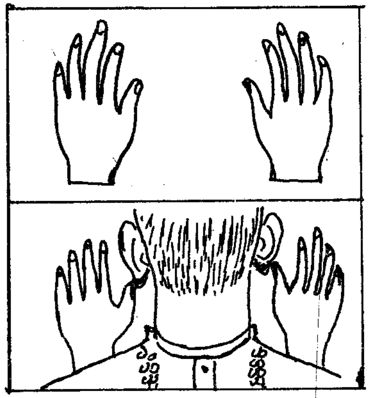
হাতের আস্তিন ঠিক রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ ৯। এমন ধরনের পোশাক পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ যে ধরনের পোশাক পরিধান করে মানুষজনের সম্মুখে যাওয়া যায়না। (আলমগীরী ১/১০৭)

নামায শুরু করার সময়

মাসআলা ঃ ১। মনে মনে নিয়ত করবে, আমি অমুক নামায পড়ছি। মুখে নিয়তের ভাষা উচ্চারণ করা জরুরী নয়, তবে মুস্তাহাব। (শামী ১/৪১৪)

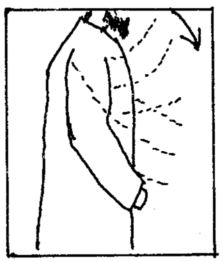
মাসআলা ২। দুই হাত কান বরার এমনভাবে উঠাবে যাতে উভয় হাতলী কিবলার দিকে হয়, আঙ্গুলের মাথা যেন কিবলামুখী ও ফাঁক থাকে। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টির মাথা কানের সাথে হয়তো একেবারে মিলে যাবে অথবা বরাবর হবে বাকী আঙ্গুলগুলো উপরের দিকে থাকবে। (শামী ১/৪৭৪, ৪৮২)



নামাযে হাত রাখার চিত্র

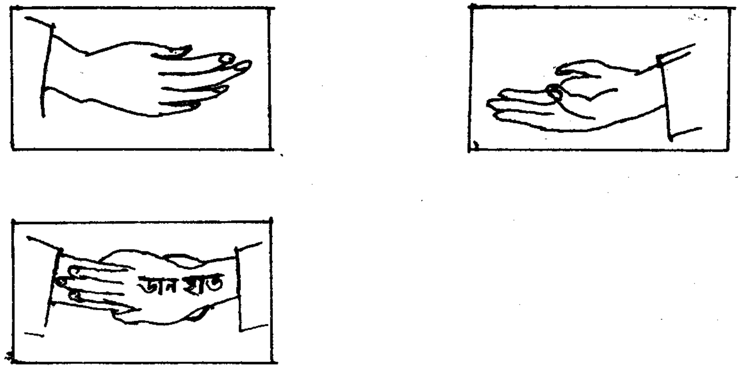
বিঃ দ্রঃ অনেকে হাতলীর মুখ কিবলার দিকে করার পরিবর্তে কানের দিকে করে ফেলে, কেউ আবার কানকে হাতের দ্বারা একেবারে ঢেকে লয়, আবার কেউ হাতকে কান বরাবর না তুলে শুধু ইশারা করে নেয়। এ সকল নিয়ম সুন্নাতের পরিপন্থী। এগুলো ত্যাগ করা উচিত।

মাসআলা ঃ ৩। কান থেকে হাত বাঁধার দিকে নিয়ে যাবে, হাত সোজা নীচের দিকে ছেড়ে দিবে না বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না। (শামী ১/৪৮৭)



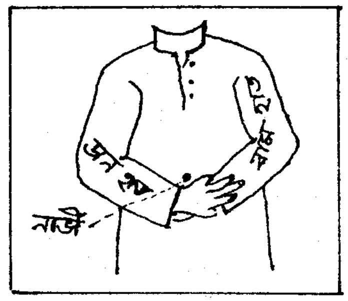
কান থেকে হাত বাঁধার চিত্র

মাসআলা ঃ ৪। হাত তোলার সময় আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলী দ্বারা হালকা বানিয়ে বাম হাতের পাঞ্জাকে ধরবে এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিক ভাবে বিছিয়ে রাখবে যেন আঙ্গুলের মাথাগুলো কনুইর দিকে থাকে। (শামী ১/৪৮৭)



এক হাত আরেক হাতকে ধরার চিত্র

মাসআলা ঃ ৫। উভয় হাত নাভীর সামান্য নীচে পেটের সাথে কিছুটা চেপে ধরে উপরোক্ত নিয়মে বাঁধবে।



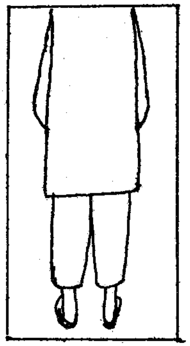
নাভীর সামান্য নীচে পেটের সাথে হাত বাঁধার চিত্র

দাঁড়ানো অবস্থায়

মাসআলা ঃ একাকী নামায পড়লে প্রথমে সুবহানাকা, সূরায়ে ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হলে সুবহানাকা পড়ে চুপ করে একাগ্র মনে ইমামের কিরআত শুনতে থাকবে। ইমাম যদি কিরআত নীরবে পড়ে তখন জিহ্বা হেলানো ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহার ধ্যান করবে।

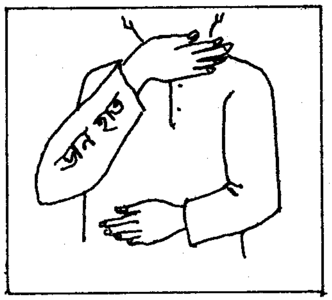
মাসআলা ঃ যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তখন এক এক আয়াত থেমে থেমে পড়বে। প্রত্যেক আয়াতের শেষে নিশ্বাস ছেড়ে দিবে। যেমন আলহামদুলিল্লা রাব্বিল আলামীন। আর রাহমানির রাহীম (থামবে)। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (থামবে)। এভাবে শেষ করবে। সূরা ফাতিহা ছাড়া অপর সূরা পাঠ করার সময় এক নিঃশ্বাসে এক বা একাধিক আয়াত পাঠ করলে কোন অসুবিধা নেই

মাসআলা ঃ উভয় পায়ের উপর সমান ভার রেখে দাঁড়াবে। শরীরের সমস্ত ভার এক পায়ের উপর এভাবে দেয়া যাতে অপর পা বাঁকা হয়ে যায় এ ধরনের দাঁড়ানো সুন্নাতের পরিপন্থী। যদি এক পায়ের উপর এভাবে ভর দেয়া হয় যাতে করে অপর পা বেঁকে না যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (শামী ১/৪৪৪)



পায়ের উপর ভার দেয়ার চিত্র

মাসআলা ঃ হাই তোলা বা চুলকানো থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করবে। যদি বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে হাত বাঁধা অবস্থায় ডান হাতের পেট দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। অন্য অবস্থায় হলে বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। (শামী ১/৪৭৮)



হাত বাঁধা অবস্থায়

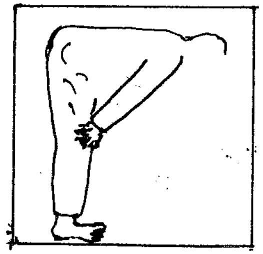


বসা বা রুকু অবস্থায়

রুকুর মধ্যে

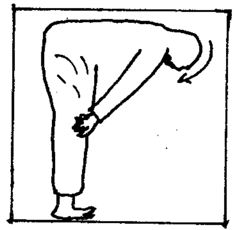
রুকুতে যাবার সময় নীচের কথাগুলো বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে।

মাসআলা ঃ শরীরের উপর অংশকে এভাবে ঝুঁকাবে যাতে করে গর্দান ও পিঠ এক বরাবর হয়, এর চেয়ে বেশী ও কম করবে না। (আলমগীরী ১/৭৪)



চিত্রে নিয়ম

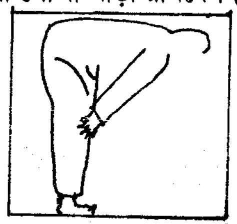
মাসআলা ঃ রুকুর অবস্থায় গর্দান এতটুকু ঝুঁকাবেনা যেন থুতনী সীনার সাথে মিশে যায়। আবার এতটুকুও উপরে রাখবে না যাতে করে গর্দান কোমর থেকে উঁচু হয়, বরং গর্দান ও কোমর এক বরাবর থাকা চাই। (আলমগীরী ১/৭৪)



চিত্রে থুতনী সীনার সাথে

মাসআলা ঃ রুকুর মধ্যে পা সোজা রাখুন।

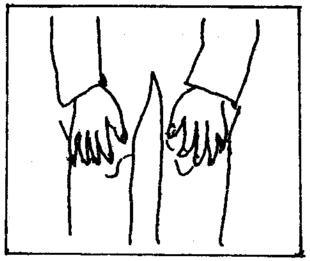
মাসআলা ঃ পায়ের নলা সোজা খাড়া রাখবে। (তাহতাবী ১৪৫)



পায়ের নলা সোজা রাখার নিয়ম

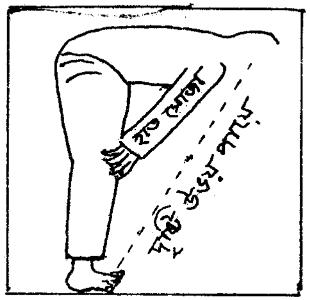
মাসআলা ঃ রুকুতে যাওয়ার সময় হাত সোজা ছেড়ে দিবে না। (শামী ১/৪৪৮)

মাসআলা ঃ উভয় হাত হাঁটুর উপর এভাবে রাখবে যেন আঙ্গুলগুলো খোলা থাকে এবং দুই আঙ্গুলের মাঝখানে ফাঁক থাকে। এভাবে ডান হাত দ্বারা ডান হাঁটু এবং বাম হাত দ্বারা বাম হাঁটু শক্তভাবে ধরবে। (শামী ১/৪৭৬)



উভয় হাত হাটুর উপর রাখার নিয়ম

মাসআলা ঃ রুকুকালীন সময়ে হাত ও বাহু সোজা থাকা চাই কোন অবস্থাতে যেন বাঁকা না হয়। পাজর থেকে বাহুকে মুক্ত রাখবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮)



রুকু কালীন সময় হাত বা বাহু সোজা রাখার চিত্র

মাসআলা ঃ রুকুকালীন সময়ে দৃষ্টি উভয় পায়ের উপর রাখবে। (শামী ১/৪৭৭)

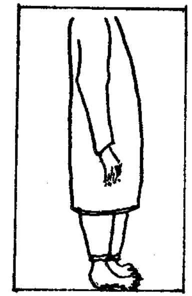
মাসআলা ঃ রুকুতে স্থিরতার সাথে দেরী করবে, যাতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' সহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা যায়। (আলমগীরী ১/৭৪, শামী ১/৪৭৬)

মাসআলা ঃ উভয় পায়ের ভারসাম্য সমান থাকবে এবং পায়ের গোড়ালী দু'টি পরস্পর পাশাপাশি থাকবে। (আপকে মাসায়িল ২/২২১)

রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময়

মাসআলা ঃ রুকু হতে দাঁড়ানোর সময় এভাবে সোজা হবে যেন কোথাও বক্রতা না তাকে। হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে। (শামী ১/৪৭৬, হালাবী ৩২০)

মাসআলা ঃ কোন কোন লোক রুকু থেকে দাঁড়ানোর পরিবর্তে সামান্য মাথা তুলে দাঁড়ানোর ইশারা করে, শরীর ঝুঁকানো অবস্থাতেই সাজদায় চলে যায়, তাদের জন্য নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব, (কেননা রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব)। (শামী ১/৪৬৪) চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন



চিত্রে নিয়ম

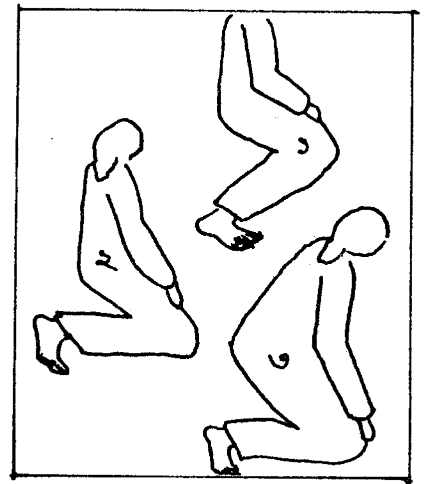
সিজদায় যাওয়ার সময়

সিজদায় যাওয়ার সময় এই নিয়মগুলো খেয়াল রাখবে।

মাসআলা ঃ প্রথমে হাঁটু বাঁকা করে যমীনের দিকে এভাবে নিয়ে যাবে যেন সীনা ও মাথা আগে না ঝুঁকে। যখন হাঁটু মাটিতে লেগে যায় তখন সীনা ও মাথা ঝুঁকাতে হবে।

মাসআলা ঃ হাঁটু জমিতে ঠেকবার আগ পর্যন্ত শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকাবে না।

মাসআলা ঃ সীনা সামনের দিকে না ঝুঁকার নিয়ম হলো– সেজদায় যাবার সময় হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ভর না দেয়া, এতে হাঁটু মাটিতে লাগার পূর্বে সীনা ও মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়।

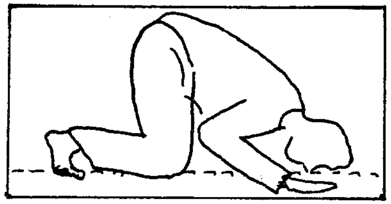


চিত্রে পর্যায়ক্রমে সেজদায় যাওয়া

মাথা ও সীনা না ঝুকানো

মাসআলা ঃ সেজদা যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখার কোন প্রমাণ নেই। তবে সেজদা থেকে উঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা মুস্তাহাব। (আহসানুল ফাতওয়া ৩/৫০)

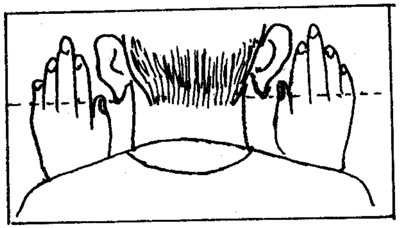
মাসআলা ঃ হাঁটুর পর প্রথমে যমীনের উপর হাত, তারপর নাক, অতঃপর কপাল রাখবে। (শামী ১/৪৯৭)



সেজদায় পর্যায়ক্রমে অঙ্গ রাখার চিত্র

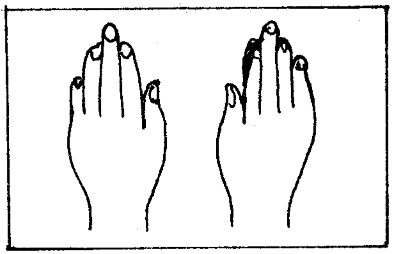
সেজদা অবস্থায়

মাসআলা ঃ সেজদাতে মাথা উভয় হাতের মাঝখানে এভাবে রাখবে, উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা কানের লতি বরাবর হয়। উভয় হাতের মাঝে মুখমণ্ডলের চওড়া পরিমাণ ফাঁকা রাখবে। (আলমগীরী ১/৭৫)



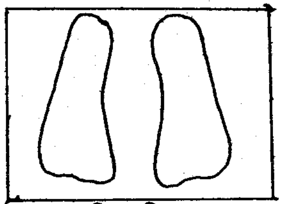
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলে থাকবে। আঙ্গুলের মাঝখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে। (শামী ১/৪৯৮)



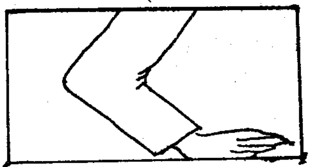
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় উভয় পায়ের টাখনু কাছাকাছি রাখবে এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী থাকবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮, আপকে মাসায়িল ১/২২১)



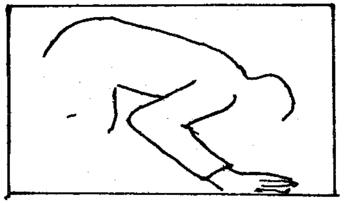
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় হাতের কনুইদ্বয় যমীন হতে উপরে থাকবে, কনুইদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে রাখা সুন্নাতের খেলাফ। (তাহতাবী ১৪৬)



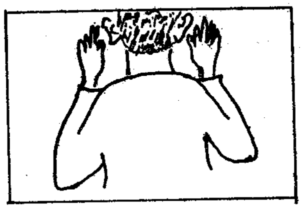
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় বাহু বগল হতে পৃথক রাখা চাই, বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখা উচিত নয়। (তাহতাবী ১৪৬)



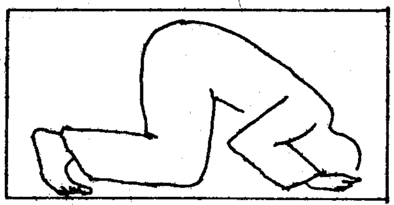
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ কনুইদ্বয়কে এত দূরে রাখবেনা যাতে পাশের নামাযীর অসুবিধা হয়।



চিত্রে নিয়ম

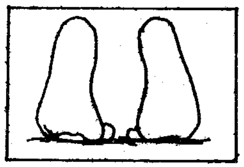
মাসআলা ঃ পেট ও রান আলাদা আলাদা রাখবে। (চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায়)



চিত্রে নিয়ম

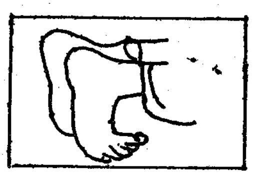
মাসআলা ঃ সেজদার মধ্যে নাক মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। মাঝে মধ্যে তুলে ফেলা ঠিক নয়।

মাসআলা ঃ উভয় পা খাড়া রাখবে যেন পায়ের গোড়ালী উঁচু থাকে এবং আঙ্গুলগুলো মোড় দিয়ে কিবলামুখী থাকে। অক্ষমতার কারণে যারা আঙ্গুল মোড় দিতে অক্ষম তারা যতদূর সম্ভব আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে মোড় করার চেষ্টা করবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮)



চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদার সময় উভয় পা পূর্ণ সময় যমীনের সাথে লাগানো থাকবে। সেজদায় তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় পা মাটিতে না রাখলে সেজদা আদায় হয় না। (শামী ১/৪৯৯)



চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদায় কমপক্ষে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষণে ধীরস্থিরভাবে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়া যায়। কপাল মাটির সাথে ঠেকানো মাত্রই উঠে যাওয়া নিষেধ।

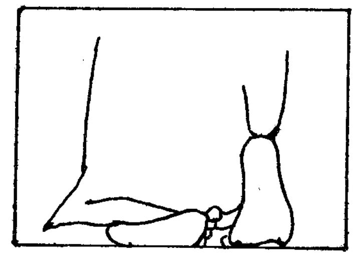
দুই সেজদার মধ্যখানে

মাসআলা ঃ প্রথম সেজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরতার সাথে দো জানু সোজা হয়ে বসবে। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা করবে। সামান্য মাথা তুলে আবার সেজদায় চলে গেলে, দু'টাই মিলে এক সেজদা গণ্য হবে। (শামী ১/৪৬৪)



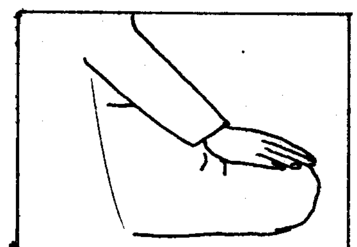
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা এভাবে খাড়া রাখবে যেন আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কিবলার দিকে থাকে। (থাহতাবী ১৪৬)



চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ বসা অবস্থায় উভয় হাত রানের অগ্রভাগে হাঁটুর সমানে রাখবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য ফাঁক থাকবে। (মারাকিউল ফালাহ ৯৯)



চিত্রে নিয়ম

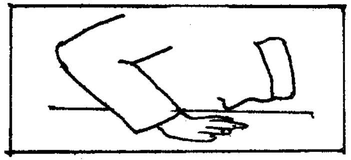
মাসআলা ঃ বসা অবস্থায় দৃষ্টি আপন কোলের দিকে থাকবে। (আলমগীরী ১/৭৩)

মাসআলা ঃ এতটুকু সময় বসবে যাতে একবার সুবহানাল্লাহ বলা যায়। (তাহতাবী ১৪৬, শামী ১/৫০৫)

দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠা

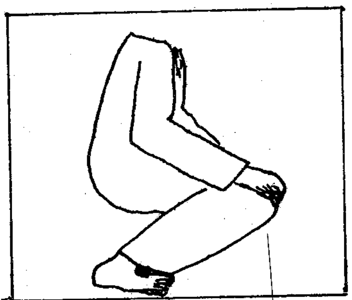
মাসআলা ঃ দ্বিতীয় সেজদায়ও এভাবে যেমন প্রথমে উভয় হাত তারপর নাক অতঃপর কপাল মাটিতে রাখবে। (শামী ১/৪৯৭)

মাসআলা ঃ সেজদা থেকে উঠার সময় আগে কপাল তারপর নাক, তারপর হাত অতঃপর হাঁটু মাটি থেকে উঠাবে। (শামী ১/৪৯৮)



চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সেজদা থেকে উঠার সময় হাঁটুর উপর হাত ভর দিয়ে উঠবে। বসা ছাড়াই মাটিতে ভর না দিয়ে সরাসরি দাঁড়াবে। তবে শরীরের ওজন বৃদ্ধি বা রোগ-ব্যাধি অথবা বার্ধক্যের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে গেলে মাটিতে ভর দেয়া যায়। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৮)

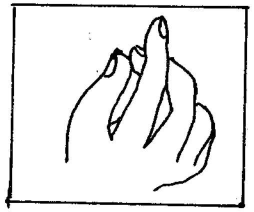


চিত্রে নিয়ম

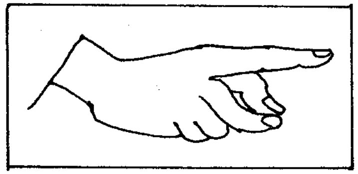
বসা অবস্থায়

মাসআলা ঃ দু'সেজদার মাঝখানে বসার অনুরূপে দু'রাকআত পর বসবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৯)

মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় 'আশহাদু' বলার সময় বৃত্ত করবে, 'লাইলাহা' বলার সময় তর্জনী আঙ্গুল তুলে ইশারা করবে এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙ্গুল নামিয়ে ফেলবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৯)

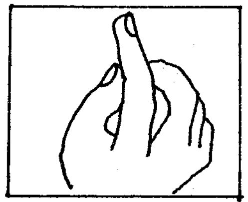


বৃত্ত তৈরীর চিত্র



ইশারা করার নিয়ম

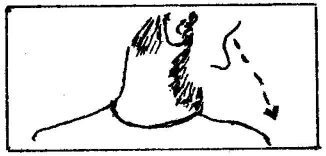
মাসআলা ঃ ইল্লাল্লাহ বলার সময় তর্জনীর মাথা নীচু করবে তবে সম্পূর্ণ মিলাবে না বরং একটু উঁচু রাখবে এবং অন্যান্য আঙ্গুল যেভাবে আছে নামাযের শেষ পর্যন্ত ঐভাবে রাখবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭৬৯)



চিত্রে নিয়ম

সালাম ফিরানোর সময়

মাসআলা ঃ সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এতটুকু ঘুরাবে যাতে পিছনে বসা ব্যক্তি যেন আপনার চোঁয়াল দেখতে পায়। (আলমগীরী ১/৭৬, শামী ১/৫২৪)

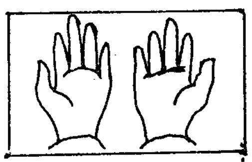


চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের উপর রাখবে। (শামী ১/৪৭৮)

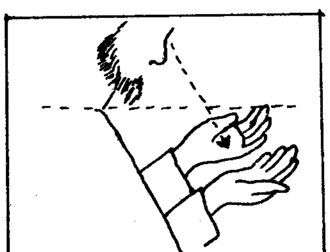
মুনাজাতের সময় হাত তোলার নিয়ম

মাসআলা ঃ দুআ করার সময় উভয় হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকবে। মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে রাখা নিয়ম নয়। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফাঁক থাকবে। (শামী ১/৫০৭)



চিত্র নিয়ম

মাসআলা ঃ দুআ করার সময় হাত সীনা বরাবর তুলবে এবং হাতের তালু চেহারার দিকে রাখবে। (শামী ১/৫০৭)



চিত্রে নিয়ম

মহিলাদের নামায পড়ার অবস্থা

উপরে নামাযের যে সকল নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তা পুরুষদের জন্য। বিশেষ বিশেষ স্থলে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তাই নিম্নে মহিলাদের নামায সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মহিলাদের এ সকল বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

সুন্নত তরীকায় মহিলাদের নামাযের বিধান

মহিলাদের সকল নামায সর্বদা সূরা-কেরাত, তাকবীর, তাসমীহ, সালাম ইত্যাদি নিঃশব্দে পাঠ করতে এবং বলতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলাদের হস্তদ্বয় উভয় কাঁধ পর্যন্ত তুলতে হবে। এ সময় হাতের তালু ও আঙ্গুলের মাথা কেবলামুখী করে রাখতে হবে। মহিলাদের এ সময় হস্তদ্বয় কাপড়ের ভিতরে রাখতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার সময় সিনার উপর বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে নামায পড়তে হবে। রুকূর সময় পিঠ সোজা না করে সামান্য ঝুঁকে হস্তদ্বয় হাটু পর্যন্ত পৌঁছে এতোটুকু ঝুঁকবে। হাত দ্বারা হাটুতে বেশি ভর করবে না, হাটুতে হাতের অঙ্গুলী মিলিয়ে রাখবে, পদদ্বয়ের হাটু একটু ঝুকিয়ে রাখবে পুরুষের ন্যায় সোজা রাখবে না। সিজদার সময় জড়োসড়ো হয়ে সিজদা করতে হবে। তখন বাহুদ্বয় শরীরের সাথে, পেট রানের সাথে, রান হাটুর নলার সাথে এবং হাঁটুর নলা জায়নামাযের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ মহিলাদের সিজদার সময় একমাত্র মস্তক ব্যতীত সর্ব শরীরের অঙ্গসমূহ একত্রে মিলিয়ে সিজদা করতে হবে। নামাযের বৈঠকের সময় মহিলারা পদদ্বয় ডান দিকে বিছিয়ে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসতে হবে। হস্তদ্বয়কে রানের উপর মিলিয়ে রাখতে হবে এবং আঙ্গুলগুলো যেন হাটু পর্যন্ত পৌঁছে। আর আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে। মহিলাদের সকল নামাযে সূরা কেরাত নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে, শব্দ করে পাঠ করা নিষেধ।

মাসআলা ঃ মহিলারা নামায আরম্ভ করার আগে মুখমণ্ডল, হাত ও পা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে। (শামী ১/৪০৫)

➢ অনেক ভদ্র মহিলা এভাবে নামায পড়ে যে, তাঁদের মাথার চুল খোলা থাকে।

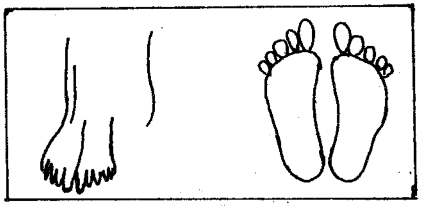
➢ কারও হাতের কবজির উপরিভাগ খোলা থাকে।

➢ কারও কান খোলা থাকে।

➢ কোন কোন মহিলা এত ছোট ওড়না মাথায় পরে অথবা ঘোমটা টানে যে, ওড়না ও কাপড়ের বাইরে চুল লটকানো অবস্থায় দেখা যায়। এ সকল নিয়ম নাজায়িয। যদি নামায পড়ার সময় মুখ, হাত ও পা ব্যতীত শরীরের যে কোন একটি অঙ্গের চার ভাগের এক ভাগপরিমাণ তিনবার 'সুবহানারাব্বিয়াল আযীম' পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পরিমাণ খোলা থাকে তবে নামাযই হবে না। হ্যাঁ, যদি তা হতে কম সময় পরিমাণ খোলা থাকলে সাথে সাথে ঢেকে ফেলে, তখন নামায আদায় হবে তবে ছতর খোলা রাখার জন্য গোনাহ্গার হবে। (আলমগীরী ১/৫৮)

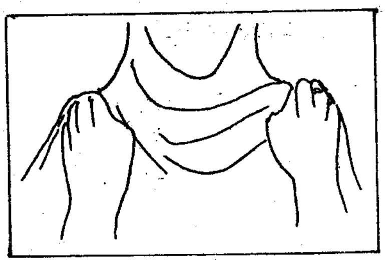
মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ঘরের খোলা জায়গায় নামায পড়ার চেয়ে নির্জনে নামায পড়া উত্তম এবং উঠানে বা বারান্দায় পড়ার চেয়ে ঘরের ভিতরে নামায পড়া উত্তম। (আবূ দাউদ)

মাসআলা ঃ মহিলাগণ উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে উভয় গোড়ালী যেন কাছাকাছি মিলে যায়। দু'পায়ের মাঝখানে ফাঁক থাকবে না। (বেহেশতী জেওর ২/১৭)



চিত্রে নিয়ম

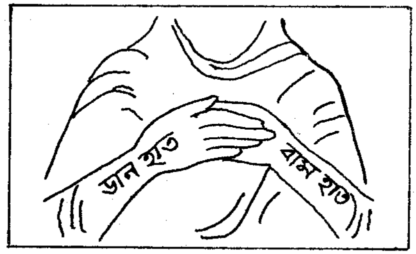
মাসআলা ঃ মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কান বরাবর হাত উঠাবে না বরং কাঁধ বরাবর উঠাবে। আবার তাও হাত কাপড়ের ভেতরে রেখে, কাপড় থেকে বের করে নয়। (বেহেশতী জেওর, শামী ১/৪৮৩)



চিত্রে নিয়ম

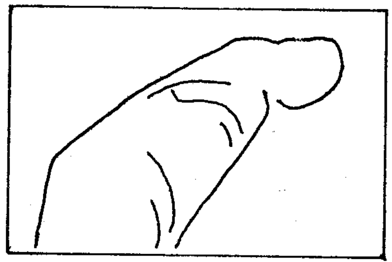
মাসআলা ঃ মহিলাদের পুরুষদের মত নাভীর নীচে হাত বাঁধবে না বরং বুকের উপর শুধু বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাতের তালু দ্বারা চেপে ধরবে।

(শামী ১/৪৮৭)



হাত রাখার নিয়ম (কাপড়ের ভেতর হাত রাখবে)

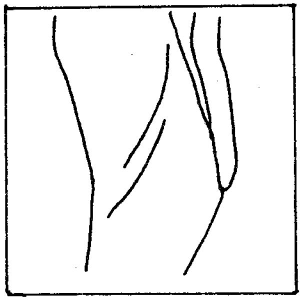
মাসআলা ঃ রুকুতে মহিলাদের পুরুষের মত কোমর সোজা রাখা প্রয়োজন নেই। মহিলারা পুরুষের থেকে কম ঝুঁকবে। (তাহতাবী আলাল মারাকী, আলমগীরী ১/৭৪)



চিত্রে নিয়ম

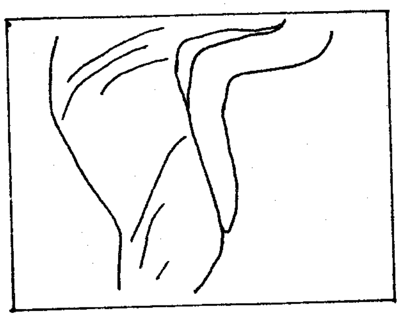
মাসআলা ঃ রুকুর অবস্থায় মহিলাগণ হাঁটুর উপর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, যাতে আঙ্গুলের মাঝখানে ফাঁক না থাকে। শুধু হাঁটুর উপর হাত চেপে রাখবে, হাঁটুকে আঁকড়িয়ে ধরবে না। (দুররে মুখতার, শামী ১/৫০৪)

মাসআলা ঃ রুকুতে মহিলাগণ পুরুষের ন্যায় পাগুলো সোজা রাখবে না বরং হাঁটু সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে। (দুররে মুখতার, শামী ১/৫০৪)



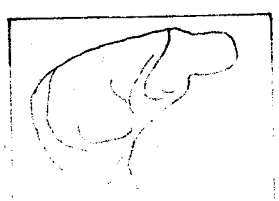
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ মহিলাগণ রুকু করার সময় নিজের বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখবে পুরুষদের ন্যায় বগল ও বাহু পৃথক থাকবে না। (আলমগীরী ১/৭৫)

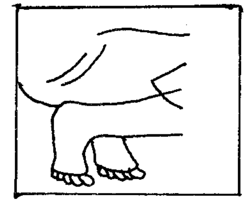


চিত্রে নিয়ম

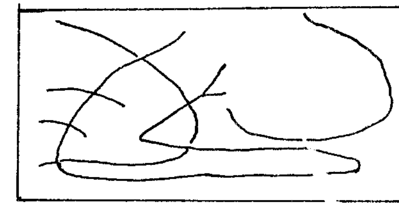
মাসআলা ঃ সেজদায় যাওয়ার সময় পুরুষরা হাঁটু যমীনে ঠেকানোর আগে সীনা ঝুঁকাবে না। কিন্তু মহিলারা প্রথম থেকেই শরীর সামনে ঝুঁকাতে পারবে।



মাসআলা ঃ মহিলাগণ সেজদায় রান পেটের সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় পা খাড়া করে রাখার পরিবর্তে ডান দিকে বের করে বিছিয়ে দিবে। (আলমগীরী ১/৭৫)

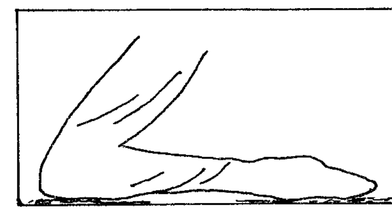


উভয় পা ডান দিকে বের করবে



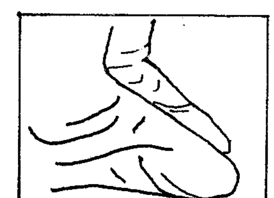
রান ও বাহুর অবস্থা

মাসআলা ঃ পুরুষগণ সেজদা করার সময় হাত মাটি হতে উপরে রাখবে কিন্তু মহিলাগণ হাত মাটিতে বিছিয়ে রাখবে। (দুররে মুখতার, শামী ১/৫০৪)



চিত্রে নিয়ম

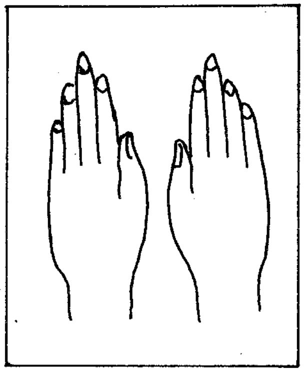
মাসআলা ঃ দু সেজদার মধ্যবর্তী সময় ও আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের (পাছার নিম্নাংশ) উপর বসবে। উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার উপর রাখবে। (তাহতাবী ১৪১)



চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ পুরুষগণ রুকু করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে এবং সেজদায় মিলিয়ে রাখবে। এ ছাড়া অন্যান্য স্থানে আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে থাকবে, মিলাবেও না ফাঁকও করবে না। কিন্তু মহিলার সর্বাবস্থায় রুকু, সেজদা,

বসা, সকল স্থানেই আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, কোন অবস্থাতেই আঙ্গুলের মাঝে ফাঁক রাখবে না। (শামী ১/৫০৪)



চিত্রে নিয়ম

মহিলাদের জামাআত

মাসআলা ঃ মহিলাদের জামআত করা মাকরূহ। তারা একাকী নামায পড়বে। হ্যাঁ, যদি ঘরের মধ্যে কেবল মোহরেম (অর্থাৎ যাদের সাথে আজীবন বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম) ব্যক্তিগণ জামাআত করছে, এমতাবস্থায় মহিলারা জামাআতে শরীক হওয়াতে দোষ নেই। তবে মহিলারা পুরুষদের পেছনের কাতারে দাঁড়াবে। পাশাপাশি কখনও দাঁড়াবে না। (শামী ১/৫০৪)

জায়নামাযের দোআ

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ যিনি আসমান-যমীন সৃজন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলাম। আমি অংশীবাদীদের মধ্যে নহি।

তাকবীরে তাহরীমা ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সানা

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ -

উচ্চারণ ঃ সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা সমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই গুণগান করিতেছি। তোমার নাম বরকতময় ; তোমার গৌরব অতি উচ্চ। তুমি ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই।

তাআউয (আঊযু বিল্লাহ)

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ অসীম দয়াময় দাতা আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ - اٰمِيْن -

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর-রাহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈ'ন। ইহ্দিনা সসিরাত্বাল মুসতাক্বীম, সিরাত্বাল্লাজীনা আন্আ'মতা আলাইহিম; গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন। (তারপর অন্য একটি সূরা)

রুকুর তাসবীহ ঃ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থ ঃ আমার মহান প্রভু পবিত্র।

রুকু হইতে উঠিবার তাসমী ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।

অর্থ ঃ যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে আল্লাহ তাহা শুনেন। অর্থাৎ তাহার দোআ কবুল করেন।

রুকু হইতে সোজা হইয়া পড়িবার তাহমীদ ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব ! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।

সেজদার তস্‌বীহ ঃ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ ঃ সোবহানা রাব্বিয়াল আলা।

অর্থ ঃ আমার মহান আল্লাহ পবিত্র।

তাশাহহুদ– (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্‌ত্বাইয়িবাতু, আচ্ছালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আচ্ছালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ্ ছা-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

দোআ মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী জালামতু নাফছী জুলমান কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুজ্ জুনূবা ইল্লা- আনতা ফাগফির লী মাগফিরাতাম্ মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আমার নফসের (দেহ ও আত্মার) উপর বহু জুলুম করিয়াছি, আর আপনি ছাড়া কেহই পাপসমূহ ক্ষমা করিতে পারিবে না। অতএব, আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হইতে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমাকে দয়া করুন। বস্তুত আপনি অতি ক্ষমাশীল, মহান দয়ালু।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

অর্থ ঃ আপনাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার শান্তি ও অনুগ্রহ হউক। ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার ও বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার।

মোনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ * وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ * بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাছানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আ'যাবান্নার, ওয়া ছাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরি খাল্‌ক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজ্‌মাঈন। বিরাহমাতিকা ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল দান কর এবং দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাও। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণ ও তাঁহার সহচরগণের উপর তোমার শান্তি বর্ষিত হউক।

দোআ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ * وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ * اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈ'নুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুসনী আ'লাইকাল খাইর। ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ' ওয়া নাত্‌রুকু মাঁই ইয়াফ্‌জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ'– ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজূ রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখশা- আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল্‌ কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

নামাযের সময় ও নিয়তসমূহ

ফজরের নামায

ফজরের নামায মোট চারি রাকআত– দুই রাকআত সুন্নত এবং দুই রাকআত ফরয। সোবহে সাদেক হইতে ফজরের নামায শুরু হয় সূর্য উদয়ের আগেই পড়িতে হয়।

সূর্য পূর্বাকাশে লাল হইয়া উঠিতে শুরু করিলে তখন কোন নামাযই জায়েয নহে। এমনকি ফজরের কাযা পড়িতে হইলেও সূর্য পূর্ণরূপে উদয় হইলে পড়িবে।

ফজরের ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ফাজরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ফাজরি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামায

যোহরের নামায মোট ১২ রাকআত। প্রথম চারি রাকআত সুন্নত, পরে চারি রাকআত ফরয এবং ফরযের পরে দুই রাকআত সুন্নত ও দুই রাকআত নফল। সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিম দিকে একটু হেলিয়া পড়িলেই যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং কোন কিছুর ছায়া দ্বিগুণ হইলে শেষ হয়।

যোহরের ৪ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতি যযোহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের ৪ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাক্‌আতি সালাতি যযোহ্‌রি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আক্‌বার।

যোহরের ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতি যযোহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের ২ রাকআত নফল নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিন নাফলি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের নামায

আসরের নামায মোট ৮ রাকআত। ৪ রাকআত সুন্নতে যায়েদা অর্থাৎ নফলের মত। পড়িলে সওয়াব হইব, না পড়িলে কোন প্রকার গোনাহ হইবে না। কোন লাকড়ির ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হইতে সূর্যাস্তের ১৫/২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে।

আসরের ৪ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল আ'সরি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের ৪ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল আ'সরি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামায

সূর্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং আকাশের পশ্চিম প্রান্তস্থিত লাল রং মিটিয়া যাওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এই নামাযের ওয়াক্ত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

মাগরিবের নামায মোট সাত রাকআত। প্রথম তিন রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নতে মোআক্কাদা, তারপর দুই রাকআত নফল।

মাগরিবের ৩ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাকআতি সালাতিল মাগরিবি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল মাগরিবি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার নামায

সূর্যাস্তের পর আকাশের লাল রং ডুবিয়া যে সাদা রং দেখা যায়, উহা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং সোবহে সাদেক অর্থাৎ রাতের একেবারে শেষে পূর্বাকাশে উত্তর দক্ষিণে যে সাদা রেখা সৃষ্টি হয় তাহার পূর্ব পর্যন্ত বলবত থাকে। তবে মধ্য রাতের পর এশার নামায পড়া মাকরূহ। রাত ১২টার আগেই পড়িয়া নেওয়া উচিত। এশার নামায বেতের ও বেতের পরবর্তী নফলসহ মোট পনর রাকআত। নফল দুই রাকআতের হুকুম অন্যান্য নফলের মতই। বেতের যদিও ভিন্ন এক ওয়াক্ত নামায এবং ওয়াজিব, তবু সাধারণত এশার সাথেই পড়া হয় বলিয়া এই নামাযকেও এশার ওয়াক্তের সহিতই হিসাব করা হয়। তবে যাহারা রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়িতে অভ্যস্ত এবং শেষ রাতে জাগিয়া যাইবে বলিয়া নিজের উপর আস্থা আছে, তাহারা বেতের তাহাজ্জুদের পরে পড়াই উত্তম।

এশার ৪ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল এশায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ৪ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতিল এশায়ি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ২ রাকআত সুন্নত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল এশায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এশার ২ রাকআত নফল

এই নফল নামায দুই রাকআতও অন্যান্য নফলের নামাযের ন্যায় পড়িবে, নিয়তও সেরূপই। তারপর তিন রাকআত বেতের নামায পড়িবে।

৩ রাকআত বেতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাকআতি সালাতিল বিতরি ওয়াজিবুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমুয়ার নামাযের সুন্নতসমূহ ও তার ফজিলত

❒ জুমুয়ার দিন যত শীঘ্র সম্ভব মসজিদে চলে যাওয়া। যত আগে যাওয়া যাবে ততই বেশী সাওয়াবের অধিকারী হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

❒ জুময়ার নামায আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া। কেননা, প্রতি কদমের জন্য এক বছরের রোযার ছওয়াব পাওয়া যায়। (তিরমিযী)

❒ ফজরের নামাযের প্রথম রাকয়াতে ইমাম "আলিফ-লাম-মিম, সিজদাহ" এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে "হাল আতাকা হাদীছুল গাশীআহ্ পাঠ করা। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম করা। (সিহাহ্)

❒ বৃহস্পতিবার হতেই জুময়ার নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। যেমন ঃ কাপড় পরিষ্কার করা, সুগন্ধি থাকলে তা কাপড়ে লাগিয়ে রাখা, দাড়ি পরিষ্কার করা, গুপ্তস্থানের পশমসমূহ পরিষ্কার করা। আর বৃহস্পতিবার আসর নামাযের পর বেশী ইস্তেগফার করা। (এহইয়াউল উলুম)

❒ জুময়ার দিন গোসল করা, মাথায় চুল থাকলে তা কেটে ফেলা করা এবং শরীরকে ভালভাবে পরিষ্কার করা মেসওয়াক করা সার্থনুযায়ী ভাল কাপড় পরিধান করা, সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং হাত পায়ের নখ কেটে ফেলা। (এহইয়াউল উলুম)

❒ জুময়ার নামাযের প্রথম রাকয়াতে সূরা জুময়া ও দ্বিতীয় রাকয়াতে "সূরা মুনাফিকুন" অথবা প্রথম রাকয়াতে সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা ও দ্বিতীয় রাকয়াতে হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" পাঠ করা।

❒ জুম'য়ার নামাযের পূর্বে অথবা পরে কেউ সূরা কাহাফ্ পাঠ করলে তার জন্য আরশের নীচ হতে আসমান বরাবর লম্বা এক নূরের জ্যোতি প্রকাশ পায়। যা অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্বিয়ামতের দিনে তার কাজে আসবে এবং পূর্ববর্তী জুম'আর হতে এ পর্যন্ত তার যত গোনাহ হয়েছে সব মাফ হয়ে যাবে। এখানে গুনাহে ছগিরার কথা বলা হয়েছে। (সফরুসছাআ'দাত)

❒ জুময়ার দিন বেশী বেশী করে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। জুময়ার নামাযের জন্য মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস এরূপ ছিল যে, যখন সমস্ত লোক একত্রিত হত ঠিক তখনই তিনি তাশরীফ নিতেন এবং উপস্থিত রোকদের সালাম দিতেন। অতঃপর হযরত বেলাল রাদ্বিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খুৎবার আযান দিতেন। আযান শেষে তিনি (দঃ) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করা আরম্ভ করতেন।

❒ মসজিদের মিম্বর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন। কখনও কখনও মেহরাবের নিকটতম কাঠের খাম্বার সাথে হেলান দিতেন। সেখানে তিনি (দঃ) খুতবা পাঠ করতেন। মিম্বর তৈরি হওয়ার পর লাঠি ইত্যাদি জিনিসের উপর ভর দেয়ার কোন উল্লেখ নেই। তিনি দুই খুৎবা পড়তেন এবং দুই খুৎবার মাঝে কিছু সময় বসতেন এবং ঐ সময় তিনি কোন কথা বা কাজ

করতেন না এবং কোন দোয়াও পাঠ করতেন না। দ্বিতীয় খুৎবা শেষ হলে হযরত বেলাল (রাঃ) ইকামত বলতেন এবং মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করে দিতেন।

❒ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) চার রাকয়াত নামায আদায় করতেন উভয় রেওয়ায়েতের উপর আমল করাটাই উত্তম অর্থাৎ জুময়ার পর প্রথম চার রাকয়াত সুন্নত আদায় করে তারপর দুই রাকয়াত সুন্নত আদায় করে নেয়া। (তাহাবি)

জুমআর নামায

প্রতি শুক্রবার যোহরের সময় যোহরের নামাযের পরিবর্তে মসজিদে জামাআতের সহিত দুই রাকআত ফরয নামায পড়িতে হয়, ইহাকে জুমআর নামায বলে। মুসাফির, ব্যাধিগ্রস্ত, খোঁড়া, গোলাম, উন্মাদ, নাবালেগ ও অন্ধের জন্য জুমআ ফরয নহে। যদি তাহারা ইচ্ছা করিয়া পড়ে তবে দুরস্ত হইবে। জুমআর পূর্বে দুইটি খোতবা পড়া ও ইমাম ছাড়া তিন জন লোক হওয়া প্রয়োজন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে জুমআর নামায দুরস্ত হইবে না।

জুমআর নামায মোট ১৮ রাকআত। প্রথম– তাহিয়্যাতুল অযু ২ রাকআত। দ্বিতীয়– দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত। তৃতীয়– কাবলাল জুমআ ৪ রাকআত। চতুর্থ– ফরয ২ রাকআত। পঞ্চম– বাদাল জুমআ ৪ রাকআত। যষ্ঠ– ওয়াক্তের সুন্নত ২ রাকআত। ৭ম– নফল ২ রাকআত। নফল ২ রাকআত ইচ্ছাধীন ব্যাপার। পড়িলে সওয়াব হইবে, না পড়িলে গোনাহ নাই। তাহিয়্যাতুল অযু ও দুখুলুল মজসিদ শুধু জুমআর দিনই পড়িতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং অন্য সময়ও যখনই অযু করিবে বা মসজিদে প্রবেশ করিবে, তখনই এই নামায পড়া সুন্নত এবং পড়িলে অশেষ সওয়াব হয়। কাবলাল জুমআ এবং ফরযের পরের বাদাল জুমআ চারি রাকআত ও দুই আকআত সুন্নতে মোআক্কাদা। শেষের দুই রাকআতকে সুন্নাতুল ওয়াক্ত বলা হয়। এই দশ রাকআত নামায কোন শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছাড়িয়া দিলে কঠোর গোনাহ হইবে।

তাহিয়্যাতুল অযু ২ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّحِيَّةِ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিত্ তাহিয়্যাতুল ওযুয়ে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুখুলুল মসজিদ ২ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الدُّخُوْلُ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই সালাতিদ দুখুলুল মাসজিদি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

কাবলাল জুমআ ৪ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতি সালাতি ক্বাবলাল জুমুআতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুমআর ২ রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ
الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى
جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসকিতা আন জিম্মাতি ফারদু যযোহরি বিআদায়ি রাকআতাই সালাতিল জুমুআতি ফারদুল্লাহি তাআলা একতাদাইতু বিহাযাল ইমামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বা'দাল জুমআর ৪ রাকআত নামাযের নিয়ত

ফরয দুই রাকআতের পরে চার রাকআত বা'দাল জুমআর নামায আদায় করিবে। এই নামায সুন্নতে মোআক্কাদা। নিয়ত এই –

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকআতে সালাতি বা'দাল জুমুআতি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সুন্নাতুল ওয়াক্ত ২ রাকআত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ওয়াক্তি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দরূদ শরীফের (মর্তবা) ফযীলত

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে , সে দরূদ শরীফ আমার নিকট পেশ করা হয়। (মুছতাদরাক)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কেউ আমার উপর সালাম প্রেরণ করে তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার রূহ ফিরায়ে দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর দেই। (যাদুল সায়ীদ)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাকের অনেক ফেরেশতা এ কাজে নিযুক্ত আছেন যে, তাঁরা সে সালাম আমার কাছে পৌছায়ে দেন। (নাসায়ী শরীফ)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে শুভ সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ঘোষণা দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি রহমত অবতির্ণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করব। আমি এ শুভসংবাদ শুনে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায় পড়ে শুকুর (কৃতজ্ঞতা) আদায় করলাম।

➢ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে

আল্লাহর হাবীব ! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি। আমি প্রত্যহ কি পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করব ? মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পরিমাণ তোমার মনে চায়। আমি বললাম (প্রত্যহ অযিফার) এক চতুর্থাংশ সময় আমি দরূদ শরীফ পাঠ করব ? (অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ সময় অন্য অজিফা পাঠ করব)। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে পরিমাণ তোমার মনে চায়। তবে যদি দরূদ শরীফের পরিমাণ বাড়াও তবে তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক পরিমাণ সময় আমি দরূদ শরীফ পাঠ করব ? তিনি বললেন, যা তোমার মনে চায়, তবে যদি তুমি আরো বেশী পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ কর, তা হলে আরো উত্তম। আমি বললাম, তা হলে আমি কেবল দরূদ শরীফই (আমার অযিফার সময়) পাঠ করব। তিনি বললেন, তা হলে তোমার সব চিন্তার অবসান হবে এবং তোমার গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। (মুসতাদ রাক)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেন, তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়ায়ে দেন এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দেন। (নাসায়ী শরীফ)

➢ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দরূদ শরীফ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ পাক সত্তরটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতারা তার জন্য সত্তর বার দু'আ করেন। (ত্বাবরানী)

➢ হযরত আনাস রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের নীচে ছায়া পাবে। (দায়লামী)

আয়াতুল কুরসী

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িলে অশেষ সওয়াব হয়। ইহা স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসীর বহু ফযীলত ও উপকারিতার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔ لَاتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ۔ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ۔ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। লা তা'খুযুহু ছিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফি ছছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াছিয়া কুরছিয়্যুহু সসামাওয়াতি ওয়াল আরদা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে পড়ার তাসবীহ্

❑ নিম্নের তাসবীহসমূহ নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে ১০০ বার করে পাঠ করলে, আল্লাহর রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হবে।

ফজর নামাযে هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম)

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক) জাবিত ও স্থায়ী

যোহর নামাযে هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল আ'লিয়্যুল আ'যীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক) বিরাট ও মহান।

আসর নামাযে هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়ার রাহ্মানুর রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক কৃপাময় ও করুণাময়।

মাগরিব নামাযে هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল গফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।

এশার নামাযে ঃ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্ লাত্বীফুল খাবীর।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ পাক) পবিত্র ও অতি সতর্ক।

এছাড়া প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার মোট একশতবার পাঠ করলে অশেষ নেকী লাভ হবে এবং রিযিক বৃদ্ধি হবে ও বরকত পাবে।

তাহাজ্জুদের নামায

হাদীসে আছে, আল্লাহ পাক শেষ রাত্রে বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেন এবং ডাকিয়া বলেন, হে বান্দাগণ! আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি মঞ্জুর করিব। সুতরাং তাহাজ্জুদের নামায অতিশয় ফযীলতের নামায। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যহ সোবহে সাদেকের আগে এই নামায আদায় করিতেন। এমনকি এই নামায তাঁহার উপর ফরয করা হইয়াছিল।

তাহাজ্জুদ নামায দুই রাকআত হইতে বার রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। নিম্নোক্ত নিয়ত দ্বারা এই নামায এক সালামে দুই দুই রাকআত করিয়া আদায় করিবে।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিত তাহাজ্জুদে, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

কাযা নামায

কোন কারণে সময়মত নামায পড়িতে না পারিলে ঐ নামায অন্য সময় পড়াকে কাযা বলে। কোন কারণ ছাড়া নামায ত্যাগ করিলে কঠিন গোনাহ হইবে। পাঁচ ওয়াক্ত বা উহার কম নামায কাযা হইলে তারতীব সহকারে পড়া ফরয। অর্থাৎ পূর্বের কাযা নামায বাকী থাকিতে ওয়াক্তের নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। পূর্বের নামাযের কাযা পর পর পড়িয়া উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়িতে হয়। কাযা নামায আদায় না করিয়া ওয়াক্তের নামায নিম্নের তিন কারণের যে কোন এক কারণে পড়া যায়–

১। সময় অল্প বা সংকীর্ণ হইলে। ২। কাযা নামাযের কথা মনে না থাকিলে। ৩। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা হইলে।

কাযা নামাযের নিয়ত করার নিয়ম নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ফজরের ওয়াক্ত দিয়া দেখানো হইয়াছে। যে ওয়াক্তের নামায পড়া হইবে সে ওয়াক্তের নাম বলিতে হইবে।

কাযা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ফাজরিল ফায়েতাতি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামায কাযা হইলে 'আরবাআ' রাকআতি সালাতিয যোহরে', আসর হইলে আরবাআ রাকআতি সালাতিল আসরি', মাগরিব হইলে 'সালাসা রাকআতি সালাতিল মাগরিবে' ও এশা হইলে 'আরবাআ রাকআতি সালাতিল এশায়ে' বলিতে হইবে।

কসর নামায

নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পায়ে হাঁটিয়া বা যেকোন প্রকার যানবাহনযোগে তিন দিবা-রাত্র বা তদূর্ধ্ব সময়ের পথ অতিক্রম করার মনস্থ করাকে সফর বলে। যে সফর করে তাহাকে মুসাফির বলে। মুসাফির সফরে চারি রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকআত পড়িবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নামাযকে "কসর নামায" বলে। দুই বা তিন রাকআত ফরয এবং সুন্নতের কসর নাই। তিন দিন রাত বা তদূর্ধ্ব পথের অধিক দূর যাইয়া ১৫ দিনের কম সময় সেখানে অবস্থান করিলে তবেই কসর পড়িবে। মুসাফির মুকীমের (স্বগৃহের বাসিন্দা) পিছনে নামায পড়িলে চারি রাকআতই পড়িবে। কিন্তু মুকীম মুসাফিরের পিছনে নামায পড়িলে ইমাম দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাইবে ও মোকতাদী অবশিষ্ট নামায চুপে চুপে আদায় করিবে। মুসাফির চারি রাকআত বিশিষ্ট নামায কসর না করিয়া পুরা আদায় করিলে তাহার নামায হইবে না। কসরের হুকুম অমান্য করিলে গোনাহগার হইবে। মুসাফিরের জন্য রমযান মাসে সফরজনিত কারণে কষ্ট না হইলে রোযা রাখা জায়েয, কষ্ট হইলে রোযা ভঙ্গ করার সুযোগ রহিয়াছে।

রেল, জাহাজ, নৌকা ইত্যাদিতে চলন্ত অবস্থায় বসিয়া আর নৌকা জাহাজ ইত্যাদি তীরে থাকিলে দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। তীর সংলগ্ন ভূমি নামাযের জন্য অসুবিধাজনক হওয়া বা নিকটে কোন মসজিদ না থাকা ইত্যাদি কারণ ব্যতীত নৌকা বা জাহাজে নামায শুদ্ধ হইবে না। দাঁড়ানো না গেলে যানবাহনে বসা অবস্থায় নামায পড়া দুরস্ত আছে।

অসুস্থ ব্যক্তির নামায

যে অবস্থায়ই হউক না কেন, ওয়াক্তমত নামায আদায় করিতে হইবে। অযু করিলে যদি পীড়া বৃদ্ধি পায় তবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িতে হইবে। দাঁড়াইতে অসমর্থ হইলে বসিয়া এবং তাহাতেও যদি অক্ষম হয় তবে পশ্চিম দিকে পা রাখিয়া চিৎ অবস্থায় মাথার ইশারায় নামায আদায় করিবে। যদি রুকু-সেজদা করিতে না পারে তবে বসিয়া ইশারায় নামায পড়িবে। ইহাতেই পীড়িত ব্যক্তির নামায আদায় হইবে। ইশারায়ও রুকু সেজদা আদায়ে অক্ষম হইলে তখনকার জন্য বাদ রাখিয়া পরে শক্তি সামর্থ হইলে কাযা আদায় করিবে।

এশরাকের নামায

সূর্য পুরাপুরি উঠিলে দুই রাকআতের নিয়তে ৪ রাকআত নামায পড়িতে হয়। ইহাকে এশরাকের নামায বলে। নিয়ত অন্যান্য সুন্নত নামাযের মত। শুধু ওয়াক্তের নামের স্থানে সালাতিল এশরাক বলিতে হইবে।

চাশতের নামায

সাধারণত নাশতা খাওয়ার সময় অর্থাৎ বেলা এক প্রহর হইলে এই নামায পড়িতে হয়। নফল নিয়তসহ সূরা ফাতেহার সহিত অন্য যেকোন সূরা মিলাইয়া দুই দুই রাকআত করিয়া পড়িবে। এই নামায ৮ রাকআত। কাহারো কাহারো মতে ১২ রাকআত।

সালাতুয যোহা

বেলা ৯টা হইতে ১২টার পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাকআত বা তদূর্ধ্বে ১২ রাকআত পর্যন্ত এই নামায পড়া যায়। দুই রাকআতের নিয়তে পড়াই উত্তম। নিয়ত অন্যান্য নামাযের মতই। শুধু ওয়াক্তের নাম পরিবর্তন করিয়া বলিতে হইবে।

সালাতুল আউয়াবীন

ইহা নিম্নে ৬ রাকআত এবং উর্ধ্বে বিশ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। মাগরিবের পর আউয়াবীন নামায রীতিমত পড়িলে কবর আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইস্তেখারা নামাযের সুন্নত তরীকাসমূহ

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এভাবে সালাতুল এস্তেখারার প্রশিক্ষণ দিতেন, যেভাবে কোরআন মজিদের তা'লিম দিতেন, বলতেন, যখন তোমাকে কোন বিষয় চিন্তা-ভাবনায় ফেলে দেয়। অর্থাৎ কি করবে, কি করবে না এমনি দো-দুল্যমান অবস্থায় ফেলে দেয়। এ মতবস্থায় দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করে নিবে, আর নামায শেষে নিম্নের দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ ـ خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ اَوْخَيْرًا لِّىْ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ ـ اِنْ كَانَ شَرًّا لِّىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ (ابن مجه)

অতঃপর মনে যে খেয়াল আসবে তাকেই উত্তম মনে করে কাজে হাত দিবে। (ইবনে মাজাহ্)

ছালাতুল হাজত নামায আদায় করার ফজিলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, কোন ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালার নিকট অথবা তাঁর কোন বান্দার নিকট কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তখন তার কর্তব্য ভালভাবে ওযু করে দু'রাকয়াত নফল নামায আদায় করে নিম্নের দোয়া পাঠ করা।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ اَسْأَلُكَ اَنْ لَّا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীমু সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মোওজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লী বিররাও ওয়াসসালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন আসআলুকা আল্লা তাদউ লী যামবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মা ইল্লা ফাররাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিইয়া রিদ্বান ইল্লা ক্বাদ্বায়তাহা লী।

ছালাতুত তাসবীহ নামাযের ফজিলত

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা স্বীয় চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, হে চাচাজান! আমি আপনাকে একটা উপহার দিব ? আপনাকে কি কিছু বখশিশ দিব ? আপনাকে কি দশটা জিনিসের মালিক বানিয়ে দিব ? আপনি যদি সে কাজ করেন তবে আল্লাহ পাক আপনার পূর্বাপর নতুন ও পুরাতন, ছোট, বড়, প্রকাশ্যে গোপনে করা গুনাহসমূহকে মাফ করে দিবেন, তাহল চার রাকয়াত নফল নামায ছালাতুত তাসবীহের নিয়তে নামায আদায় করবেন।

প্রতি রাকয়াতে সুরা ফাতেহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পনের বার পাঠ করা। পরে রুকুতে এ তাসবীহ দশবার, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দশবার অতঃপর সেজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে উঠে দশবার পুনরায় সেজদায় গিয়ে দশবার। দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসে দশবার পাঠ করবে। সর্বমোট পঁচাত্তরবার হল। এভাবে প্রতি রাকয়াতে পঁচাত্তরবার করে চার রাকয়াত নামাযে তিনশত বার পাঠ করা। সম্ভব হলে প্রত্যহ একবার অন্যথায় প্রতি শুক্রবারে একবার, তাও না হলে প্রতি মাসে একবার, এটাও না হলে প্রতি বছরে একবার। আর এটাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও আদায় করে নিবে।

সালাতুত তাসবীহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, হে চাচাজান ! আপনি যদি পারেন প্রতিদিন এই চারি রাকআত নামায আদায় করিবেন। তা সম্ভব না হইলে প্রতি সপ্তাহে একবার, তাও যদি না হয় মাসে একবার, তাও যদি না হয় বৎসরে একবার, নচেত জীবনে একবার ত পড়িবেনই। ইহাতে আপনার জীবনের আগে পিছের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

এই নামাযের নিয়তও সুন্নত নামাযের মতই। কোন সূরাও নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু প্রতি রাকআতে ৭৫ বার করিয়া মোট ৩ শত বার নিম্নের তসবীহ পাঠ করিতে হইবে। প্রথম রাকআতে আলহামদুর পর সূরা পড়িয়াই ১৫ বার, তারপর রুকুতে গিয়া রুকুর তসবীহ পড়ার পর ১০ বার, রুকু হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ১০ বার, প্রথমে সেজদায় সেজদার তসবীহ পড়িয়া ১০ বার, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসিয়া ১০ বার, দ্বিতীয় সেজদার তসবীর পর ১০ বার, সেজদা হইতে উঠিয়া বসিয়া ১০ বার, সর্বমোট ৭৫ বার– এই রাকআতের ন্যায় প্রতি রাকআতে পাঠ করিয়া

নামায শেষ করিবে। ইহাতে চারি রাকআতে মোট তিনশ' বার তসবীহ পড়া হইবে। তসবীহটি নিম্নে দেওয়া গেল–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

নামাযের সূরাসমূহ

সূরা ফাতেহা (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔ اٰمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর-রাহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈ'ন। ইহ্‌দিনা সসিরাত্বাল মুসতাক্বীম, সিরাত্বাল্লাজীনা আন্‌আ'মতা আলাইহিম; গা'ইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক, পরম দাতা, দয়ালু এবং শেষ দিবসের সর্বময় কর্তা। হে আল্লাহ ! আমরা (সর্বক্ষেত্রে) একমাত্র তোমারই দাসত্ব বা বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে (সব ব্যাপারে) সাহায্য চাই। আমাদিগকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত কর। তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথে, (তোমার) অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তদের পথে নহে। হে আল্লাহ! কবুল কর।

সূরা কদর (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۔ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۔ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۔ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۔

উচ্চারণ ঃ ইন্না আন্‌যাল্‌নাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি, ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদ্‌রি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম্ মিন্ আলফি শাহ্‌র। তানাযযালুল মালাইকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন্ কুল্লি আমরিন্ সালাম। হিয়া হাত্তা মাত্বলাইল ফাজ্‌রি।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি কোরআন শরীফ শবে কদরে (সম্মানিত রাত্রে) নাযিল করিয়াছি এবং তুমি কি জান শবে কদর কি ? শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রূহসমূহ তাহাদের প্রতিপালকের আদেশমত প্রত্যেক কার্যের জন্য নামিয়া আসে। শান্তি (বিরাজ করে) ইহাতে (অর্থাৎ এই রাত্রে) ফজর হইবার সময় পর্যন্ত।

সূরা আ'ছর (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্ আ'ছরি ; ইন্নাল্ ইন্‌সানা লাফী খুস্‌রিন। ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াছাও বিল্‌হাক্কি ; ওয়া তাওয়াছাও বিছ্‌ছব্‌রি।

অর্থ ঃ মহাকাল বা যুগের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা নহে যাহারা ঈমান আনিয়াছে বা বিশ্বাস করিয়াছে, আর যাহারা নেক আমল বা সৎকর্ম করিয়াছে এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় পরস্পরকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, আর ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দিয়াছে।

সূরা ফীল (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۔ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۔ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۔ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۔

উচ্চারণ ঃ আলাম তারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বিআছ্হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী- তাদলীল। ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বাইরান্ আবাবীল। তারমীহিম বিহ্জিারাতিম্ মিন্ ছিজ্জীল। ফাজাআ'লাহুম কাআ'সফিম্ মা'কূল।

অর্থ ঃ হস্তিবাহিনীর সহিত তোমার প্রভু কিরূপ আচরণ করিলেন তাহা কি তুমি লক্ষ্য কর নাই ? তিনি কি তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন নাই ? অনন্তর তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইলেন কংকর আনিয়া তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে চর্বিত তৃণের মত করিয়া দিলেন।

সূরা কুরাইশ (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ـ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ ـ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ الَّذِىْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

উচ্চারণ ঃ লিঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফিহিম, রিহ্লাতাশ্ শিতায়ি ওয়াছ্ ছাইফ। ফালইয়া'বুদু রাব্বা হাযাল বাইতিল্লাযী আত্বআ'মাহুম মিন জূ-য়ি'ওঁ ওয়া আমানামাহুম মিন্ খাউফ্।

অর্থ ঃ কুরাইশরা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে শীত ও গ্রীষ্মে বাণিজ্যযাত্রায়। অনন্তর তাহাদের এই কাবা ঘরের প্রভুর এবাদত করা উচিত যিনি ক্ষুধায় তাহাদিগকে আহার দিতেছেন এবং শত্রুর ভয় হইতে নিরাপদ করিতেছেন।

সূরা মাউন (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আরাআইতাল্লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন, ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল্ ইয়াতীম, ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আ'লা ত্বোআমিল্ মিস্কীন, ফাওয়াইলুল্লিল্ মুসাল্লীন। আল্লাযীনা হুম্ আনসালাতিহিম্ সাহূন। আল্লাযীনা হুম্ ইউরাউনা ওয়া ইয়াম্নাউ'নাল্ মাউন।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে কেয়ামতকে মিথ্যা জ্ঞান করে ? অনন্তর সে ব্যক্তি যে অনাথকে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং দরিদ্রকে অন্ন প্রদান করিতে উৎসাহ দান করে না ; অনন্তর সেই নামাযীদের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম (ওয়ায়ল দোযখ), যাহারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যাহারা নামাযের প্রদর্শনী করে এবং (প্রতিবেশীদিগকে) নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করে না।

সূরা কাফিরূন (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ـ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া-আইয়্যুহাল্ কাফিরূন, লা- আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়ালা আনতুম আ'বিদূনা মা- আ'বুদ। ওয়া লা- আনা আ'বিদুম্ মা- আ'বাত্তুম। ওয়া লা- আনতুম আ'বিদূনা মা- আ'বুদ। লাকুম্ দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ ! (সঃ) বলুন, হে কাফেররা ! আমি তাহার এবাদত করি না যাহার তোমরা অর্চনা কর। পক্ষান্তরে তোমরাও তাঁহার উপাসক নহ যাঁহার আমি এবাদত করি। তেমনি আমি ঐ সকল দেবতার উপাসক নহি যাহার পূজা তোমরা কর এবং তোমরা তাঁহার উপাসক নহ যাঁহার আমি এবাদত করি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (নির্দিষ্ট) এবং আমার জন্য আমার ধর্ম (ইসলাম নির্ধারিত)।

সূরা কাওসার (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ـ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'ত্বাইনা কালকাওসার। ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আব্তার।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! নিশ্চয়ই তোমাকে আমি কাওসার (বেহেশতের হাউজ) দান করিয়াছি। অতএব আপন প্রতিপালকের উদ্দেশে নামায পড় এবং কোরবানী (উৎসর্গ) কর, নিশ্চয়ই তোমার শত্রু (লেজকাটা) নিঃসন্তান।

সূরা নাসর (মদীনায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ـ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইযা- জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখুলূনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগ্‌ফির্‌হু। ইন্নাহু কানা তাউয়াবা।

অর্থ ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসিল এবং আপনি (মুহাম্মদ) লোকদের দেখিতে পাইলেন, তাহারা আল্লাহর ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করিতেছে ; তখন আপনার প্রভুর গুণগান করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।

সূরা লাহাব (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ـ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ـ وَّامْرَأَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ـ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ـ

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা- আবী- লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা। মা আগ্‌না- আ'নহু মালুহূ- ওয়ামা কাসাব। সাইয়াসলা-নারান্ জাতা লাহাবিওঁ ওয়ামরাআতুহু, হাম্মালাতাল হাত্বাব্। ফী- জী-দিহা- হাবলুম্ মিম্ মাসাদ্।

অর্থ ঃ আবু লাহাবের হাত দুইটি ধ্বংস হউক, সে নিজে ধ্বংস হউক। তাহার ধন-সম্পদ এবং যাহা কিছু সে উপার্জন করিয়াছে কিছুই তাহার কাজে আসিবে না। শীঘ্রই সে শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে এবং তাহার (কাঠের বোঝা বহনকারিণী) স্ত্রীরও গ্রীবাদেশে খেজুরের আঁশ নির্মিত রশি বাঁধা থাকিবে।

সূরা এখলাস (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ـ أَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ্ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্।

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কাহারও জাত নহেন; আর তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

সূরা ফালাক্ব (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব্। ওয়া মিন শাররি ন্নাফ্‌ফাসাতি ফিল উ'ক্বাদ্। ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ্।

অর্থ ঃ বলুন [হে মুহাম্মদ (সঃ)]! আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় চাহিতেছি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট হইতে এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হইতে, যখন উহা আচ্ছাদিত করে, আর (মন্ত্র পড়িয়া) গিঁটসমূহে ফুঁকদাত্রীদের অনিষ্ট হইতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস (মক্কায় অবতীর্ণ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ إِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল্ আউ'যু বিরাব্বিন্নাস। মালিকি ন্নাস। ইলাহি ন্নাস। মিন শাররিল্ ওয়াস্ওয়াসিল্ খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াসওয়েসু ফী সুদূরি ন্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ [সঃ])! আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে। মানুষের প্রভুর নিকট, মানুষের উপাস্য প্রভুর নিকট, অন্তরে সদা পলায়নপর শয়তানের প্ররোচনার অনিষ্ট হইতে, যে (শয়তান) মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়, জ্বিন ও মানুষের মধ্য হইতে।

শবে বরাতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَائَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতি লাইলাতিল বারাআতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কদর একবার ও সূরা এখলাস যতবার সুবিধা পড়া যায়। অথবা সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী একবার ও সূরা এখলাস তিনবার পড়িতে পারা যায়। সূরা ফাতেহার সহিত অন্য সূরা মিলাইয়া পড়িলেও কোন ক্ষতি হইবে না। দুই দুই রাকআত করিয়া মোট বার রাকআত নামায পড়িতে হয়। নামায শেষে দোআ, দরূদ, কালেমা, সূরা ইয়াসীন, সূরা আররাহমান প্রভৃতি পাঠ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

শবে বরাত এর আমল

'বরাত' শব্দের অর্থ মুক্তি এবং 'শব' এর অর্থ রাত। অতএব 'শবে বরাত' এর অর্থ মুক্তির রাত। এই রাতে আল্লাহ তায়ালা অভাব-অনটন, রোগ-শোগ ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানান এবং তাঁর নিকট চাইলে তিনি এসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, তাই এ রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। শাবান মাসের ১৫ই রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতই হল এই শবে বরাত। হাদীস শরীফের আলোকে এবং ফিক্‌হের কিতাবে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী শবে বরাত উপলক্ষ্যে ৬টি আমলের কথা প্রমাণিত হয় ঃ

১। ১৪ই শাবান দিবাগত রাত জাগরণ করে নফল ইবাদত বন্দেগী, যিক্র-আযকার ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা। এ রাতে যেকোন নফল নামায পড় ন, যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন– কোন নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে পড়া জরুরী নয়। যত রাকআত ইচ্ছে পড়তে পারেন। আরও মনে রাখবেন নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। একান্ত যদি ঘরে নামায পড়ার পরিবেশ না থাকে তাহলে মসজিদে পড়তে পারেন। বর্তমানে শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষ্যে ইবাদত করার জন্য মসজিদে ভীড় করার একটা প্রথা হয়ে গিয়েছে– এর ভিত্তিতে কোন কোন মুফতী শবে বরাত ও শবে কদরে ইবাদত করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়াকে মাকরূহ ও বিদআত বলে ফতুয়া দিয়েছেন। এর জন্য ফাতাওয়া মাহমূদিয়া দেখুন। তাই যথা সম্ভব ঘরেই ইবাদত করা উত্তম।

২। এ রাতে বেশী বেশী দুআ করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের পর থেকে ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আসমানে এসে মানুষকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য, রিযক চাওয়ার জন্য, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও বিভিন্ন মাকসুদ চাওয়ার জন্য আহ্বান করতে থাকেন, তদুপরি আর এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই রাতে মানুষের সারা বৎসরের হায়াত-মওত ও রিজিক-দৌলত ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে। অতএব এ রাতে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী করে দুআ করা চাই।

৩। হাদীস শরীফে আছে, এই রাতে নবী করীম (সাঃ) কবরস্থানে গিয়েছিলেন এবং মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন, তাই এই রাতে কবর যিয়ারতে যাওয়া যায়। তবে নবী (সাঃ) কবরস্থানে একাকী গিয়েছিলেন– কাউকে সাথে নিয়ে আড়ম্বর সহকারে যাননি। তাই এ রাতে দলবল নিয়ে সমারোহ না করে আড়ম্বরের সাথে না গিয়ে নীরবে কবর যিয়ারতেও যাওয়া যায়।

৪। নবী (সাঃ) মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন। এটা ইছালে সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ রাতে মৃতদের জন্য দুআ করা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতেও ইছালে সওয়াব করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কিছু দান খয়রাত করে বা কিছু নফল ইবাদত বন্দেগী করে তার সওয়াব মৃতদেরকে বখশে দেয়া। এরূপ করাও উত্তম হবে।

৫। পরের দিন অর্থাৎ, ১৫ই শাবান নফল রোযা রাখা উত্তম।

৬। শবে বরাতে (১৪ই শাবান দিবাগত রাতে) গোসল করাও মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ১ম খণ্ড, বেহেশতী গাওহার)

উপরোল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত শবে বরাত উপলক্ষ্যে আর বিশেষ কোন আমল কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। শবে বরাত উপলক্ষ্যে হালুয়া রুটি তৈরি করা, মোমবাতি জ্বালানো, আতশবাজী ও পটকা ফোটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এগুলো প্রথা, বিদআত ও গোনাহের কাজ।

রোযা

রমযানের চাঁদ যে সন্ধ্যায় দেখা যায়, তাহার পরের দিন হইতে পরবর্তী শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পুরা একমাস রোযা রাখা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মুসলমানের উপর ফরয। সোবহে সাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হইতে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযার নিয়ত করাও একটি ফরয। দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত না করিলে রোযা হইবে না।

রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন শাহরি রামাযানাল মোবারাকি, ফারযাল লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম।

ইফতার

সারা দিন পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া সূর্যাস্তের পর অনতিবিলম্বে ইফতার করিবে। বিনা দরকারে বিলম্বে ইফতার করা ইহুদীদের রীতি। সুতরাং অহেতুক বিলম্ব করিবে না। আর ইফতারের জন্য কোন উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীরও দরকার নাই। ইফতারের নিয়তে সামান্য কতটুকু পানি খাইয়া লইলেও চলিবে।

ইফতারের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াক্কালুত আলা রিযকিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

রোযা কত প্রকার ও কি কি

ফরয– রমযান মাসের রোযা ফরয এবং উহার কাযাও ফরয।

ওয়াজিব– মানতী রোযা এবং যে নফল রোযা শুরু করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে তাহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

সুন্নত– মহররম মাসের প্রথম দশ দিনের রোযা।

মোস্তাহাব– প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা। এই রোযাকে আইয়ামে বীয-এর রোযা বলা হয়। শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব।

নফল– উল্লিখিত দিনসমূহের রোযা ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য দিনে রোযা রাখা নফল।

হারাম– যিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ এবং দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

মাকরূহ তানযিহী– মহররম মাসে কেবল ১০ তারিখে রোযা রাখা, শুধু শুক্রবারে বা যেকোন মাত্র একদিন রোযা রাখা।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়

১। রোযা রাখিয়া ইচ্ছাপূর্বক কোন জিনিস পানাহার করিলে।

২। কোন প্রকারে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগ করিলে।

৩। সিঙ্গা দেওয়ার দরুন বা ভুলে কিছু পানাহারের পর রোযা ভঙ্গ হইয়াছে ভাবিয়া ইচ্ছাপূর্বক আহার করিলে।

রোযার কাফ্ফারা

রমযানের রোযা ভাঙ্গিলে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে নিম্নের যে কোন একটি করিতে হইবে।

(১) একজন ক্রীতদাসকে দাসত্ব বন্ধন মুক্ত করা। অথবা

(২) অনবরত ৬০ দিন রোযা রাখা বা ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দুই বেলা তৃপ্তির সহিত আহার করান বা উহার মূল্য দান করা।

যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয়

১। পরের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করিলে। ২। মিথ্যা কথা বলিলে ; অশ্লীল কথাবার্তা বলিলে। ৩। ইফতার না করিলে।

৪। দাঁত হইতে বাহির হওয়া বুটের চাইতে ছোট জিনিস চিবাইয়া খাইলে।

৫। গরমবোধে বার বার কুলি করিলে বা গায়ে ঠাণ্ডা কাপড় জড়াইলে অথবা গড়গড়া করিলে।

তারাবীর নামাযের বিবরণ

মাসআলা ঃ নারী-পুরুষ সকলের জন্য রমজান মাসে ইশার নামাযের পর বিশ রাকআত তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। দু'রাকআত করে পড়া উত্তম, চার রাকআত শেষে চার রাকআত পড়ার সময় পরিমাণ বসা মুস্তাহাব। (শামী ২/৪৩)

আরবী নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআ'তাই সালাতিত তারাবী-হ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়ত ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারাবীহ্‌র দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়্যাত করছি। আল্লাহু আকবার।

সূরা তারাবীহ্‌র নিয়ম

১। সূরা তারাবীহ্‌র মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে কুরআনের যে কোন অংশ বা যে কোন সূরা পড়তে পারবে অথবা দ্বিতীয় রাকআতে প্রতিবারই সূরা ইখলাছ পড়লেও জায়িয আছে। (শামী ২/৪৭, দারুল উলূম ৪/২৫১)

২। সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দশটি সূরার দ্বারা দশ রাকআত পড়ে আবার সূরা ফীল হতে নাস পর্যন্ত বাকী দশ রাকআত পড়ে নিবে। (শামী ২/৪৭)

রমযানের চাঁদ উঠিবার পর হইতে শাওয়াল মাসের চাঁদ না উঠা পর্যন্ত ১ মাস এশার নামাযের পর বেতের নামাযের পূর্বে দুই দুই রাকআত করিয়া ১০ সালামে ২০ রাকআত নামায আদায় করিতে হয়। এই নামাযকে তারাবীর নামায বলা হয়। এই নামায জামাআতের সহিত পড়া সুন্নতে মোআক্কাদায়ে কেফায়া। ওযরবশত একাও পড়া চলে। তারাবীহ নামাযে সারা রমযান মাসে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নত। যদি ইমাম হাফেয না হন তবে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস অথবা অন্য সূরা বা আয়াত পড়িবে। এই নামায একা পড়িলে বেতেরের নামাযও একা পড়িবে। কিন্তু তারাবীর নামায জামাআতে পড়িলে অধিক সওয়াব হইবে। তারাবীহ নামাযের নিয়ত করিয়া তাহরীমা বাঁধিয়া দুই রাকআত সুন্নত নামাযের মত পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

তারাবীহ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্আতাই সালাতিত তারাবীহি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তারাবীহ নামাযের দোআ

প্রতি চারি রাকআত শেষে বসিয়া নিম্নের দোআটি পড়া যায়। না পড়িলেও দোষের কিছু নাই; বরং পড়িতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ঠিক হইবে না।

سُبْحٰنَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحٰنَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ
وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ
وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানা যিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি, সোবহানা যিল্‌ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারূতি, সোবহানাল্ মালিকিল হাইয়িল্লাযী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামূতু আবাদান আবাদান, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

প্রতি চারি রাকআত শেষে উল্লিখিত দোআ পড়ার পর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়া নিম্নের দোআ পড়িয়া মোনাজাত করা যায়। বিশ রাকআত শেষে একত্রেও করা যায়। না করিলেও দোষের কিছু নাই। তবে খেয়াল রাখিতে হইবে যেন জামাআতে উপস্থিত লোকজনের কষ্ট না হয়।

তারাবীহ নামাযের মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ
وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا
خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল্ জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নারি, ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়াননারি, বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্‌ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালেকু ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা অজিরানা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

খতম তারাবীহ্‌র মাসায়িল

মাসআলা ঃ রমজান মাসে তারাবীহ্‌র মধ্যে তারতীব অনুযায়ী একবার কুরআন শরীফ খতম করা (পড়া/শুনা) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (শামী ২/৪৬)

মাসআলা ঃ তারাবীহর খতমের মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়া চাই, নতুবা শ্রোতাদের খতম পূর্ণ হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১৯)

মাসআলা ঃ নাবালেগের পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয নয়, চাই ফরয নামাযে হোক বা তারাবীহ্‌র নামাযে হোক। (আলমগীরী ১/১১৭)

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল লোকমা দিয়ে হাফেজকে পেরেশান করা নিষিদ্ধ। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৮)

মাসআলা ঃ তারাবীহতে এত দ্রুত তিলাওয়াত করা যা বুঝে আসে না এরূপ তিলাওয়াত ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৭)

মাসআলা ঃ হাফেজ সাহেব ভুলে গিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে অথবা বৈঠকে তাশাহ্‌হুদের আগে বা পরে চিন্তা করতে থাকেন এবং এর মধ্যে এক রুকন পরিমাণ (তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার পরিমাণ) সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহু দিতে হবে। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৭)

মাসআলা ঃ কোন আয়াত ভুলে থেকে গেলে বা ভুল পড়া হয়ে থাকলে পরবর্তী রাকআতে বা পরবর্তী তারাবীহ নিয়তে পড়ে নিতে হবে, নতুবা খতম পূর্ণ হবে না। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৯৪)

মাসআলা ঃ খতমের দিন তারাবীহ্‌র মধ্যেই খতম করার পর শেষ রাকআতে সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৫৯)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্‌র মধ্যে খতমের সময় সূরা এখলাছ তিনবার পড়া মাকরূহ। অর্থাৎ শরীয়তের বিশেষ নিয়ম মনে করে এরূপ আমল করা মাকরূহ। (হালাবী, আহসানুল ফাতওয়া ৩/৫০৯)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্‌র মধ্যে সূরা وَالضُّحٰى থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোর পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা মাকরূহ। নামাযের বাইরে এরূপ আমল করা যায়। (দারুল উলূম ৪/২৫০)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্‌র বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া জায়িয নয়, তবে হাফেজ সাহেবের যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়। (ফাতওয়া দারুল উলূম ৪/২৬৩, ২৮৯)

মাসআলা ঃ বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আট রাকাআত নয়। (দারুল উলূম ৪/২৬৯, ২৮৯)

মাসআলা ঃ তারাবীহ্‌র নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। মহিলাদের তারাবীহ্-র জামাআত করা মাকরূহ তাহরীমী। দুররে মুখতার ৯৮, দারুল উলূম ৪/২৬৬)

মাসআলা ঃ প্রতি চার রাকআত তারাবীহ্‌র পর এবং বিশ রাকাআতের পর বিতরের পূর্বে চার রাকআত পরিমাণ বিশ্রাম করা মুস্তাহাব। জামাআতের লোকদের কষ্ট হওয়ার বা জামাআতের লোক সংখ্যা কম হওয়ার আশংকা হলে এত সময় বিশ্রাম করবে না বরং কম করবে। (বেহেশতী গাওহার)

মাসআলা ঃ এই বিশ্রামের সময় চুপ করে বসে থাকা, তাসবীহ তাহলীল, তিলাওয়াত, দুরূদ পড়া বা নফল নামায পড়া সবই জায়িয। আমাদের দেশে যে সোবহানা যিল মুলকে ওয়াল মালাকূতে ...... তিনবার পড়ার প্রচলন আছে তাও জায়িয, তবে তাই পড়া জরুরী নয় বরং এই দুআ কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এর চেয়ে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বারবার পড়তে থাকা মুস্তাহাব। এবং এসব দুআ চিৎকার করে নয় বরং নিরবে কিংবা গুনগুন শব্দে পড়া নিয়ম। (ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ৪/২৭১)

তারাবীহ্‌র মুনাজাত সম্পর্কে মাসয়ালা

মাসআলা ঃ প্রত্যেক চতুর্থ রাকআতে মুনাজাত করা জায়েয আছে কিন্তু বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে দুআ করাই উত্তম। (বাংলা বেহেশতী জেওর ১ম খণ্ড) তবে কোথাও প্রতি চার রাকআতের পর মুনাজাত করলে কঠোরভাবে তাতে

বাধা দেয়া কিংবা না করা হলে মুসল্লীগণের পক্ষ থেকে ইমামকে করার জন্য হুকুম দেয়া সংগত হয়। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৭১)

মাসআলা ঃ যদি কেউ মসজিদে এসে দেখে এশার জামাআত হয়ে গিয়েছে এবং তারাবীহ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন তিনি একা একা এশা পড়ে নিয়ে তারপর তারাবীহ্র জামাআতে শরীক হবে। ইত্যবসরে যে কয় রাকআত তারাবীহ ছুটে গিয়েছে তা তিনি তারাবীহ ও বেতর জামাআতের সাথে আদায় করার পর পড়বেন। (ফাতাওয়া দারুলূ উলূম ৪/২৫২)

মাসআলা ঃ কেউ এসে দেখল বিতরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে এমতাবস্থায় এশার নামায আদায় করে বিতরের জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। তারপর তারাবীর নামায আদায় করবে। তেমনিভাবে এশার নামায আদায় করে তারাবীহ কয়েক রাকআত ছুটে গেলে বিতরের নামায জামাআতে আদায় করে বাকী তারাবীহ নামায আদায় করবে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৫২)

তারাবীহ্র নামাযের রাকআতে ভুল হলে

মাসআলা ঃ তারাবীহর নামাযে দু'রাক্আতের পর বৈঠক ছাড়াই তৃতীয় রাক্আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তিন রাক্আত পূর্ণ করে সেজদাহ সাহু আদায় করতঃ নামায শেষ করে তাহলে তিন রাক্আতের সবই বিফলে যাবে। শেষ বৈঠক আদায় না করার কারণে প্রথম দু'রাকআত ফাসিদ হয়ে যাবে এবং বাকী এক রাক্আত কোন কাজে আসবে না। এই অবস্থায় তারাবীহ দুই রাকআত নামায পুনরায় পড়তে হবে এবং স্বতন্ত্রভাবে আরো দুই রাকাত নফল পড়তে হবে। কারণ নফল নামাযে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে গেলে আরো দু'রাকাত নামায ওয়াজিব হয়ে যায়। (শামী ২/৩২,আলমগীরী ১/১১৩)

মাসআলা ঃ আর যদি দুই রাকাতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে তৃতীয় রাকাতের জন্য ভুলবশতঃ দাঁড়িয়ে যায়। তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে প্রথম দুরাকাত তারাবীহ হিসেবে শুদ্ধ হবে। তৃতীয় রাকাত বিফলে যাবে। তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে যাবার দরুন ঐ ব্যক্তির উপর আরো দুই রাকাত নফল নামায ওয়াজিব হবে। (কাযীখান, আলমগীরী ১/২৪০-২৪১)

মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে দাঁড়িয়ে চার রাকাত আদায় করে তাহলে পূর্ণ চার রাকাত তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে। সেজদা সাহু ওয়াজিব হবে না। (শামী ২/৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১২)

মাসআলা ঃ তাশাহ্হুদের জন্য না বসে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালে সেজদাহ করার আগে স্মরণ আসলে বসে যাবে। সেজদা সাহু আদায় করে নামায শেষ করবে। (আলমগীরী ১/১১৩)

আর তৃতীয় রাকাতের জন্য সেজদা করে নিলে চতুর্থ রাকাত মিলিয়ে সেজদা সাহু আদায় করে সালাম ফিরাবে। এই অবস্থায় শেষ দু'রাকাত তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম দু'রাকাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, শেষ বৈঠক ফরয। প্রথম দুরাকাতের পর ফরয বৈঠক আদায় হয় নাই।

শবে কদরের নামায

"শবে কদরের রাত্র হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" – (কোরআন)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন– তোমরা রমযান মাসের বিশ তারিখের পর বিজোড় তারিখের রাতসমূহে শবে কদর খোঁজ কর। অনেক মতভেদ থাকিলেও প্রবল মত অনুযায়ী ২৭ রমযানের রাতই শবে কদর।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও আন্তরিকতার সহিত এই রাতে এবাদত করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার আমলনামায় হাজার মাসের এবাদতের সওয়াব লিখিয়া দিবেন।

কোন অসুবিধা বা শারীরিক ক্ষতির আশংকা না থাকিলে এই রাতে মাগরিবের পরে গোসল করা ভাল। এশা ও তারাবীহ্ শেষে দুই রাকআত করিয়া কমপক্ষে ১২ রাকআত বা তদূর্ধ্বে যত রাকআত খুশী পড়িবে।

শবে কদরের নামাযের নিয়ত শবে বরাতের নামাযের নিয়তের মতই। শুধু লাইলাতিল বারাআতের পরিবর্তে "লাইলাতিল কাদরি" বলিবে।

শবে কদর এর ফযীলত ও করণীয়

'শবে কদর' কথাটি ফারসী। এর আরবী হল 'লাইলাতুল কদর'। শব ও লাইলাত শব্দের অর্থ রাত। আর কদর শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণেই একে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়। কিম্বা কদর শব্দের অর্থ তাকদীর ও আদেশ। এ রাতে যেহেতু পরবর্তী এক বৎসরের হায়াত-মওত, রিজিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের তাকদীর লেখা হয় (অর্থাৎ, লওহে মাহফুজ থেকে তা নকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করা হয়) তাই এ রাতকে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়।

লাইলাতুল কদর এর ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (আল-কুরআন)

মাসআলা ঃ রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর হতে পারে, যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। ২৭শে রাতের কথা বিশেষভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ শবে কদরে নফল নামায, তিলাওয়াত, যিক্‌র ইত্যাদি যে কোন ইবাদত করা যায়। কত রাকআত নফল বা কি কি সূরা দিয়ে পড়তে হবে তা নির্দিষ্ট নেই– যত রাকাত ইচ্ছা, যে সূরা দিয়ে ইচ্ছা পড়া যায়। শবে কদরের নামাযের বিশেষ কোন নিয়াত নেই– ইশার পর ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত যে নফল পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলে, তাই নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়াতে নামায পড়লে চলে।

মাসআলা ঃ নফল নামায যেহেতু ঘরে পড়া উত্তম, তাই এ রাতেও ঘরের মধ্যে নামায পড়লে উত্তম হবে। তবে একান্তই ঘরে নামাযের পরিবেশ না থাকলে তিনি মসজিদে গিয়ে পড়বেন।

মাসআলা ঃ শবে কদরে বিশেষভাবে দুআ কবুল হয়ে থাকে, তাই এ রাতে বেশী বেশী দুআ করা চাই।

মাসআলা ঃ রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে শবে কদরে বিশেষভাবে এই দুআ পড়তে শিক্ষা দেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুব্বুন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

মাসআলা ঃ যে শবে কদর চিনতে পারবে তার জন্য শবে কদরে গোসল করা মুস্তাহাব। (দুররুল মুখতার, বেহেশতী গাওহার)

ঈদুল ফেতরের নামায

রমযান মাস শেষ হইলে শাওয়ালের নূতুন চাঁদ উঠিবার দিনই ঈদুল ফেতর। এই দিন সূর্য উদয়ের পর হইতে দ্বি-প্রহরের পূর্বে জামাআতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সহিত দুই রাকআত নামায পড়া ওয়াজিব। ঈদুল ফেতরের দিন প্রাতঃকালে মেসওয়াক করিয়া গোসল করিবে। তারপর সুগন্ধি ব্যবহার করত যথাসাধ্য উত্তম ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিবে। এরপর কিছু মিষ্টান্ন পানাহার করিবে এবং রোযার ফেতরা আদায় করিবে। রোযার ঈদে নামায আদায়ের উদ্দেশে ঈদগাহে যাইবার পূর্বে কিছু মিষ্টান্ন দ্রব্য খাওয়া সুন্নত। ঈদগাহে যাইতে আসিতে নিম্নিলিখিত তাকবীর মনে মনে পড়িবে। ঈদগাহে যাইতে এক পথে এবং বাড়ীতে ফিরার সময় অন্য পথে ফিরিবে, ইহা সুন্নত।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুওআল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

ঈদুল ফেতর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا لْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতিল ঈদিল ফিত্‌রে মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতে ওয়াজিবুল্লাহি তাআলা একৃতাদাইতু বিহাযাল ইমামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আযহার নামায

বৎসরের দ্বিতীয় ঈদ হইল ঈদুল আযহা। এই নামায যিলহজ্জ চাঁদের ১০ তারিখ সূর্য উদয়ের পর দ্বি-প্রহরের পূর্বে জামাআতের সহিত আদায় করিয়া কোরবানী করিতে হয়। অনিবার্য কোন কারণে যিলহজ্জের দশ তারিখে কোররবানী করা না গেলে তের তারিখে আসরের ওয়াক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কোররবানী করা যাইবে। ইহার পরে কোরবানী দুরস্ত হইবে না।

ঈদুল আযহা নামাযের নিয়ত ঈদুল ফেতরের মতই, শুধু ঈদুল ফেতরের পরিবর্তে "ঈদুল আযহা" বলিতে হইবে।

জানাযার নামাযের বর্ণনা

মাসআলা ঃ প্রসিদ্ধ ফিকাহবিগণের মতে জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। কাজেই জীবিতদের কতিপয় যদি তা আদায় করে, সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি জীবিতদের কেউই আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। (আলমগীরী ১ ঃ ১৬২)

মাসআলা ঃ জানাযা নামাযের হাকীকত হল মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট 'মাগফিরাতের দুআ' করা। জীবিতদের মধ্যে যারা মৃত্যু সংবাদ শুনবে তাদের উপরই তা ফরযে কিফায়া হিসেবে বর্তায়। (বেহেশতী জেওর)

মাসআলা ঃ জানাযা নামাযে জামাআত শর্ত নয় ; তাই ইমাম একা একা নামায পড়লেও তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হবে। (আলমগীরী ১/১৬২)

জানাযা নামাযের রুকন দু'টি ঃ

১। চারবার তাকবীর বলা, ২। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। (নূরুল ইযাহ)

মাসআলা ঃ কোন ওজর ছাড়া উপবিষ্ট এবং বাহনে আরোহিত অবস্থায় জানাযার নামায শুদ্ধ নয়।

মাসআলা ঃ সওয়ারী থেকে অবতরণ করে নীচে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ব্যবস্থা না থাকলে এবং কাদা বা অন্য কোন কারণে কষ্টকর হলে আরোহিত অবস্থায় নামায পড়া শুদ্ধ হবে।

জানাযার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উয়াদ্দিয়া আরবাআ তাকবীরাতি সালাতিল জানাযাতি ফারযুল কেফায়াতি, আসসানাও লিল্লা-হি তাআলা ওয়াসসালাতু আলান নাবিয়্যি ওয়াদদোআউ লিহা-যাল মাইয়্যেতি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জানাযা স্ত্রীলোকের হইলে লিহাযাল মাইয়্যেতে না বলিয়া 'লিহাযিহিল মাইয়্যেতে' বলিতে হইবে। নিয়ত করিয়া প্রথম তাকবীর বলিয়া তাহরীমা বাঁধিয়া ইমাম-মোক্তাদী সকলেই সানা ও পরবর্তী তিন তাকবীরে নিম্নের দোআগুলি পড়িবে। সানা ও দোআসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল—

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা সমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়ালা ইলা-হা গাইরুকা।

সানার পর তাহ্রীমা না ছাড়িয়া ইমাম সশব্দে দ্বিতীয় তাকবীর বলিবেন এবং ইমাম মোক্তাদী সকলে নিম্নের দরূদ শরীফ পড়িবেন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা ওয়া সাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওয়া তারাহহামতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

তারপর পূর্ণ বয়স্ক লোকের জানাযা হইলে তৃতীয় তাকবীরে নিম্নলিখিত দোআ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ـ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা গফির লি-হাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলামি ওয়া মান্ তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমানি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

এই দোআর পর হাত না উঠাইয়া চতুর্থ তাকবীর বলিবে এবং ডানে বামে সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

জানাযা নাবালেগ ছেলের হইলে তৃতীয় তাকবীর বলিয়া নিম্নের দোআ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারতাওঁ ওয়াজআলহু লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজআলহু লানা শাফিআওঁ ওয়া মুশাফফাআ।

নাবালেগা মেয়ে হইলে তৃতীয় তাকবীর বলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ـ

মৃত ও জানাযা নামাযের সুন্নতসমূহ

❐ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, একজন মৃত ব্যক্তির হাত ভেঙ্গে গেলে সে এতটা আঘাত পায় যে, সে জীবিতকালে যেরূপ আঘাত পেয়ে থাকে। (মিশকাত)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি যা মুমূর্ষ ব্যক্তি পাঠ করলে তার জান কবজ আল্লাহর রহমতে অতি সহজ হবে। কালেমাটি নিম্নে দেয়া হলো ঃ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দিবে এবং তার ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ৪০টি কবীরা গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি মুর্দাকে কবরে রাখবে সে যেন তাকে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত বাস করার উপযোগী একটি বাসস্থান দান করল। (তিবরানী)

যে ব্যক্তি মুর্দারকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতের পোশাক পরাবেন। (হাকেম)

জানকবযের পরে চক্ষুদ্বয় খোলা থাকলে বুজিয়ে দিতে হবে। ঠোঁট খোলা থাকলে তা বুজিয়ে দিতে হবে। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সোজা করে দিতে হবে। মুর্দারের হাত-পায়ের অঙ্গুলী বাঁকা থাকলে তা সোজা করে দিবে।

মুর্দাকে গোসল দেয়া ফরজে কেফায়া। ইহা দু-চারজন লোকে সমাধা করলে সকলের পক্ষ হতে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

কবর জেয়ারত-এর ফায়দা

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কোরআন পাঠ দ্বারা তোমাদের মৃত ব্যক্তিগণের কবরকে আলোকিত রাখ।" ইহাতে বুঝা যায় যে, মৃত্যু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করা তাহার অন্ধকার কবরের বাতিস্বরূপ।

হাদীস শরীফে আছে—মুরদাকে দাফন করিয়া ফিরিবার পথে লোকগণ এই পরিমাণ দূরে আসিলেই তাহাকে কবরে জীবিত করিয়া দেওয়া হয় যে, সে কবরে থাকিয়া বাহিরের মানুষের পায়ের শব্দ শুনিতে পায়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজে বহু কবরস্থানে দাঁড়াইয়া মুরদাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন। (মুস্‌লিম)

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের কবর জেয়ারত করা সন্তানগণের উপর একটি দাবী। জেয়ারতের ফলে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মার বিশেষ উপকার হয় এবং জেয়ারতকারীর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তদুপরি প্রায়ই কবর জেয়ারত করিলে নিজের মউতের কথাটি স্মরণ থাকে।

একদা কোন একজন ওলী-আল্লাহ্ গভীর রাত্রিতে একটি কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় সেইখানে কতগুলি লোক দেখিতে পাইলেন। সেই লোকগুলির কথা-বার্তায় বুঝা গেল যে, তাহারা পরস্পরের মধ্যে কোন কিছু বণ্টন করিতেছে। তিনি তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা বলিল,—"আমরা এই কবরস্থানেরই মুরদা।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা পরস্পরের মধ্যে কি বণ্টন করিতেছিলে ? তদুত্তরে তাহারা বলিল, —"গত সপ্তাহে আল্লাহ্‌র একজন বান্দা এই কবরস্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনবার 'কুলহুআল্লাহ" পড়িয়া উহার সাওয়াব আমাদের সকলের নামে বখ্‌শাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা এইখানে সত্তরজন মুরদা এক সপ্তাহ যাবত সেই সাওয়াব নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিতেছি। (আঃ ওয়্যাযেজীন)

হাদীস শরীফে আছে—যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানে গিয়া এগারবার সূরা 'এখ্‌লাছ' পড়িয়া উহার সাওয়াব সেই কবরস্থানের মুরদাগণের জন্য বখ্‌শাইয়া দেয়, ঐ কবরস্থানে যতগুলি মুরদা আছে, সে ততটি সাওয়াব লাভ করিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানে একবার 'সূরা ফাতেহা', 'কুল্‌হুওয়াল্লা ও 'আল্‌হা-কুমুত্ তাকাসুর' পড়িয়া অতপর এই কথা বলে—"হে খোদা! আমি তোমার পবিত্র কালাম হইতে যাহা কিছু পাঠ করিলাম, উহার সাওয়াব এই কবরস্থানের সকল মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ মুরদার উপর বখ্‌শিয়া দিলাম", কেয়ামতের দিন সেই সকল মুরদা আল্লাহ্ তায়া'লার, দরবারে সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিবে। —(দায়লামী)

হযরত আনাস্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—যদি কেহ কোন কবরস্থানে গিয়া সূরা 'ইয়াসীন' পাঠ করে তাহা হইলে সেই কবরস্থানে কোন কবরবাসীর উপর শাস্তি হইতে থাকিলে 'সূরা ইয়াসীনের' বরকতে তাহার শাস্তি রহিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, তাহার আমলনামায় সেই কবরস্থানের মুরদার সমান সংখ্যক নেকী লিপিবদ্ধ করা হইবে। (কানযঃ)

বায়হাক্বী শরীফে আছে—যে ব্যক্তি বিশেষ করিয়া শুক্রবার দিনে তাহার পিতা-মাতার কবর জেয়ারত করিয়া তাহাদের মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোয়া করিবে, আল্লাহ্ তায়া'লা সেই দোয়া কবুল করিবেন এবং সেই ব্যক্তিই পিতা-মাতার বাধ্য সন্তানরূপে পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীলোকগণ কবর জেয়ারত করিতে যাওয়া দুরুস্ত নাই। হাদীসে আছে—জেয়ারতকারিনী স্ত্রীলোকগণের উপর আল্লাহ্ তায়া'লা লা'নৎ করিয়াছেন।"

জামাআতে নামায আদায় করা

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ যা ওয়াজিবের সমপর্যায়ভুক্ত।

১। **মাসআলা ঃ** একজন লোক ইমাম হয়ে এবং অন্যান্য লোক তার মুক্তাদী হয়ে (অনুসরণ করে) নামায পড়াকে জামা'আতে নামায পড়া বলে। লোক অভাবে ইমাম ছাড়া একজন মুক্তাদী হলেও জামা'আত হয়ে যাবে।

(ফতুয়া আলমগীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮১-৮২)

২। **মাসআলা ঃ** জামা'আত সহীহ হবার জন্য শুধু ফরয নামায হওয়া শর্ত নয়; বরং নফল নামাযও যদি দু'জনের একজনে অপরের অনুসরণ করে নামায পড়ে, তাহলে জামাআত হয়ে যাবে, ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ুক বা মুক্তাদি নফল পড়ুক তাতে কিছু আসে যায় না। অবশ্য নফল নামায জামা'আতের সাথে পড়ার অভ্যস্ত হওয়া অথবা মুক্তাদী তিন জনের অধিক হওয়া মাকরূহ। (বেহেশতী জেওর)

জামা'আতের ফযীলত ও গুরুত্বের বর্ণনা

জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে। এখানে আমরা মাত্র দু'একটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে কখনো জামা'আত তরক করেননি। এমনকি রুগ্ন অবস্থায় যখন তিনি নিজে হেঁটে মসজিদে যেতে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখনও তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করেছেন, তবুও জামা'আত তরক করেননি। জামা'আত তরককারীদের ওপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত ক্রোধ হত। তিনি জামা'আত তরককারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। নিঃসন্দেহে শরীআতে মুহাম্মাদীতে জামাআতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং করাও যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের শান বা মর্যাদা এটাই চায় যে, যেসব কাজ দ্বারা তার পূর্ণতা লাভ হয় তারপ্রতি এরূপ উন্নত ধরনের গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী। আমরা এখানে মুফাস্সিরীন ও ফকীহগণ যে আয়াত দ্বারা জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করেছেন, তা উল্লেখ করার পর কতিপয় হাদীস বর্ণনা করছি।

আয়াত ঃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (কুরআনের বহু টীকাকার এ আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন,) "নামায আদায়কারীদের সাথে মিলে নামায আদায় কর।" কেউ কেউ এ আয়াতের তাফ্সীর এভাবে করেছেন, "মস্তক অবনতকারীদের সাথে মিলে মস্তক অবনত কর।" অতএব জামা'আতের সাথে নামায পড়া ফরয না হয়ে ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

১। **হাদীস ঃ** ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, একাকী নামায পড়ার থেকে জামা'আতের সাথে নামায পড়লে, সাতাশগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একাকী নামায পড়া অপেক্ষা অন্য এক ব্যক্তির সাথে মিলে নামায পড়া অধিক উত্তম। দু'জনের সাথে মিলে নামায পড়া আরও বেশি উত্তম। এভাবে যত অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা তত অধিক পছন্দনীয় হবে। (তিরমিযী)

৩। **হাদীস ঃ** আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, বনী সালমার লোকগণ তাঁদের পুরান বাড়ি (মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল বলে তা) পরিত্যাগ করে মসজিদে নববীর সন্নিকটে বাড়ি তৈরি করতে মনস্থ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর অবগত হয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন, "আপনারা যে আপনাদের বাড়ি থেকে অধিক কদম ফেলে (অধিক কষ্ট করে) মসজিদে আসেন, এর প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে যে সাওয়াব পাওয়া যায়, তা কি আপনাদের জানা নেই? (অতপর তাঁরা একথা শুনে তাঁদের পুরান বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না।) (মুসলিম)

এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মসজিদে যতদূর থেকে (যত কষ্ট করে) আসবে, ততই অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। (অবশ্য নিজের মহল্লায় মসজিদ থাকলে, সে মসজিদের হক বেশি। সুতরাং সেখানে জামা'আত না হলেও সেখানেই আযান-ইক্বামত বলে নামায পড়তে হবে। (শামী, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা : ১৯০)

৪। **হাদীস ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এশার নামাযের পর যারা জামা'আতে শরীক ছিল, নিজের সে সব সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নামাযের অপেক্ষায় যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তাও নামাযের হিসাবের মধ্যে গণ্য হয়।"

৫। **হাদীস ঃ** একদিন এশার জামা'আতে হুযূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আসতে কিছু দেরী হয়েছিল। যেসব সাহাবী জামা'আতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, অন্যান্য লোক তো নামায পড়ে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আপনারা যে জামা'আতে নামায পড়ার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন, (আপনাদের সময় বেকার যায়নি) যতটুকু সময় এ জামাআতে নামায পড়ার অপেক্ষায় আপনাদের ব্যয় হয়েছে, তা সবই নামাযের মধ্যে গণ্য হয়েছে। (অর্থাৎ এ সময়ে নামায পড়লে যতখানি সওয়াব পাওয়া যেত, নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকাতেও সে সওয়াব পাওয়া যাবে।)

৬। **হাদীস ঃ** নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত বুরাইদাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করেছেন– "যারা অন্ধকার রাতে জামা'আতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসবে, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে পূর্ণ আলো দান করা হবে।"

৭। **হাদীস ঃ** হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে, তাকে অর্ধ রাতের ইবাদাতের সওয়াব দেয়া হবে এবং যে এশা ও ফজর দু' ওয়াক্তের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে, সে পূর্ণ রাতের ইবাদাতের সওয়াব পাবে।

৮। **হাদীস ঃ** হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা জামা'আতে হাজির হয় না তাদেরকে (তিরস্কারার্থে) বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, কতগুলো লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দেই, তারপর আযান দেয়ার হুকুম দেই। অতপর অন্য একজনকে ইমাম নিযুক্ত করে নামায পড়াবার হুকুম দিয়ে আমি মহলআয় গিয়ে যারা জামা'আতে হাজির হয়নি তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেই। (বেহেশতী জেওর)

জামাআতে নামায পড়ার উপকারীতা

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন ঃ

জামা'আতে নামায পড়ার হেকমত সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় আলেমগণ অনেকে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ) মুহাদ্দিসে দেহ্লুভীর সার্বিক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। শাহ্ সাহেবের পবিত্র ভাষায় ওগুলো শুনতে সক্ষম হলে পাঠকবৃন্দ পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার কারণে আমি এখানে শাহ্ সাহেবের বর্ণনার সারমর্ম নিচে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন ঃ

১। এটাই একমাত্র উত্তম পন্থা যে, কোন ইবাদাতকে মুসলিম সমাজে এমনভাবে সাধারণ প্রথায় প্রচলিত করে দেয়া, যেন তা একটা অত্যাবশ্যকীয় হিতকর ইবাদাতে পরিগণিত হয় এবং পরে বর্জন করা চিরাচরিত অভ্যাস বর্জনের ন্যায় অসম্ভব ও দুঃসাধ্য হয়। ইসলামে একমাত্র নামাযই সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সুতরাং নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে, বিশেষ ব্যবস্থাপনার সাথে আদায় করা উচিত। একমাত্র জামা'আতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

২। এক ধর্মে বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকে। মুর্খও থাকে এবং জ্ঞানীগুণীও থাকে। সুতরাং এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সকলে একস্থানে একত্রিত হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এ ইবাদাতকে আদায় করবে। কারো যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, অন্যে দেখে তা সংশোধন করে দেবে। যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত একটা অলংকার বিশেষ, সকল নিরীক্ষকরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, আর এতে কোন দোষ থাকলে তা বলে দেয়, আর যা ভাল হয় তা পছন্দ করে। নামাযকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করার এটা একটা উত্তম পন্থা।

৩। জামাআতে হাযির না হওয়ার কারণে, যারা বে-নামাযী তাদের অবস্থাও প্রকাশ হয়ে যাবে। এতে তাদের নামায পড়ার জন্য ওয়াজ-নছীহত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪। কতিপয় মুসলমান একত্রিত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নিকট দো'আ প্রার্থনা করার মধ্যে আল্লাহর রহমত নাযিল ও দো'আ কবুল হবার একটা আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৫। এ উম্মাত দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর বাণীকে পৃথিবীতে সমুন্নত করা এবং কুফরকে অধপতিত করা, ভূ-পৃষ্ঠে কোন ধর্ম যেন ইসলামের ওপর প্রাধান্য না পায়। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন এ নিয়ম নির্ধারিত হবে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট, মুকীম ও মুসাফির, ছোট ও বড় সকল মুসলমান নিজেদের কোন বড় ও প্রসিদ্ধ ইবাদাত পালন করার জন্য এক স্থানে সমবেত (একত্রিত) হবে এবং ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ করবে। এসব যুক্তিতে শরীআতের পূর্ণ দৃষ্টি জামা'আতের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে, তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং জামা'আত ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৬। জামা'আতে এ উপকারিতাও রয়েছে যে, সকল মুসলমান একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। একে অপরের বিপদে-আপদে শরীক হতে পারবে, যার ফলে, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঈমানী ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ সাধন ও তার দৃঢ়তা লাভ হবে। এটা শরীআতের একটা মহান উদ্দেশ্যও বটে। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এ যুগে জামা'আত তরক করাটা যেন, একটা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অশিক্ষিত মূর্খ লোকদের তো কথাই নেই, আমাদের অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী আলেমকেও এ গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখা যায়। পরিতাপের বিষয় যে, তাঁরা হাদীস পড়ে এবং অর্থও বুঝে, অথচ জামা'আতে নামায পড়ার কঠোর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলো তাদের প্রস্তর থেকেও কঠিন হৃদয়ে কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে না। কাল কিয়ামতের দিন মহা বিচারক আল্লাহর

সামনে যখন নামাযের মোকদ্দমা পেশ করা হবে, আর তার অনাদায়কারীদের এবং অপূর্ণ আদায়কারীদের জিজ্ঞেস করা শুরু হবে, তখন তারা কি জবাব দেবে? (বেহেশতী জেওর)

নামাযের কাতার করার নিয়ম

১। মাসআলা ঃ যুদি মুক্তাদী একজন হয়, বয়স্ক পুরুষ হোক বা নাবালেগ বালক হোক, তবে সে ইমামের ডান পাশে ইমামের সমান বা কিঞ্চিৎ পিছনে দাঁড়াবে। যদি বাম পাশে বা ইমামের সোজা পিছনে দাঁড়ায়, তবে মাকরূহ হবে। (মারাক্বিউল ফালাহ ও তাহ্ত্বাহী, পৃষ্ঠা : ১৬৬)

২। মাসআলা ঃ একাধিক মুক্তাদী হলে ইমামের পিছনে (সেজদা পরিমাণ জায়গা মাঝখানে রেখে) কাতার করে দাঁড়াতে হবে। (কাতার করার নিয়ম এই যে, প্রথমে একজন ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়াবে, তারপর একজন ডানে, একজন বামে, এভাবে ক্রমাগত আগের কাতার পূর্ণ করে, তারপর দ্বিতীয় কাতারও উক্ত নিয়মে পূর্ণ করবে।) যদি দু'জন মুক্তাদী হয় এবং একজন ইমামের (সমান) ডান পাশে আর একজন বাম পাশে দাঁড়ায়, তবে মাকরূহ তান্যীহী হবে। কিন্তু দুয়ের অধিক মুক্তাদী ইমামের পাশে দাঁড়ালে, মাকরূহ তাহরীমী হবে। কেননা, দু'য়ের অধিক মুক্তাদী হলে, ইমাম মুক্তাদিদের আগে দাঁড়ান ওয়াজিব। (তাহ্ত্বাবী, পৃষ্ঠা : ১৬৭)

৩। মাসআলা ঃ নামায শুরু করার সময় মাত্র একজন পুরুষ লোক মোক্তাদী ছিল এবং সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আরও কয়েকজন মুক্তাদী এসে হাযির হল। এমতাবস্থায় প্রথম মুক্তাদীর (আস্তে আস্তে পা পিছনের দিক সরিয়ে) পিছনে সরে আসা উচিত, যাতে সকল মুছল্লী মিলে ইমামের পিছনে কাতার করে দাঁড়াতে পারে। যদি নিজে পিছনে না সরে, তবে আগন্তুক মুছল্লীগণ আস্তে হাত দিয়ে তাকে পিছনের কাতারে টেনে আনবে। যদি মাসআলা না জানা বশত আগন্তুক মুছল্লিগণ তাকে পিছনে না টেনে, তারা নিজেরা ইমামের ডান ও বাম পাশে দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম আস্তে (এক কদম) আগে বাড়িয়ে দাঁড়াবেন। (কিন্তু সিজদার জায়গা থেকে আগে যাবেন না,) যাতে আগন্তুক মুক্তাদীগণ প্রথম মুক্তাদীর সাথে মিলে এক কাতারে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে পারে। যদি পিছনে জায়গা না থাকে, তবে মুক্তাদীর অপেক্ষা না করে ইমামেরই আগে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান যুগে লোকেরা যেহেতু সাধারণত শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে কম অবগত থাকে, কাজেই মোক্তাদীকে পিছনে টেনে আনতে চেষ্টা করা উচিত নয়। এতে সে হয়ত এমন কোন কাজ করে ফেলতে পারে, যার ফলে তার নামাযই ফাসেদ হয়ে যেতে পারে। বরং ইমামকেই আগে বাড়া শ্রেয়। (মারাক্বিউল ফালাহ, পৃষ্ঠা : ১৭৮)

৪। মাসআলা ঃ যদি একজন মহিলা বা একজন নাবালিকা মেয়ে ইমামের সাথে ইক্তেদা করে, তবে সে ইমামের পাশে দাঁড়াবে না, তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে, একাধিক মহিলা বা নাবালিকা মেয়ে হলেও ইমামের পিছনেই দাঁড়াতে হবে। (সে ইমামের স্ত্রী, মেয়ে, মা বা বোন যে-ই হোক না কেন।) (তাহ্ত্বাবী পৃষ্ঠা : ১৭৯)

৫। মাসআলা ঃ যদি মুক্তাদিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক হয় অর্থাৎ কিছু পুরুষ, কিছু নাবালেগ বালক, কিছু পর্দানশীল মহিলা এবং কিছু বালিকা হয়; তবে ইমাম তাদের এ নিয়ম ও তরতীব অনুসারে কাতার করতে হুকুম করবেন– প্রথমে বয়স্ক পুরুষগণের, তারপর নাবালেগ পুরুষগণের, তারপর পর্দানশীল মহিলাদের, তারপর নাবালিকাদের কাতার হবে। (মারাক্বিউল ফালাহ্ পৃষ্ঠা : ১৭৮)

৬। মাসআলা ঃ কাতার সোজা করা, টেরা-বেঁকা হয়ে না দাঁড়ানো এবং মাঝে ফাঁক না রেখে পরস্পর গায়ের সাথে গা মিশে দাঁড়ানো ওয়াজিব, এর জন্য মুক্তাদীগণের আদেশ ও হেদায়াত করা ইমামের ওপর ওয়াজিব এবং মুক্তাদীগণের সে আদেশ পালন করা ওয়াজিব। (কাতার সোজা করার নিয়ম এই যে, কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের টাখনু গিরার সাথে টাখনু গিরা মিলিয়ে বরাবর করবে, কারো পা লম্বা বা খাট হওয়া বশত আঙ্গুল আগে পিছে থাকলে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। [(তাহ্ত্বাবী) বেহেশতী জেওর]

জামাআতে শরীক হওয়ার নিয়ম

ইমামের সাথে যে রাকআতের রুকূ' পাওয়া যাবে, সে রাকআ'ত পাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু যদি রুকূ না পাওয়া যায়, তবে সে রাকআত পাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। (কিন্তু এমতাবস্থায়ও জামাআতে শরীক হতে হবে, পরে আবার সে রাকআত পড়ে নিতে হবে।) (ফতুয়ায়ে হিন্দিয়া : ১ম খণ্ড পৃ: ১১৯)

জামাআতে ফজরের নামাযের প্রথম রাকআত ছুটে গেলে মোক্তাদীর করনীয় ঃ

এমতাবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এবং ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত একাকী পড়ে নিবে। প্রথমে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ অতঃপর সূরা ফাতেহা এবং অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত যথা নিয়মে শেষ করবে।

দ্বিতীয় রাকআতেও রুকূর পর শরীক হলে দুই রাকআতই অনাদায়ী রয়ে গেল। এমতাবস্থায় প্রথম রাকআত উল্লেখিত নিয়মে আদায় করে দ্বিতীয় রাকআত বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা এবং যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকূ সেজদা করে যথা নিয়মে নামায শেষ করতে হবে।

জোহর, আসর এবং এশার জামাআ'তের দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলেঃ

মোক্তাদী ইমামের সাথে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত আদায় করেছে। কিন্তু তার প্রথম রাকআত অনাদায়ী রয়ে গেল। এখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত উল্লেখিত ফজরের প্রথম রাকআতের নিয়মে পড়বে।

জোহর, আসর এবং এশার তৃতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

মোক্তাদী ইমামের সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত আদায় করল। এমতাবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর প্রথমে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে ছুটে যাওয়া প্রথম রাকআত আদায় করে দাড়াবে। অতঃপর বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে যথারীতি রুকু সেজদা করে নামায শেষ করবে।

জোহর, আসর এবং এশার চতুর্থ রাকআতে শরীক হলে ঃ

মোক্তাদী ইমামের সাথে শুধু চতুর্থ রাকআত আদায় করল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকআত অনাদায়ী রয়ে গেল। এখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু... (আবদুহু ওয়ারাসূলুহু পর্যন্ত) পাঠ করবে। অতঃপর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাড়িয়ে বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু-সেজদা করে পুনরায় দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ্ ও শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করে যথা নিয়মে রুকু-সেজদা করে নামায শেষ করতে হবে।

মাগরিবের দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী দাড়িয়ে যাবে। তারপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করে নামায শেষ করবে।

মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

ইমামের পেছনে মোক্তাদীর ৩য় রাকআত আদায় হল। এখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদী সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে প্রথম রাকআত আদায় করে বসে যাবে। কেননা ইমামের সাথে এক রাকআত এবং একাকী রাকআত মোট দুই রাকআত আদায় হল। প্রতি দু রাকআতের পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব এ নিয়মের ভিত্তিতে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু (আবদুহু ওয়া

রাসূলুহু পর্যন্ত) পাঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর যথারীতি শেষ রাকআত আদায় করে নামায শেষ করবে।

রমযান মাসে বিতরের নামায জামাআতে আদায় করা হয়। সুতরাং বিতরের নামাযের ছুটে যাওয়া রাকআতসমূহ মাগরীবের নামাযের নিয়মেই আদায় করতে হবে।

জুমআর দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হলে ঃ

জুমআর প্রথম রাকআত ছুটে গেলে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদী সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপরে সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু-সেজদা করে যথারীতি সালাম ফিরায়ে ছুটে যাওয়া ১ম রাকআত আদায় করবে।

জুমআর দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর পর শরীক হলে উভয় রাকআতই ছুটে গেল। তখন ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মোক্তাদী সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর সোবহানাকা, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহা, অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকূ সেজদা করে দাঁড়িয়ে যাবে। প্রথম রাকআত আদায় হল। তারপর বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকূ-সেজদা করে যথারীতি নামায শেষ করতে হবে।

জানাযার নামাযে তাকবীর ছুটে গেলে ঃ

পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করতে হবে। ইমাম সাহেব যখন তাকবীর বলবেন তখন ইমামের সাথে তাকবীর বলে নামাযে শরীক হতে হবে। তারপর ইমাম সাহেব নামায শেষ করে যখন সালাম ফিরাবেন তখন ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না। যেহেতু জানাযার তাকবীর বলা ওয়াজিব। তাই শুধু ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো একাকী বলে নিজে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে। দোয়াসমূহ পড়তে হবে না।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ২য় রাকআতে শরীক হলে ঃ

ইমাম সাহেব ঈদের দুই রাকআত নামায পড়াচ্ছেন। মোক্তাদী ২য় রাকআতে শরীক হলেন। প্রথম রাকআত ছুটে গেল, এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মোক্তাদী সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর প্রথমে সোবহানাকা আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা ও যে কোন একটি সূরা পাঠ করে তিনবার তাকবীর বলতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাতে হবে। তারপর ৪র্থ তাকবীরে রুকূতে যেতে হবে এবং রুকূ সিজদা করে যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

১। রাসূলে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত থাকিবে। সেই ব্যক্তি যেই কোন দরজা দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

২। যেই কোন সৎ উদ্দেশে এই সূরা পাঠ করিলে আল্লাহ্ পাক পাঠকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিবেন।

৩। পাগল ও জ্বিনগ্রস্ত লোকের উপরে এই সূরা পাঠ করিয়া দম করিলে রোগী অচিরেই আরোগ্য লাভ করিবে।

৪। বিপদাপদ ও রোগ-শোকে এই সূরা পাঠ করিলে আল্লাহ পাক মুক্তি দান করিবেন।

৫। রোগী বা বিপদগ্রস্তের গলায় এই সূরার লিখিত তাবিজ বেঁধে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। হাদীস শরীফে আছে, এই সূরা একবার পাঠ করিলে দশবার কোরআন শরীফ খতম করিবার সওয়াব লাভ হয় এবং পাঠকের সকল গোনাহ্খাতা মা'ফ হয়।

৭। আরেক হাদীসে আছে, সূর্যোদয়ের সময় এই সূরা পড়িলে পাঠকের সকল প্রকার অভাব দূরীভূতঃ হইবে এবং সে ধনী হইবে।

৮। হাদীসে আরো আছে, রাতে শোয়ার আগে এই সূরা পড়িলে সকালে নিষ্পাপ অবস্থায় ঘুম হইতে জাগ্রত হইবে।

৯। মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট বসিয়া এই সূরা পাঠ করিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা কম হয়। কবর যিয়ারতকালে এই সূরা পাঠ করিলে কবরের আযাব কম হয়।

১০। সর্বদা এই সূরা পড়িলে বিচার দিবসে এই সূরা আল্লাহর নিকট পাঠকের মুক্তির জন্য শাফাআতের সুপারিশ করিবে।

১১। এই সূরা পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইলে বাহিরে থাকা অবস্থায় কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

১২। এই সূরায় কোরআনের সকল গুণের সমন্বয় সাধিত হওয়ায়, রাসূল (দঃ) ইহাকে কোরআন মজীদের অন্তঃকরণ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৩। এই সূরা পাঠকারী কখনও ঈমানহারা হইয়া মৃত্যু বরণ করিবে না।

মক্কাবতীর্ণ

সূরা ইয়াসীন

আয়াত-৮৩
রুকু-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ * اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ *

ইয়া-সীন। ওয়াল কুর্‌আনিল্ হাকীম। ইন্নাকা লামিনাল্ মুর্‌সালীন।

আল্লাহই এর অর্থ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। জ্ঞানপূর্ণ কোরআনের কসম। নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্যতম।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ *

'আলা সিরাতিম্ মুস্‌তাক্বীম। তান্‌যীলাল্ আযীযির্ রাহীম।

আপনি সরল-সোজা পথের উপর অবস্থিত রহিয়াছেন। মহাপরাক্রান্ত দয়াময় (কোরআন) নাযিল করিয়াছেন।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ * لَقَدْ

লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা উন্‌যিরা আবাউহুম ফাহুম্ গাফিলূন্। লাক্বাদ্

যেন আপনি সেই সম্প্রদায়কে ভয় দেখান, যাহাদের বাপ-দাদাকে ভয় দেখানো হয়নি ; প্রকৃতপক্ষে তাহারা গাফেল বে-খবর ছিল।

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ * اِنَّا

হাক্বাল্ ক্বাওলু 'আলা আকসারিহিম ফাহুম্ লা ইউ'মিনূন্। ইন্না

নিশ্চয়ই তাহাদের অধিকাংশের উপর তাকদীরের বিধান সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহারা ঈমান আনিবে না। নিশ্চয়ই আমি

جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ

জায়া'লনা ফী আ'নাক্বিহিম্ আগ্‌লালান্ ফাহিয়া ইলাল্ আযক্বানি ফাহুম

তাহাদের গলায় জিঞ্জির বাঁধিয়া দিয়াছি, পরে তা তাহাদের থুত্‌নি পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে, অতঃপরও তাহারা

مُّقْمَحُوْنَ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ

মুক্বমাহূন। ওয়া জা'য়ালনা মিম্ বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন

শির উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এবং আমি তাহাদের সম্মুখে একটি প্রাচীর ও

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ * وَسَوَآءٌ

খালফিহিম্ সাদ্দান ফাআগ্শাইনাহুম্ ফাহুম লা ইউব্ছিরূন। ওয়া সাওয়াউন্

পশ্চাতে একটি প্রাচীর করিয়া দিয়াছি, পরে আমি তাহাদেরকে ঢাকিয়া দিয়াছি যাহাতে তাহারা দেখিতে না পায়। এবং তাহাদের পক্ষে এটা সমান কথা

عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ *

আলাইহিম্ আ আন্যারতাহুম্ আম্ লাম তুন্যিরহুম্ লা ইউ'মিনূন।

আপনি তাহাদেরকে ভয় দেখান অথবা না দেখান, তাহারা ঈমান আনিবে না

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ

ইন্নামা তুন্যিরু মানিত্তাবা'আয্যিকরা ওয়া খাশিয়াররাহ্মানা বিল্গাইব।

আপনি কেবল তাহাকেই ভয় দেখাইবেন যেই (ভাল) উপদেশ অনুসারে চলে এবং না দিখিয়াও রহমানুর, রাহীমকে ভয় করে।

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ * اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ

ফাবাশ্শিরহু বিমাগ্ফিরাতিওঁওয়া আজ্রিন্ কারীম্। ইন্না নাহ্নু নুহ্য়িল্

অতএব, আপনি তাহাকেই মাগফেরাত এবং সম্মানজনক সওয়াব সম্বন্ধে সুসংবাদ দিন। নিশ্চয়ই আমি জিন্দা করি।

الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ

মাওতা ওয়া নাক্তুবু মা ক্বাদ্দামূ ওয়া আসারাহুম, ওয়া কুল্লা শাইয়্যিন্

মুর্দাকে এবং তাহারা যা আগে পাঠাইয়াছি তাহা এবং তাহাদের নিশানা ও পদাঙ্কসমূহ লিপিবদ্ধ করি ; এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ই

اَحْصَيْنٰهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ * وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا

আহ্ছাইনাহু ফী ইমামিম্ মুবীন। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্ মাসালান্

প্রকাশকারী। যাহা আসল কিতাবে (লওহে মাহ্ফুজে) সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি। এবং আপনি তাহাদের নিকট দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।

اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ * اِذْ اَرْسَلْنَآ

আছহাবাল্ ক্বারইয়াতি। ইয্ জাআহাল্ মুর্সালূন। ইয্ আর্সাল্না

সে শহরবাসীদের, যখন তথায় রাসূলগণ আগমণ করিয়াছিলেন। যখন আমি তাহাদের নিকট পাঠাইলাম।

اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْآ

ইলাইহিমুস্নাইনি ফাকায্যাবূহুমা ফায়া'য্যায্না বিসালিসিন্ ফাক্বালূ

দুইজনকে, তখন তাহারা উভয়কে অসত্যারোপ করিয়াছিল, তারপর আমি তৃতীয়ের দ্বারা তাহাদের উভয়কে শক্তিশালী করিলাম। তখন তাহারা বলিলেন,

اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ * قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

ইন্না ইলাইকুম্ মুর্সালুন। ক্বালূ মা আন্তুম ইল্লা বাশারুম্ মিসলুনা

নিশ্চয়ই, আমরা তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।

وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ *

ওয়া মা আন্যালার্ রাহ্মানু মিন্ শাইয়্যিন্ ইন্ আন্তুম ইল্লা তাক্যিবূন।

এবং দয়াময় (আল্লাহ) কোন বিষয়ই নাযিল করেননি, তোমরা এইসব মিথ্যা বলিতেছ।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ * وَمَا عَلَيْنَآ

ক্বালূ রাব্বুনা ইয়া'লামু ইন্না ইলাইকুম্ লামুর্সালূন। ওয়া মা 'আলাইনা

(প্রতি উত্তরে) তাঁহারা বলিলেন, আমাদের পরওয়ারদেগার জানেন যেই, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল। এবং আমাদের দায়িত্ব হইল।

اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ * قَالُوْآ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ

ইল্লাল্ বালাগুল্ মুবীন। ক্বালূ ইন্না তাত্বাইয়ারনা বিকুম লাইল্লাম্

খোলাখুলিভাবে তাঁহার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। তাহারা বলিয়া ছিল, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করিতেছি ; যদি তোমরা তোমাদের কাজে ও কথায় ক্ষান্ত না হও।

تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ *

তানতাহূ লানারজুমান্নাকুম্ ওয়া লাইয়ামাস্সান্নাকুম্ মিন্না আ'যাবুন্ 'আলীম্।

তবে নিশ্চয়, আমরা তোমাদেরকে পাথর মারিয়া ধ্বংস করিয়া দিব এবং আমাদের দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করিবে।

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ

ক্বালূ ত্বায়িরুকুম মা' য়াকুম্ আইন্ যুক্কির্তুম্ বাল্ আন্তুম্ ক্বাওমুম্

তাহারা বলিল, তোমাদের নহুছত (কুলক্ষণ) তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে এই জন্যই তোমাদেরকে নসীহত করা হইয়াছে ; তোমরাই সে সম্প্রদায় যারা

مُّسْرِفُونَ * وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ

মুস্রিফূন। ওয়া জাআ মিন্ আক্বছাল্ মাদীনাতি রাজুলুঁই ইয়াস্য়া'

সীমা অতিক্রমকারী। অতঃপর শহরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসিয়া বলিতেছিল,

قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا

ক্বালা ইয়াক্বাওমিত্তাবিউ'ল্ মুরসালীনা। ইত্তাবিউ' মাল্ লা ইয়াস্আলুকুম আজ্রাওঁ

হে আমার জাতি! তোমরা এই রাসূলগণের অনুসরণ কর। তোমরা তাঁহাদেরই হেদায়েত মত চল, যাঁহারা তোমাদের নিকট কোনই প্রতিদান চান না।

وَهُم مُّهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

ওয়া হুম্ মুহ্তাদূন। ওয়া মা-লিয়া লাআ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী

এবং তাঁহারাই সুপথগামী। এবং আমার কি হইয়াছে যেই আমি তাঁহার এবাদত করিব না ? যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ

ওয়া ইলাইহি তুর্জাউ'ন। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী আলিহাতান্ ইইঁয়ু রিদ্নির

অথচ আমাকে তাঁহারই দিকে যাইতে হইবে। তবে কি আমি তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন মা'বুদগণকে গ্রহণ করিব ? যদি

الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

রাহ্মানু বিদুর্‌রিল্ লা তুগ্‌নি আন্নী শাফা-আতুহুম্ শাইয়্যাওঁ

সেই দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদের সুপারিশ আমার জন্য কিছুমাত্র কাজে আসিবে না।

وَلَا يُنقِذُونِ ۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِنِّي آمَنتُ

ওয়ালা ইউন্‌ক্বিযূন। ইন্নী ইযাল লাফী দ্বালালিম্ মুবীন। ইন্নী আমান্‌তু

এবং তাহারা আমাকে উদ্ধারও করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আমি তখন প্রকাশ্য ভ্রান্তিতেই নিপতিত হইব। নিশ্চয় আমি ঈমান আনিলাম।

بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ * قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَا لَيْتَ

বিরাব্বিকুম্ ফাস্‌মাউ'ন। ক্বীলাদ্‌খুলিল্ জান্নাতা ক্বালা ইয়া লাইতা

তোমাদের প্রতিপালকের উপর, (যদি নিষ্কৃতি চাও) তবে আমার বাণী শ্রবণ কর। (এবং ঈমান আন) তাহাকে বলা হইল যেই, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। তখন সে বলিল হায় ! যদি

قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

ক্বাওমী ইয়া'লামুন্। বিমা গাফারালী রাব্বী ওয়া জায়ালানী মিনাল্

আমার জাতি ইহা জানিত যেই, আমার প্রতিপালক, আমাকে মা'ফ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

الْمُكْرَمِينَ * وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ

মুক্‌রামীন। ওয়া মা আন্‌যাল্‌না 'আলা ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুনদিম্

এবং আমি এরপরে তাহার জাতির উপর কোন সৈন্যদল প্রেরণ করি নাই।

مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ * إِن كَانَتْ

মিনাস্‌সামায়ি ওয়া মা কুন্না মুন্‌যিলীন। ইন্ কানাত্

আকাশ হইতে এবং আমি প্রেরণকারীও ছিলাম না। অথচ তা এক

إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ * يٰحَسْرَةً عَلَى

ইল্লা সাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্ ফাইযাহুম্ খা-মিদূন্। ইয়া হাস্রাতান ‘আলাল্

বজ্রধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহাতেই তাহারা বেহুশ অবস্থায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। আফ্সোস !

الْعِبَادِ ج مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ *

ই'বাদি মা ইয়া' তীহিম মির্ রাসূলিন্ ইল্লা কানূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন।

সেই বান্দাগণের প্রতি, তাহাদের নিকট এমন কোন রাসূল্ই আসেননি যাঁহাদেরকে নিয়ে তাহারা ঠাট্টা-উপহাস করেনি।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ

আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না ক্বাব্লাহুম্ মিনাল্ কুরূনি আন্নাহুম্

তাহারা কি লক্ষ্য করেনি যেই, আমি তাহাদের পূর্বে কত যুগ-যুগান্তর হতে (কত দলকে) ধ্বংস করিয়াছি, নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের

إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ * وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا

ইলাইহিম্ লা ইয়ারজিঊন’। ওয়া ইন্ কুল্লুল্লাম্মা জামীউল্লাদাইনা

নিকট আর ফিরে আসিবে না। তাহাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যেই, আমার নিকট উপস্থিত হইবে না’ নিশ্চই তাহাদের

مُحْضَرُوْنَ ع وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ج أَحْيَيْنٰهَا

মুহ্দারূন। ওয়া আ-ইয়াতুল্লাহুমুল্ আর্দুল্ মাইতাতু আহ্ইয়াইনাহা

সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে। নিশ্চয়ই মৃত্যু ভুমিও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন-আমি তাহাকে জিন্দা করি।

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ * وَجَعَلْنَا فِيْهَا

ওয়া আখ্রাজ্না মিন্হা হাব্বান ফামিন্হু ইয়া'কুলূন। ওয়া জায়ালনা ফীহা

এবং তাহাতে শস্য উৎপাদন করি, তারপর তাহারা তাহা হইতে খাদ্য পায়। এবং আমি তাহাতে

جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ

জান্নাতিন মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া আ'নাবিওঁ ওয়া ফাজ্জার্না ফীহা মিনাল্ উয়ূন।

খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ করে দিয়াছি এবং আমি তাহাতে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি।

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ ط أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ *

লিয়া'কুলূ মিন সামারিহী ওয়া মা আমিলাত্হু আইদীহিম আফালা ইয়াশ্কুরুন।

যেন তাহারা তার ফল ভক্ষণ করিতে পারে এবং তাহাদের দ্বারা এর কোনটিই তৈরী করা হয় নাই, তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে না ?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

সুব্হানাল্লাযী খালাক্বাল্ আয্ওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বিতুল্ আর্দু

তিনিই পাক, যিনি ভুমি হইতে উদ্গত সকল প্রকার উদ্ভিদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতেও (স্ত্রী-পুরুষ)

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ * وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ

ওয়ামিন আনফুসিহিম ওয়া মিম্মা লা ইয়া'লামুন। ওয়া আইয়াতুল লাহুমুল্ লাইলু

এবং তাহারা যা জানে না তা হইতেও (সামুদ্রিক জীবজন্তু) ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর রাত্রিও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন।

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ * وَالشَّمْسُ

নাসলাখু মিন্হুন্ নাহারা ফাইযাহুম্ মুয্লিমুন্। ওয়াশ্শামসু

আমি তাহা হইতে দিনকে অপসারন করি’ এরপরে তাহারা আঁধারে ঢাকা পড়ে যায়। এবং সূর্য

تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ *

তাজ্রী লিমুস্তাক্বার্রিল্লাহা যালিকা তাক্বদীরুল্ আযীযিল্ আলীম।

তাহার নির্দিষ্ট কক্ষ পথে ঘুরিতেছে, এটাও সেই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর (আল্লাহর) বিধান।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

ওয়াল্ ক্বামারা ক্বাদ্দারনাহু মানাযিলা হাত্তা 'আদা কাল্উর্জূনিল্ ক্বাদীম।

আর আমি চন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট স্থান সমূহ নির্ধারিত করে দিয়াছি এই পর্যন্ত, যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে সে হইয়া যায় পুরাতন খেজুর শাখার মতক্ষীণ।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ

লাশ্শাম্সু ইয়াম্বাগী লাহা আন্ তুদ্রিকাল্ ক্বামারা ওয়ালাল্লাইলু

(চলার পথে) সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পারে না এবং রাত্র দিনকে

سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ * وَاٰيَةٌ لَّهُمْ

সাবিকুন্নাহারি ওয়া কুল্লুন্ ফী ফালাকিইঁ ইয়াস্বাহূন। ওয়া আইয়াতুল্লাহুম্

অতিক্রম করিতে পারে না আর প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্য দিয়া চলিতেছে। এবং তাহাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে,

اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ * وَخَلَقْنَا

আন্না হামাল্না যুর্রিইয়্যাতাহুম ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ওয়া খালাক্বনা

আমি তাহাদের বংশধরগণকে পরিপূর্ণ নৌকায় উঠাইয়া ছিলাম (নূহ (আঃ) এর সময়) এবং আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ * وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ

লাহুম মিম্ মিসলিহী মা ইয়ার্কাবূন। ওয়া ইন্নাশা' নুগরিক্বহুম্

তাহাদের জন্য নৌকার মত আরও বহু জিনিস, যাহাতে তারা আরোহণ করিয়া থাকে। এবং আমি যদি চাহিতাম, তাহলে তাহাদেরকে ডুবাইয়া দিতে পারিত।

فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُوْنَ * اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا

ফালা ছারীখা লাহুম ওয়ালাহুম্ ইউনক্বাযূন্। ইল্লা রাহ্মাতাম্ মিন্না

অতঃপর কেউ তাহাদের আর্তনাদে সাড়া দিবে না এবং তাহারা মুক্তিও পাইবে না। কিন্তু এটা আমারেই রহমত (সেই রহমতহেতু)

وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ * وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَابَيْنَ

ওয়া মাতায়ান্ ইলা হীন। ওয়া ইযাক্বীলা-লাহুমুত্তাকূ মা বাইনা

এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদেরকে পার্থিব জীবনের এই উপভোগ প্রদান করিলাম এবং যখন তাহাদেরকে বলা হইল, তোমরা ঐ আয়াতকে ভয় কর, যাহা

اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ * وَمَا تَاْتِيْهِمْ

আইদীকুম্ ওয়া মা খালফাকুম্ লায়া'ল্লাকুম্ তুরহামুন। ওয়া মা তা'তীহিম্ মিন আইয়াতিম্

তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা তোমাদের পিছনে আছে। যেন তোমরা রহমত লাভ করিতে পার। এবং তাহাদের কাছে এমন কোন নির্দেশ আসেনি তাহাদের

مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ

মিন্ আইয়াতি রাব্বিহিম্, ইল্লা কানূ 'আন্হা মু'রিদ্বীন।

প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহের মধ্য হইতে, তাহারা যাহাতে বিমুখ হয়নি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لا قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ওয়া ইযা ক্বীলা লাহুম আন্ফিকূ মিম্মা রাযাক্বাকুমুল্লাহু ক্বালাল্লাযীনা কাফারু

এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয় যেই, আল্লাহ তোমাদেরকে যেই রেযেক দান করিয়াছেন তাহা হইতে খরচ কর। তখন কাফেররা।

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ

লিল্লাযীনা আমানূ আনুত্ব্ই'মু মাল্লাওঁ ইয়াশাউল্লাহু আত্ব্য়া'মাহু

মুমিনদেরকে বলে, আমরা কেন এমন লোককে খাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ চাইলে খাবার দিতে পারেন?

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ * وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا

ইন্ আন্তুম ইল্লা ফী দ্বালালিম্ মুবীন। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা হাযাল্

অবশ্যই তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছ। এবং তাহারা বলিল, বলতো কখন সংঘটিত হইবে।

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

ওয়া'দু ইন কুন্তুম ছাদ্বিক্বীন। মা ইয়ান্যুরুনা ইল্লা ছাইঁহাতাওঁ

সেই ওয়াদা (আযাব ইত্যাদি), যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (উত্তরে আল্লাহ বলিয়াছেন) তাহারা অপেক্ষা করিতেছে মাত্র।

وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

ওয়াহিদাতান্ তা'খুযুহুম ওয়াহুম ইয়াখিস্সিমূন। ফালা ইয়াস্তাত্বীউনা

একটি ধ্বংস ধ্বনির, যা তাহাদেরকে তখনই ধরবে যখন তাহারা বিতর্কে মশগুল থাকিবে। অথচ তাহারা তখন কোন অবসরও পাইবে না।

تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَنُفِخَ

তাওসিয়াতাওঁ ওয়ালা ইলা আহ্লিহিম ইয়ার্জিউন। ওয়া নুফিখা

অসিয়ত করার এবং পরিবার-পরিজনের দিকে ফিরেও যেতে পারিবে না। এবং যখন শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া হইবে।

فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ

ফিছছুরি ফাইযাহুম্ মিনাল্ আজ্দাসি ইলা রাব্বিহিম্

তখন তাহারা নিজ নিজ কবর হইতে উঠে নিজ রবের দিকে

يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

ইয়ান্সিলুন। ক্বালূ ইয়া ওয়াইলানা মাম্ বায়াসানা মিম্ মারক্বাদিনা,

দলে দলে ছুটিয়া আসিবে। তাহারা বলিবে হায়। আমাদের দুর্ভাগ্য ! কে আমাদেরকে আমাদের ঘুম থেকে উঠাইয়াছে।

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِنْ

হাযা মা ওয়া'দার্ রাহ্মানু ওয়া ছাদাক্বাল্ মুর্সালুন। ইন্

এইটা (বুঝি) তাই, যাহা দয়াময় ওয়াদা করিয়াছিলেন এবং রাসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন। এটা

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا

কানাত্ ইল্লা ছাইঁহাতাওঁ ওয়াহিদাতান্ ফাইযাহুম্ জামীউল্ লাদাইনা

মাত্র একটা ধ্বংস ধ্বনি হইবে, তখন তাহাদের সকলকেই আমার নিকট

مُحْضَرُونَ * فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ

মুহ্দ্বারূন। ফাল্ইয়াওমা লা তুয্লামু নাফ্সুন শাইয়্যাওঁ ওয়ালা তুজ্যাওনা

উপস্থিত হইতে হইবে। সেই দিন কাহারো প্রতি একটুও যুলুম হইবে না এবং তোমরা তাহারেই বিনিময় পাইবে।

إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي

ইল্লা মা কুন্তুম তা'মালূন। ইন্না আছহাবাল্ জান্নাতিল্ ইয়াওমা

যাহা তোমরা করিয়াছিলে। নিশ্চয়ই সেই দিন বেহেশতবাসীরা খুশীতে

شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى

ফীশুগুলিন্ ফাকিহূন। হুম ওয়া আয্ওয়াজুহুম ফী যিলালিন্ আলাল্

মশগুল থাকিবে। তাহারা ও তাহাদের বিবিগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে

الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا

আরাইকি মুত্তাকিউন। লাহুম ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়া লাহুম মা

পালঙ্কের উপর ভর দিয়ে উপবিষ্ট থাকিবে। তাহাদের জন্য সেখানে ফলপুঞ্জ হইবে এবং তাহাদের জন্য তাহা মওজুদ থাকিবে।

يَدَّعُونَ * سَلَامٌ قف قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ * وَامْتَازُوا

ইয়াদ্দাউন। সালামুন্ ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রাহীম। ওয়াম্তাযুল্

যাহা তাহারা চায়। দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে "সালাম" বলা হইবে। এবং বলা হইবে, আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও।

الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ * أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي

ইয়াওমা আইয়্যুহাল্ মুজ্রিমুন। আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া বানী

হে গোনাহ্গারগণ ! হে আদম সন্তানগণ ! আমি কি তোমাদেরকে বিশেষভাবে বলিয়া দিই নাই যেই,

أَدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

আদামা আল্লা তা'বুদুশ্ শাইত্বানা ইন্নাহু লাকুম্ আদুউম মুবীন।

তোমরা শয়তানের উপাসনা করিও না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ শত্রু।

وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ

ওয়া আনি'বুদূনী হাযা ছিরাতুম্ মুস্তাক্বীম। ওয়ালাক্বাদ্ আদ্বাল্লা

এবং যেন তোমরা আমারই এবাদত কর, এটাই সরল পথ। এবং নিশ্চয়ই সেই তোমাদিগকে গোমরাহ্ করিতেছে

مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ

মিন্কুম জিবিল্লান কাসীরান, আফালাম তাকূনূ তা'ক্বিলূন।

তোমাদের মধ্যে হইতে বহু সৃষ্টিকে। তবুও কি তোমরা বুঝিতেছ না ?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ * اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

হাযিহী জাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম্ তূ'য়াদূন। ইছলাওহাল্ ইয়াওমা

এটাই সেই জাহান্নাম, যেই বিষয়ে তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। আজ তোমরা এতেই প্রবেশ কর।

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ * اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوَاهِهِمْ

বিমা কুন্তুম্ তাক্ফুরূন। আল্ইয়াওমা নাখ্তিমূ 'আলা আফ্ওয়াহিহিম

যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলে। আজ আমি তাহাদের মুখসমূহে মোহর মেরে (বন্ধ করে) দিব।

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا

ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদীহিম ওয়া তাশ্হাদু আর্জুলুহুম বিমা কানূ

এবং তাহাদের হাতগুলি আমার সামনে কথা বলিবে এবং তাহাদের পা সমূহ সাক্ষ্য দিবে সেই বিষয়ে, যাহা তাহারা

يَكْسِبُوْنَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى أَعْيُنِهِمْ

ইয়াক্সিবূন। ওয়ালাওনাশা-উ লাত্বামাস্না আলা আ'ইউনিহিম্

অর্জন করিয়াছিল এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে তাহাদের চোখগুলি উপড়ে দিতাম (অন্ধ করে দিতাম)।

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنّٰى يُبْصِرُوْنَ * وَلَوْ نَشَاءُ

ফাস্তাবাকূছ ছিরাতা ফাআন্না ইউব্সিরূন। ওয়ালাও নাশা-উ

যখন তাহারা পথ চলার চেষ্টা করিত কিন্তু তাহারা কিরূপে দেখিতে পাইত ? এবং আমি যদি ইচ্ছা করিতাম

لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا

লামাসাখ্নাহুম্ আলা মাকানাতিহিম্ ফামাস্তাত্বাউ মুদ্বিয়্যাওঁ ওয়ালা

তবে তাহাদের ঘরেই তাহাদের আকৃতি বদলে দিতাম, তখন তাহারা না সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত, আর না

يَرْجِعُوْنَ * وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ أَفَلَا

ইয়ার্জিউন। ওয়া মান্ নু'য়াম্মির্হু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খাল্কি আফালা

পিছনের দিকে ফিরে আসিতে পারিত এবং আমি যাহাকে বৃদ্ধ করি, তাহার সৃষ্টিতেই পরিবর্তন করিয়া দেই, তথাপি কি

يَعْقِلُوْنَ * وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ إِنْ

ইয়া'ক্বিলূন। ওয়ামা আল্লামনাহুশ্ শি'রা ওয়ামা ইয়াম্বাগী লাহু ইন

তাহারা বুঝিতেছে না ? এবং, আমি তাঁহাকে শের (কবিতা) শিক্ষা দেইনি এবং এটা তাহার জন্য শোভনীয়ও নয়,

هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ * لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

হুয়া ইল্লা যিক্রুওঁ ওয়াকোর্আনুম্ মুবীন। লিয়ুন্যিরা মান্ কানা হাইয়্যাওঁ

এটা তাহাদের পক্ষে খাঁটি নসীহত এবং সুস্পষ্ট কোরআন। যেন সেই ভয় দেখায় তাহাদের, যাহাদের জানা আছে।

وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ * اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا

ওয়া ইয়াহিক্বক্বাল্ ক্বাওলু আ'লাল্ কাফিরীন। আওয়া লাম্ ইয়ারাও আন্না

এবং কাফেরদের প্রতি সেই বাক্য (আযাব) যেন প্রমাণিত হয়। তাহারা কি লক্ষ্য করিতেছে না যেই, আমি

خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا

খালাক্বনা লাহুম মিম্মা' আমিলাত আইদীনা আন'আমান্ ফাহুম লাহা

তাদের জন্য আমাদেরই হাত দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সকল সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর তাহারাই

مٰلِكُوْنَ * وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا

মালিকূন। ওয়া যাল্লালনাহা লাহুম ফামিন্হা রাকূবুহুম ওয়া মিন্হা

সেগুলির মালিক। এবং সেগুলিকে তাহাদের করে দিয়েছি তাহাদের কতগুলির উপর তাহারা আরোহণ করে এবং কতগুলি

يَأْكُلُوْنَ * وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا

ইয়া'কুলূন। ওয়া লাহুম ফীহা মানাফিউ ওয়া মাশারিবু আফালা

খায় এবং তাহাদের জন্য এইগুলিতে অনেক উপকার ও (পুষ্টিকর) পানীয় রহিয়াছে। তথাপি কেন,

يَشْكُرُوْنَ * وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ

ইয়াশ্‌কুরূন। ওয়াত্তাখাযু মিন্ দূনিল্লাহি আলিহাতাল্ লাআল্লাহুম্

তাহারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না? বরং তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছেন এই আশায় যেন,

يُنْصَرُوْنَ * لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ

ইউনছারূন্। লা ইয়াস্‌তাত্বীউনা নাস্‌রাহুম ওয়া হুম লাহুম জুন্দুম্

তাহাদের সাহায্য লাভ করিতে পারে। ওরা তাহাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহারা তাহাদের জন্য এক (বিরোধী)

مُّحْضَرُوْنَ * فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ م اِنَّا نَعْلَمُ مَا

মুহ্‌দ্বারূন। ফালা ইয়াহ্‌যুন্‌কা ক্বাওলুহুম ইন্না না'লামু মা

দল হইয়া দাঁড়াইবে, আর তাহাদেরকে উপস্থিত করা হইবে। আপনি তাহাদের কথায় ব্যথিত হইবেন না, নিশ্চয় আমি জানি তাহারা

يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ * اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا

ইউসির্‌রূনা ওয়ামা ইউ'লিনূন। আওয়া লাম্ ইয়ারাল্ ইন্‌সানু আন্না

যাহা গোপন করে এবং যাহাই প্রকাশ করে। তবে কি মানুষ (চিন্তা করে) দেখে না যেই, আমি

خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ * وَضَرَبَ

খালাক্বনাহু মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা হুয়া খাছীমুম মুবীন। ওয়া দ্বারাবা

তাহাকে শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর এখন সেই আমার সাথে প্রকাশ্য ঝগড়াটে এবং সেই স্থির করে।

لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ

লানা মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খাল্‌ক্বাহু, ক্বালা মাইঁ ইউহ্‌ইল্ ইযামা ওয়া হিয়া

আমার সাদৃশ্য। আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। (তাই) সেই বলে যেই, এমন হাড়গুলিকে কে আবার জিন্দা করিতে পারিবে?

رَمِيْمٌ * قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ

রামীম। কুল্ ইউহ্‌য়ীহাল্লাযী আন্‌শাআহা আউওয়ালা মাররাতিও ওয়া হুয়া

যেই গুলি পঁচে গলে গেছে? আপনি বলুন, তিনিই সেইগুলিকে পুনরায় জিন্দা করিবেন, যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই

بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ * نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ

বিকুল্লি খাল্‌ক্বিন আলীমু। নিল্লাযী জা'য়ালা লাকুম মিনাশ্ শাজারিল্ আখ্‌দ্বারি

সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানী। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ (তাজা) গাছ হইতে

نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُوْنَ * أَوَلَيْسَ الَّذِيْ

নারান্ ফাইযা আন্তুম্ মিন্হু তু'ক্বিদুন। আওয়া লাইসাল্লাযী

আগুন সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তোমরা তাহা দ্বারা আগুন জ্বালাও। তিনি কি সেই সত্তা নন?

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ

খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা বিক্বাদিরিন 'আলা আইঁ ইয়াখ্লুক্বা

যিনি আসমান যমীন্ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি

مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ * إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ

মিসলাহুম বালা ওয়া হুয়াল্ খাল্লাকুল্ 'আলীম। ইন্নামা আম্রুহু

তাদের মত (অনুরূপ মানুষ) পুনঃরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম। হ্যাঁ, এবং তিনিই মহাজ্ঞানী খালেক (সৃষ্টিকর্তা), তাঁহার আদেশই এই যে,

إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *

ইযা আরাদা শাইয়্যান আইঁ ইয়াকূলা লাহু কুন্ ফাইয়াকূন।

যখন্ তিনি কোন বিষয় ইচ্ছা করেন তখন ঐ সম্বন্ধে বলেন যেই হও, অমনি উহা হইয়া যায়।

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

ফাসুব্হানাল্লাযী বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁও ওয়া ইলাইহি তুর্জাউন।

তিনি পাক-পবিত্র, যাঁহার হাতে সব বিষয়ের হুকুম রহিয়াছে এবং তোমরা তাঁহাই দিকে ফিরে যাইবে।

সূরা আর রাহ্মান এর ফযীলত

(১) এই সূরা নিয়মিত পাঠ করিলে কেয়ামতের দিন পাঠকের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এবং তাহার সকল দোয়া আল্লাহ কবুল করিবেন।

(২) এই সূরা সর্বদা পড়িলে পাঠকের অভাব-অনটন দূর হইয়া যায়।

(৩) একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সূর্যোদয়ের সময় এ সূরা পাটকালে 'ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুম তুকাযযিবান' পড়ার সময় আঙ্গুলি দিয়ে সূর্যের দিকে ইশারা করিলে মানুষসহ যেই কোন প্রাণী পাঠকের বাধ্যগত হইয়া যাইবে।

(৪) এই সূরা ১১ বার পাঠ করিলে যেই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(৫) 'ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান' আয়াতটি তিনবার পাঠ করে বিচারকের দরবারে উপস্থিত হইলে বিচারক পাঠকের প্রতি সদয় হইবেন।

(৬) এই সূরা পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের ব্যাধি দূর হয়।

(৭) খালেস নিয়তে এই সূরা পাঠ করিলে পাঠকের জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ হইয়া যায় এবং আটটি বেহেশতের ষোলটি দরজা তার খাতিরে খুলিয়া দেওয়া হয়।

(৮) স্বপ্নযোগে এই সূরা পাঠ করিতে দেখিলে হজ্জ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

(৬) সাদা রংয়ের পাত্রে এ সূরা লিখে সেই লেখা ধৌত পানি পান করাইলে প্লীহাগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

(১০) এই সূরা নিয়মিত পড়িলে ইন্শাআল্লাহ বসন্ত রোগ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

মক্কাবতীর্ণ | সূরা আর রাহ্মান | আয়াত-৭৮ রুকু-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

اَلرَّحْمٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *

আররাহ্মানু 'আল্লামাল্ কোরআন্। খালাক্বাল্ ইন্সানা আল্লামাহুল বায়ান।

তিনিই দয়াময় আল্লাহ, (যিনি মানুষকে) কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

আশ্শাম্সু ওয়াল ক্বামারু বিহুস্বানিওঁ ওয়ান্নাজ্মু ওয়াশ্শাজারু

সূর্য ও চন্দ্র গণনায় পরিচালিত রহিয়াছে এবং বৃক্ষ ও তরুরাজি। তাহাকে

يَسْجُدَانِ ۔ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ *

ইয়াস্জুদান। ওয়াস্সামা'আরাফা'য়াহা ওয়া ওয়াদ্বা'আল্ মীযান।

সেজদা করিতেছে। আর (তিনি) আসমানকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং তিনি মানদন্ড কায়েম করিয়াছেন।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ * وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

আল্লা তাত্বগাও ফিল্ মীযান। ওয়া আক্বীমুল্ ওয়ায্না বিলক্বিস্তি

যেন তোমরা পরিমাপে হ্রাস-বৃদ্ধি না কর। এবং ইনসাফ ও ন্যায়-সঙ্গতভাবে ওজন ঠিক রাখ।

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ * وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ *

ওয়ালা তুখ্সিরুল্ মীযান। ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়াদ্বায়াহা লিলআনামি।

এবং ওজনে কম করিও না। এবং তিনি পৃথিবীকে জীব-জন্তুর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন,

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ * وَالْحَبُّ

ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ান্নাখ্লু যাতুল্ আক্মাম। ওয়াল্ হাব্বু

তাতে ফল ও খোসযুক্ত খেজুর রহিয়াছে এবং তুষযুক্ত শস্য সমূহ।

ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

যুল্'য়াছফি ওয়াররাইহান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলসমূহ। অতএব, (হে জ্বিন ও মানব !) তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে ?

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ

খালাকাল্ ইন্সানা মিন্ সাল্সালিন কাল্ফাখ্খার। ওয়া খালাকাল্

তিনি এমন মাটি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা শুক্না খনখনে। এবং সৃষ্টি করিয়াছেন

الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

জান্না মিম্ মারিজিম্ মিন্নার। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

জ্বিন জাতিকে খাঁটি অগ্নি দ্বারা। অতএব, (হে জিন ও মানব), তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের

تُكَذِّبٰنِ * رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ * فَبِاَيِّ

তুকায্যিবান। রাব্বুল্ মাশ্রিকাইনি ওয়া রাব্বুল্ মাগ্রিবাইন। ফাবিআইয়্যি

কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করিবে ? তিনি পূর্ব ও পশ্চিমদ্বারের প্রতিপালক ও সর্বজ্ঞ। অতএব, তোমরা

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ

আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান্। মারাজাল্ বাহ্রাইনি ইয়াল্তাক্বিয়ান্।

স্বীয় প্রতি পালকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করিবে ? তিনি সমুদ্রদ্বয় (লবণাক্ত ও মিঠা পানি) কে সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, ফলে উভয়টি মিলিত হয়ে আছে,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

বাইনাহুমা বার্‌যাখুল্‌লা ইয়াবগিয়ান। ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান।

এতদুভয়ের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, যেন একটি অপরটির সাথে মিলিত না হয়। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করিবে ?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুমাল্ লু'লুউ ওয়াল্ মার্‌জান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

উভয়ের (সাগরের) ভিতর হইতে মুক্তা ও প্রবাল রত্নসমূহ বাহির হয় অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামত

تُكَذِّبَانِ * وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ

তুকায্‌যিবান। ওয়া লাহুল্‌জাওয়ারিল্ মুন্‌শাআতু ফিল্‌বাহ্‌রি

অস্বীকার করিবে ? আর তাঁহারই (আয়ত্তে) রহিয়াছে জাহাজসমূহ, যা সমুদ্রে সুউচ্চ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

كَالْأَعْلَامِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * كُلُّ

কাল্‌আ'লাম। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। কুল্লু

পাহাড়ের মত। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে ? দুনিয়ার সব কিছুই

مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

মান আ'লাইহা ফানিওঁ ওয়া ইয়াব্‌ক্বা ওয়াজ্‌হু রাব্বিকা যুল্‌জালালি

ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং অবশিষ্ট থাকিবে একমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহত্ত্ব

وَالْإِكْرَامِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَسْأَلُهُ مَنْ

ওয়াল্ ইক্‌রাম। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। ইয়াস্‌আলুহু মান

ও দয়ার অধিকারী। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ?

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ *

ফিস সমাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দ্বি কুল্লা ইয়াওমিন্ হুয়া ফী শান্।

আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাঁর নিকট, প্রার্থনা করিতেছে সর্বদা তিনি কোন না কোন কাজে রত থাকেন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ

ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। সানাফ্‌রুগু লাকুম আইয়্যুহাস্

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? আমি তোমাদের (হিসাব গ্রহণের) জন্য শীঘ্রই অবসর হইব। (হে জ্বিন ও মানব ?)

الثَّقَلَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ

সাক্বালান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। ইয়া মা'শারাল্ জিন্নি

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? হে জ্বিন ও

وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ

ওয়াল ইন্‌সি ইনিস্ তাত্বা'তুম্ আন্ তানফুযূ মিন্ আক্বত্বারিস্ সামাওয়াতি

মানব সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আসমানের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও.

وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ

ওয়াল্ আর্‌দ্বি ফান্‌ফুযু লা তান্‌ফুযুনা ইল্লা বিসুল্‌ত্বান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি

এবং (অনুরূপ) যমীনের সীমান্তও, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু সামর্থ্য ব্যতীত অতিক্রম করিতে পারিবে না এবং আমার সালতানাত, রাজ্য আধিপত্যভুক্ত তাহা হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না। অতএব, তোমরা।

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ

রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। ইউর্‌সালু আলাইকুমা শুওয়াযুম মিন্

স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের উপরে (কেয়ামতের দিন) অগ্নি-শিখা ও ধূম্র নিক্ষিপ্ত হইবে।

نَارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

নারিওঁ ওয়া নুহাসুন্ ফালা তান্তাসিরান্। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

তোমরা তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً

তুকায্যিবান। ফাইযান্ শাক্কাতিস্ সামাউ ফাকানাত্ ওয়ার্দাতান্

অস্বীকার করিবে ? যখন আসমান লাল বর্ণ হইয়া কাঁটিয়া যাইবে।

كَالدِّهَانِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * فَيَوْمَئِذٍ لَّا

কাদ্দিহান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফাইয়াওমায়িযিল্ লা

যেমন লাল রঙে রঞ্জিত চামড়া। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? অতএব, সেই মহাপ্রলয়ের দিন।

يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

ইউস্আলু আন্ যাম্বিহী ইন্সুওঁ ওয়ালা জান্নুন। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

জ্বিন ও মানব তাহাদের গোনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না ? অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্

تُكَذِّبٰنِ * يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ

তুকায্যিবান। ইউ'রাফুল মুজ্রিমূনা বিসীমাহুম্ ফাইউ'খাজু বিন্নাওয়াছী

নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? গোনাহগারগণ তাহাদের চেহারা দ্বারাই পরিচিত হইবে, অতএব, তাহাদের মাথা

وَالْاَقْدَامِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * هٰذِهٖ

ওয়াল্ আক্বদাম্। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। হাযিহী

ও পা (একত্রে) ধরে (জাহান্নামে) ফেলে দেওয়া হইবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? এই তো সেই

جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا

জাহান্নামুল্লাতী ইউকাযযিবু বিহাল্ মুজ্রিমূন। ইয়াতূফূনা বাইনাহা

দোযখ যাহাকে অপরাধীরা অস্বীকার করিত। তারা ঘুরে বেড়াবে

وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ *

ওয়া বাইনা হামীমিন্ আন্। ফাবি আইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান্

দোযখ এবং ফুটন্ত পানির মধ্যস্থলে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

ওয়া লিমান খাফা মাক্বামা রাব্বিহী জান্নাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

এবং যেই স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য বেহেশতে দুইটি উদ্যান রহিয়াছে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

তুকায্যিবান্। যাওয়াতা আফ্নান। ফাবিআয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

অস্বীকার করিবে ? উদ্যান দুইটি বহু শাখা বিশিষ্ট হইবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রভুর কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ * فَبِاَيِّ اٰلَآءِ

তুকায্যিবান। ফীহিমা আইনানি তাজ্রিয়ান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি

অস্বীকার করিবে ? উদ্যান দুইটিতে দুইটি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয়

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ *

রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফীহিমা মিন্ কুল্লি ফাকিহাতিন্ যাওজান।

প্রতি পালকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? (উদ্যান দুইটিতে বহু প্রকার ফলের জোড়া রহিয়াছে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ

"ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। মুত্তাকিঈনা আলা ফুরুশিম্

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত স্বীকার করিবে ? তাহারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়া বসিবে

بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ * فَبِأَيِّ

বাত্বায়িনুহা মিন্ ইস্‌তাবরাকিওঁ ওয়াজানাল্ জান্নাতাইনি দান। ফাবিআয়্যি

যার আভ্যন্তরীণ আস্তরণ পুরু রেশমের হইবে এবং উভয় উদ্যানে ফলসমূহ নিকটবর্তী হইবে। অতএব,

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ

আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফীহিন্না ক্বাছিরাতুত্ ত্বার্‌ফি লাম

তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে। তাহাতে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন হুর-গণ থাকিবে,

يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَيِّ آلَاءِ

ইয়াত্বমিস্‌হুন্না ইন্‌সুন্ ক্বাবলাহুম ওয়ালা জান্নুন। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি

তাহাদেরকে তাহাদের (বেহেশতীদের) পূর্বে কোন মানব স্পর্শ করে নাই। অতএব,

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ *

রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়াকূতু ওয়ালমার্‌জান।

তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? ওরা যেন পদ্মরাগ মণি ও প্রবাল সাদৃশ।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। হাল্ জাযাউল্ ইহ্‌সানি ইল্লাল্

অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? এহসানের বিনিময়

الْإِحْسَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * وَمِنْ

ইহ্‌সান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ওয়া মিন্

এহসান ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? আর (উপরোক্ত) দুইটি

دُونِهِمَا جَنَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

দূনিহিমা জান্নাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান।

ব্যতীত নিম্নস্তরের আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে।

مُدْهَامَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

মুদ্‌হা-ম্মাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

সেই উদ্যান দুইটি গাঢ় সবুজ বর্ণবিশিষ্ট। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ?

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ফীহিমা আইনানি নাদ্দাখাতান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

সেই উদ্যান দুইটিতে দুইটি প্রস্রবণ উচ্ছাসিত হইতে থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ?

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ফীহিমা ফাকিহাতুওঁ ওয়ান্‌খ্লুওঁ ওয়ারুম্মান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

সেই উদ্যান দুইটিতে নানাবিধ ফল, খেঁজুর এবং আনার (ডালিম) থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত

تُكَذِّبَانِ ۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

তুকায্যিবান। ফীহিন্না খাইরাতুন হিসান। ফাবিআইয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা

অস্বীকার করিবে। তাহাতে সচ্চরিত্রা, রূপসীগণ থাকিবে। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত

تُكَذِّبٰنِ * حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ * فَبِاَىِّ

তুকায্যিবান। হূরুম্ মাক্বসূরাতুন ফীল্ খিয়াম। ফাবিআইয়্যি

অস্বীকার করিবে ? সেই নারীগণ গৌরবর্ণের হইবে এবং খীমা বা তাবু সমূহে সুরক্ষিত থাকিবে। অতএব,

اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ

আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। লাম্ ইয়াত্বমিসহুন্না ইন্সুন্ ক্বাবলাহুম্

তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে। তাহাদের পূর্বে তাদেরকে কোন মানব

وَلَا جَاۤنٌّ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * مُتَّكِـِٕيْنَ

ওয়ালা জাননুন্ ফাবিআয়্যি আলা-য়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। মুত্তাকিঈনা

ও জ্বিন স্পর্শ করেনি। অতএব, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? তাহারা ঠেস দিয়ে বসবে

عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ * فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ

আলা রাফরাফিন খুদ্‌রিওঁ ওয়া আবক্বারিয়্যিন হিসান। ফাবিআয়্যি আলা-য়ি

সবুজ নকশাদার অতিশয় সুন্দর কাপড়ের বিছানার উপর। অতএব, তোমরা

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ * تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ *

রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। তাবারাকাসমু রাব্বিকা-যিল্‌জালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম।

স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করিবে ? তোমার প্রতিপপালকের নাম অতিশয় বরকতময়। যিনি পরম দাতা, সুক্ষ সৃষ্টিকর্তা, মর্যাদাসম্পন্ন ও দয়ালু।

মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهُ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ খাইরি মা সাআলাকা মিনহু

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সেই সব কল্যাণ প্রার্থনা করতেছি,

نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম,

যা তোমার নবী মুহাম্মদ (সঃ) প্রার্থনা করেছেন।

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ

ওয়া আউ'যুবিকা মিন শার্‌রি মাস্‌তাআ'যা মিন্‌হু নাবিয়্যুকা

এবং আমি তোমার নিকট সেই সব অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি যা হতে তোমার নবী মুহাম্মদ (সঃ)

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ

মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম, ওয়া আন্তাল

আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই সাহায্য প্রার্থনার স্থল। তোমার নিকটেই ফরিয়াদ

الْمُسْتَعَانُ وَاِلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

মুস্‌তাআ'নু ওয়া ইলাইকাল্ বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি

গুনাহ হতে ফিরে থাকা এবং ইবাদতের যোগ্য হওয়ার কোনই সাধ্য আমাদের নেই। তোমার সাহায্য ব্যতীত।

হযরত আলী (রাঃ)-এর মোনাজাত

اِلٰهِىْ تُبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِىْ بِاِخْلَاصٍ رَّجَاءً لِّلْخَلَاصِىْ

ইলাহী তুবতু মিন্ কুল্লিল মাআ,সী, বিইখ্‌লাছির্ রাজাআল্ লিল্‌খালাসী,

হে আল্লাহ ! আমি মুক্তির আশায় খাঁটি অন্তরে সমস্ত গুনাহ হতে তোমার নিকট তাওবা করতেছি।

اَغِثْنِىْ يَا غِيَاثَا الْمُسْتَغِيْثِيْنَ بِفَضْلِكَ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ

আগিসনী ইয়া গিয়াসাল্ মুস্‌তাগীছীনা, বিফাদ্‌লিকা ইয়াওমা ইউ'খাযু বিন্নাওয়াসী।

হে সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাহায্য দাতা। (যেদিন মানুষ) তার ললাটদেশের মাধ্যমে দণ্ডিত হবে, সে দিন আমাকে সাহায্য করিও।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ

- হে লোক সকল ! আমার কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমার মনে হচ্ছে, অতঃপর হজ্জ অনুষ্ঠানে যোগদান করা আর আমার পক্ষে সম্ভবপর নাও হতে পারে।
- শ্রবণ কর মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং সকল প্রকারের অনাচার আজ আমার পদতলে মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হয়ে গেল।
- মূর্খতা যুগের শোণিত প্রতিশোধ আজ হতে বিতাড়িত, মূর্খতা যুগের সমস্ত সুদ আজ হতে রহিত, আমি প্রথমে ঘোষণা করছি, আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও সকল প্রকার শোণিতের দাবী আজ হতে রহিত হয়ে গেল।
- একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেয়া যায় না। অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।
- যদি কোন নাক কাটা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করে দেয়া হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালনা করতে থাকে, তাহলে তোমরা সর্বতোভাবে তার আনুগত হয়ে থাকবে, আর আদেশ মান্য করে চলবে।
- সাবধান, ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।
- স্মরণ রেখো, তোমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, তাঁর নিকট এ সকল কথার জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান, তোমরা যেন আমার পর ধর্মভ্রষ্ট না হও, কাফের হয়ে পরস্পরের সাথে রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না।
- জেনে রাখ, নিশ্চয়ই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই; আর সকল মুসলমানকে নিয়েই এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।
- হে লোকসকল ! শুনে রাখ, আমার পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না। আমি যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোন। এ বছরের পর তোমরা হয়তো আমার আর সাক্ষাৎ পাবে না। 'এলেম' উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট হতে শিখে লও।
- চারটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রেখো। শেরেক করো না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না, পরসম্পদ অপহরণ করো না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।
- আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি, তা দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদর্শ।
- আজ যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দিও। হয়তো অনুপস্থিতদের অনেক লোক এর দ্বারা আরো বেশী উপকৃত হবে।

সমাপ্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নামাজ পড়লে আল্লাহ ৫-টি পুরুষ্কার দিবেনঃ-

১. দুনিয়াতে রিযিকের পেরেশানি দূর করে দিবেন।
২. কবরের আযাব হটাইয়া দিবেন (কবরে কোন আযাব হবে না)।
৩. হাশরের ময়দানে আমল-নামা ডান হাতে দিবেন।
৪. পুলসিরাতের রাস্তা বিজলীর নেয় তার থেকেও দ্রুত বেগে পার করে দিবেন।
৫. বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিবেন।
সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ।
১-ওয়াক্ত নামাজ কাজা করলে ২-কোটি ৮৮ লক্ষ্য বছর সাজা পেতে হবে.
তাই, মুসলমান নারী-পুরুষগণ আসুন আমরা ৫-ওয়াক্ত নামাজ পড়ি আল্লাহর কাছে তওবা করি।

তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল।"
(সুরা বনী ইসরাইলঃ ২৫)

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান পাবে।
(সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

ফেসবুক এর একটি ইসলামিক পেজ, একবার ঘুরে আসুন ভালো লাগলে লাইক দিন এবং বন্ধুদেরকেও লাইক দিতে বলুন।
আপনি চাইলে এ পেজ থেকে সরাসরি নিচে যে Quran লিখা ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে পবিত্র আল-কোরআন পড়তে পারবেন ২৫ টির ও বেশি ভাষায়।



Quran

পেজঃ- http://www.facebook.com/WeAreTheBestNationWeAreMuslim

জেনে নিন কুরআনের সবগুলো সূরার নামের বাংলা অর্থ। **PDF File টি download** করে নিন এখান থেকে।
লিঙ্কঃ- http://www.mediafire.com/?ve8qn6bt98ljk5l

ইয়া আল্লাহ্ ! আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর অবিচল প্রতিষ্ঠিত রাখো। ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের মৃত্যু দিও। আমিন।

ধন্যবাদ সহ-
মনির হোসেন বারী





Monir Hossain Bari